পরিচালক রায়হান
রাফিকে সংবর্ধনা
পৃষ্ঠা ২৫

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
18 July 2024, Thursday, 8th Year, Issue 383, 40 Pages

কে এই উষা
চিলুকুরি?
পৃষ্ঠা ২৩

১৮ জুলাই ২০২৪, ৩ শ্রাবণ ১৪৩১, ১২ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮৩, পৃষ্ঠা : ৪০

আন্দোলনে নিহত ১৯৭

কোটা সংস্কার আন্দোলন

সারা দেশে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

ঢাকা অফিস

১৬ই জুলাই মঙ্গলবার সারাদেশে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রথম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই দিন প্রাণ হারায় ৬ জন। এরপর থেকে পরিস্থিতি ক্রমে অবনতি হয়। সংঘাত সংঘর্ষের জেরে সারা দেশে নামানো হয় সেনাবাহিনী। জারি করা হয় কারফিউ, যা এখনও চলমান রয়েছে।

গত কয়েক দিনে ঢাকাসহ সারাদেশে অন্তত ১৯৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর বেশিরভাগই মারা গেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে। আন্দোলন চলাকালে গত বুধবার রাতে সারাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট এবং পরদিন বৃহস্পতিবার রাতে ব্রডব্র্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় সরকার। এরপর শনিবার থেকে সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়।

জায়গায় জায়গায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংঘর্ষ হয়। কোথাও কোথাও হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান ক্ষমতাশীন দলের নেতা-কর্মীরা। সবখানে আন্দোলনকারীদের স্লোগান, পথে পথে পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি। অনেক জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে ভাঙচুর। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় পুলিশ বক্স, পুলিশের গাড়িতে।

৫ দিন পর মঙ্গলবার রাতে দেশের কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়েছে।

গত কয়েকদিনের ঘটনাক্রম তুলে ধরা হলো।

১৬ই জুলাই (মঙ্গলবার)
- সারাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে ৬ জন নিহত হন।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ট্রাম্পকে তুলোধুনো করলেন কমলা!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এরইমধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় সরব হয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিস। প্রচারণা সমাবেশের এক বক্তৃতায় রীতিমতো রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডনাল্ড ট্রাম্পকে তুলোধুনো করেছেন কমালা। এর আগে গত রোববার নিজের

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

কে হবেন কমলার রানিং মেট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের রানিং মেট হিসেবে রয় কুপার, জশ শ্যাপিরো ও মার্ক কেলি, অ্যান্ডি

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে কমলা হ্যারিস

জনমত জরিপ

জনমত জরিপগুলোয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছেন কমলা হ্যারিস।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রার্থিতার দৌড়ে সামনে চলে এসেছেন ভাইস প্রেসিডেন্টে কমলা হ্যারিস। জনমত জরিপগুলোয় রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছেন তিনি।

রয়টার্স/ইপসোসের সর্বশেষ জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে গেছেন কমলা। আগের দিন গত সোমবার ও মঙ্গলবার এই জরিপ চালানো হয়। যেখানে কমলার প্রতি ৪৪ শতাংশ এবং ট্রাম্পের প্রতি ৪২ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন।

কমলা হ্যারিস

গত রোববার বাইডেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। তার আগে গত সপ্তাহের সর্বশেষ জনমত জরিপে তিনি ট্রাম্পের চেয়ে এই ২ পয়েন্টেই পিছিয়ে ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনের শেষ দিনে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

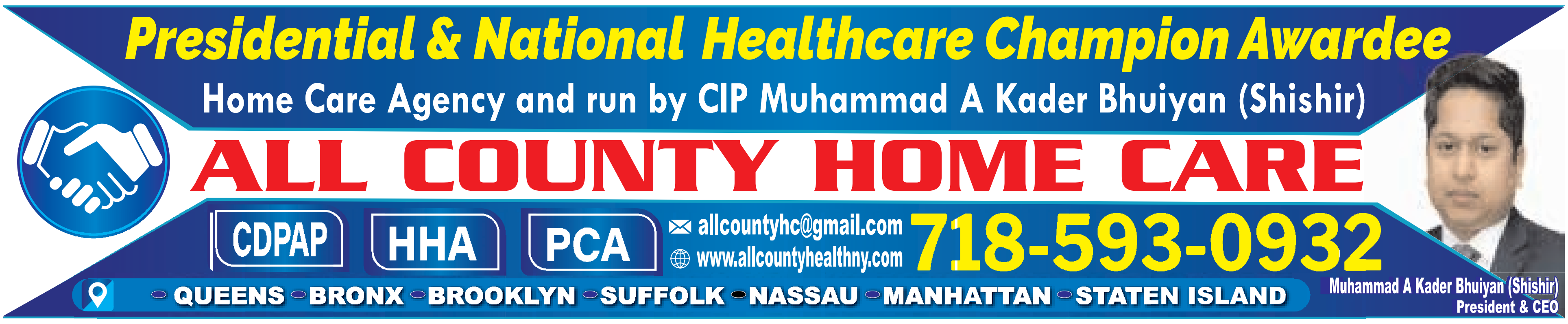

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PARALEGAL BOOTCAMP TRAINING PROGRAM
The Paralegal Bootcamp Training Program
Registration open for 3rd
Paralegal Bootcamp
on U.S. Immigration Law
Exclusive focus on U.S. Immigration Law
Job Placement Opportunity in Leading U.S. Law Firms
Class Starts from August 10, 2024
Course Duration 50 Days (16 classes)
100% Refund for Top Performers
Registration Link
Deadline for Registration
August 01, 2024
info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us
301-919-5050

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:

1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM

centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক
BANGLADESH LAW SOCIETY USA INC.

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

১ম পুরস্কার নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান টিকেট

২য় পুরস্কার : ৫৫" টেলিভিশন
৩য় পুরস্কার : স্বর্ণের চেইন
৪র্থ পুরস্কার : ল্যাপটপ (বড়)
৫ম পুরস্কার : ল্যাপটপ (ছোট)
৬ষ্ঠ পুরস্কার : আইপ্যাড ১ টি
৭ম পুরস্কার : মাইক্রোওভেন ১টি
৮ম পুরস্কার : ব্লেন্ডার ১টি
৯ম পুরস্কার : ডিনার সেট ১টি
১০ পুরস্কার : হেড ফোন ১ টি

প্রতি টিকেটের মূল্য $ ১০ ডলার।

রেজিস্ট্রেশন ফিঃ
১। বারের সদস্য একক : $৫০
২। স্ত্রী সহ একত্রে : $৮০
৩। পরিবারের ৫ একত্রে : $২০০
৪। অতিথির জন্য একক : $৫০
৫। ১৮ বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য ফি একক : $৩০
৬। ১৮ বছরের নীচে বাচ্চাদের জন্য কোন ফি দিতে হবে না।

সুধী,
আস্সালামু আলাইকুম/ আদাব।
আগামী ২৭শে জুলাই ২০২৪ইং, শনিবার, সকাল ১০টায় "বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক"-এর উদ্যোগে এস্টোরিয়া পার্ক, কুইন্স-এর মনোরম পরিবেশে সপরিবারে উপভোগের জন্য "বার্ষিক বনভোজন"-এর আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/ আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে-

এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেদ	এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা
917-870-5054	813-427-4240
আহ্বায়ক	সদস্য সচিব

সদস্যবৃন্দ: এড: রুবিনা মান্নান- 347-621-7337, এড: জয়জিত আচার্য্য- 917-480-7170, এড: রেজওয়ানা রাজ্জাক সেতু-347-968-8499, এড: মাহবুবুর রহমান বকুল-646-318-4737, এড: মো: মুহি উদ্দিন-347-651-6276, এড: আতিকুর রহমান শাবু-347-952-2561, নুরুন্নাহার নেছা-347-706-5154, রেশমা ইয়াসমিন-347-807-5830

বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি

শুভেচ্ছান্তে-

এডভোকেট মতিউর রহমান	এডভোকেট আব্দুর রশিদ
সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
917-519-1156	347-740-4599

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক

সম্পাদকীয়

কোটা সংস্কার আন্দোলন: রক্তাক্ত রাজপথ, সংঘাত, মৃত্যু, এরপর কি?

গত দুই সপ্তাহ ধরে চলা কোটাবিরোধী আন্দোলন এখন সহিংস রূপ পেয়েছে। ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের ঘটনা রঘটেছে। এসব সংঘর্ষের মধ্যে চট্টগ্রামে তিনজন, ঢাকায় দুইজন ও রংপুরে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, গাজীপুরে নেমেছেন বিজিবি সদস্যরা।

সরকারি চাকরিতে সকল গ্রেডে কোটা বাতিল করে কেবল 'অনগ্রসর গোষ্ঠীর জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ' রেখে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা। ২০১৮ সালে কোটা বাতিলের পরিপত্র জারির আগ পর্যন্ত সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা, জেলা, নারী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী– এই পাঁচ ক্যাটাগরিতে মোট ৫৬ শতাংশ কোটা ছিল।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকেই চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা, জেলা ও নারী কোটা ছিল। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও দপ্তরে নিয়োগ এবং কোটা বণ্টনের বিষয়ে ১৯৭২ সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার একটি নির্বাহী আদেশ জারি করে। এতে এসব প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণির চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ মেধা এবং বাকি ৮০ শতাংশ জেলা কোটা রাখা হয়। এই ৮০ শতাংশ জেলা কোটার মধ্য থেকেই ৩০ শতাংশ কোটা মুক্তিযোদ্ধা এবং ১০ শতাংশ কোটা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থাৎ কোটার বড় একটি অংশই বরাদ্দ করা হয় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে প্রথমবারের মতো কোটা বণ্টনে পরিবর্তন আনা হয়। এসময় মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয় এবং শুধু নারীদের জন্য আলাদা করে কোটার ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের কোটায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ১৯৮৫ সালে কোটা পদ্ধতির সংশোধন আনে তৎকালীন সংস্থাপন (বর্তমান জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয়। ১৯৯০ সালে নন-গেজেটেড পদগুলোর নিয়োগে কোটা পদ্ধতিতে আংশিক পরিবর্তন আনা হলেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে তা অপরিবর্তিত থাকে। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৯৯৭ সালে। কোটায় পরবর্তী পরিবর্তন আসে ২০১১ সালে। এসময় মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিদেরও ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সবশেষ ২০১২ সালে এক শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা যুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার।

সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার চেয়ে কোটার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি নিয়ে বরাবরই অসন্তোষ ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে বেশ কয়েকবারই কোটা আন্দোলন হয়। তবে তা ছিল খুবই সীমিত আকারে। কোটা আন্দোলন প্রথমবারের মতো বড় আকারে রূপ নেয় ২০১৮ সালে। ওই বছরের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল এবং এর পুর্নমূল্যায়ন চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ও দুই সাংবাদিক।

এতে কোটা পদ্ধতিকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলেও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মার্চ মাসে এসে ওই রিটটি খারিজ করে দেন সর্বোচ্চ আদালত। এদিকে আদালতে রিট করার পরপরই ফেব্রুয়ারি মাসে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে 'কোটা সংস্কার চাই' নামে একটি পেইজ খোলা হয় এবং শাহবাগকে কেন্দ্র করে পেইজটি থেকে মানবন্ধনসহ নানা কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া শুরু হয়। এর মাধ্যমেই মূলত কোটা সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এসময় কোটা সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ' নামে একটি প্ল্যাটফর্মও গঠন করা হয়। রিট খারিজ হবার পর কোটা পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন করা হবে না মর্মে আদেশ জারি করা হয়। তবে কোটা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা আনে সরকার।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের 'সাধারণ শিক্ষার্থীরা' সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার পরিবর্তন (সংস্কার) চেয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। শেষ পর্যন্ত তা 'রক্তপাতে' গড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা রাতের আঁধারে মারধরের শিকার হয়েছেন। নিহত হয়েছেন অনেকে, আহত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন পাঁচশোর অধিক ।

জনপ্রশাসন থেকে জারি করা ওই আদেশে বলা হয়, "সব ধরনের সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধা তালিকার শীর্ষে অবস্থানকারী প্রার্থীদের দিয়ে সেসব পদ পূরণ করা হবে।" বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের একটি রায়ের পর সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক ও বিক্ষোভ নতুন করে ডালপালা মেলেছে। ৩ জুন বুধবার সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহাল করার রায় দিয়েছে দেশটির হাইকোর্ট। এরপর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল আলোচনা চলছে কোটা পুনর্বহাল ইস্যুকে কেন্দ্র করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক স্থানে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকে।

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরকার দাবি করছে, এ সমস্যার সমাধানে তারা আদালতের উপরই নির্ভর করছে।

সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে, আদালতে বিচারাধীন থাকায় সেখানেই কোটার বিষয়টি সমাধান হতে হবে। বিচারাধীন বিষয়ে সরকার কথা বলবে না।

কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ২০২১ সালে হাইকোর্টে রিট করলে গত পাঁচই জুন এক রায়ের মাধ্যমে আবারও ফিরে আসে কোটা। হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করে আপিল বিভাগে। সেই আবেদন গত চৌঠা জুলাই শুনানির জন্য আসলে রাষ্ট্রপক্ষকে লিভ টু আপিল করতে নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

এরই মধ্যে গত ১ জুলাই থেকে কোটা বাতিলে আন্দোলনে নামে শিক্ষার্থীরা। এই আন্দোলন এখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশব্যাপী। বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এখন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের এক দফা দাবিতে আন্দোলন চলছে। শিক্ষার্থীদের দাবি আদালতের কাছে নয় বরং সরকারের কাছে তাদের এই এক দফা দাবি।

কোটা সংস্কারে শিক্ষার্থীদের দাবি বিকল্প উপায়ে সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করছেন আইনজীবীদের অনেকে। তারা বলছেন, কোটা বাতিলের প্রজ্ঞাপনকে আদালত অবৈধ ঘোষণা করায় এ ব্যবস্থা আবার বহাল হয়েছে। ফলে কোটা সংরক্ষণ করে পূর্বের যে প্রজ্ঞাপন রয়েছে সেটিতে গ্রহণযোগ্য হারে কোটা রেখে একটি সংশোধনী এনে সমস্যার সমাধান করা যায় বলে জানান আইনজীবীরা।

২০১৮ সালের কোটা আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটার পরিমাণ।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের 'সাধারণ শিক্ষার্থীরা' সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার পরিবর্তন (সংস্কার) চেয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছে। শেষ পর্যন্ত তা 'রক্তপাতে' গড়িয়েছে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা রাতের আঁধারে মারধরের শিকার হয়েছেন। নিহত হয়েছেন অনেকে, আহত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন পাঁচশোর অধিক ।

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই চিত্রের পরিবর্তন হয়নি, তার দায়দায়িত্ব যে–ই নিক না কেন, এই প্রজন্মের মনে যে ঘৃণাবোধ জন্ম নিচ্ছে, তার দায় অন্তত এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকারকে নিতেই হবে।

চাকরিব্যবস্থায় একটি 'আদর্শিক-দৃঢ়' নীতির প্রয়োজন। কোনো সংসদ সদস্যই শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি সেজে তাদের আক্ষেপগুলো সংসদে শোনাতে পারেননি, সরকারকে সম্পৃক্ত করাতে পারেননি। কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা সরকারি চাকরিতে বৈষম্য দূর করতে একটি ঐক্য তৈরিতে সফল হয়েছেন, এই বিষয়টি আমাদের শাসকগোষ্ঠীর মানা উচিত। এই শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বোঝার সক্ষমতা সরকারের থাকা উচিত।

আমাদের আগামীরা আজকে দেশব্যাপী রাজপথে। ওদের স্লোগান নিয়ে অনেক প্রশ্ন কিন্তু কেন এই স্লোগান সেটা নিয়ে কোন কথা নাই। ন্যায্য অধিকারের আন্দোলন কাউকে রাজাকার বানায় না, বরং ওদের হাত ধরেই স্বাধিকার আসে।

গুলিটা ট্রাম্পের গায়ে নয় মার্কিন রাজনীতির কেন্দ্রে লেগেছে

সেলিম খান

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কানের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যায়নি, কানে লেগে বেরিয়ে গেছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই তাঁর জীবন সংশয় হতে পারত। আসলেই কি গুলিটা ট্রাম্পের কানে লেগেছে? না। গুলিটা প্রকৃতপক্ষে আঘাত করেছে আমেরিকার বর্তমান রাজনীতির কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রেই জমা আছে ঘৃণা, বৈষম্য, অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা, ক্ষমতা দখলের মরিয়া চেষ্টা। সামান্য কম্পনে উদ্‌গীরণের মধ্য দিয়ে, যা সহজে ছড়িয়ে পড়ে সমাজ দেহে। যদিও ট্রাম্প গুলিতে আহত হওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট বাইডেনসহ অন্য রাজনীতিকেরা যা বলেছেন তার মোদ্দা কথা, আমেরিকার গণতন্ত্রে হিংসা-বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। কিন্তু এর চাষ তো দীর্ঘদিন ধরে তাঁরাই করছেন।

আসলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমেরিকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ক্রমাগত সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠছে। যা সমাজের মধ্যেকার বিভক্তিকে আরও বাড়িয়ে চলেছে। এই প্রবণতা আমেরিকার জন্য একেবারে নতুন নয়। তবে এর তীব্রতা এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। দিনে দিনে এই প্রবণতার বাড়বাড়ন্ত হওয়ার পেছনে অতীতের পাশাপাশি দেশটির বর্তমান ব্যবস্থাও সমানভাবে দায়ী।

এর মধ্যে সবচেয়ে নজর কেড়েছে সমাজে ঘৃণার প্রসার। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন সমাজে বেশ কিছু দিন এই বিষয়টি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের পাশাপাশি কিছুকাল ধরে যুক্ত হয়েছে ভূমিপুত্রদের অধিকার বনাম 'দখলদার ও অনভিপ্রেত অভিবাসী স্রোতের' অভিযোগ। এখন পর্যন্ত আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শ্বেতাঙ্গ।

কিন্তু তারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা যে মূলত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিবাসী–এই কথাটা তারা ভুলে যায়। তাদের এই ভাবনা মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, আমেরিকায় থাকার অধিকার একমাত্র তাদের এবং বহুবর্ণ-ভাষার অভিবাসীরা তাদের জাতিগত, অর্থনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে ক্ষুণ্ন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ভাবনার পালে সবচেয়ে বেশি বাতাস যিনি দিয়েছেন, তিনি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ঘৃণার বিষই হয়তো সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ২০ বছরের এক তরুণকে তাঁর দিকে বন্দুক তাক করার মতো ঘৃণ্য কাজ করতে প্রলুব্ধ করেছে।

গত জুনে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপের দিকে নজর ফেরানো যাক, তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই জরিপের ফলাফল বলছে, ট্রাম্পের পক্ষে নয়, বরং তাঁর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতি সমর্থন বেড়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ১০ শতাংশ ট্রাম্পকে ঠেকাতে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়াকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে প্রায় ৭ শতাংশ মার্কিনি হিংসার আশ্রয় নিয়ে হলেও ট্রাম্পকে ক্ষমতায় বসানোর বিষয়টি সমর্থন করেন। ভাবতে পারেন, দুপক্ষ মিলিয়ে মোট প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিনিদের ১৭ শতাংশ ক্ষমতাকে ঘিরে হিংসার আশ্রয় নেওয়াকে যথার্থ মনে করেন। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়া ঠেকাতে হিংসাকে যারা সমর্থন করেন, তাঁদের ৩০ শতাংশের বেশি লোকের বন্দুক আছে। বলা হচ্ছে, ২০ বছরের তরুণটি যে অস্ত্র দিয়ে গুলি ছুড়েছিল, সেটি তাঁর বাবার।

বিষয়টি এমন কান টানলে মাথা আসবেই। একটার সাথে আরেকটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অস্ত্রই সহিংসতার চরম রূপ প্রদর্শনের পেছনে দেশটির বন্দুকনীতি কম দায়ী না। দেশটির দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কেউই এই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। ফলে সহজে হাতে পাওয়া অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের অপব্যবহার যেন ডালভাত হয়ে গেছে। আছে চরম পক্ষপাতদুষ্ট মূলধারার গণমাধ্যম। এরা সমাজে সুস্পষ্ট ভেদ রেখা টেনে দিয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, সিএনএন-এর মতো গণমাধ্যম ঘোষিতভাবেই ট্রাম্পের বিরোধী।

সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, ট্রাম্পের আমেরিকা শাসনের কোনো যোগ্যতাই নেই। এটা কী সংবাদমাধ্যমের কাজ? অন্যদিকে ফক্স নিউজসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম ট্রাম্পের পক্ষে। তারা শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের নামে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কথা যত না বলা যায়, ততই ভালো। এখানে অপতথ্যের ছড়াছড়ি বললে ভুল হবে, বলা ভালো মিথ্যার সাইক্লোন চলছে। ফেসবুক, এক্স (পুরোনো টুইটার), ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মেসেজিং অ্যাপ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বিভিন্ন সময়ে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তা সবার জানা। এই দৈত্যসম প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো দেশে ক্ষমতার দোসর, কোনো দেশে আবার ক্ষমতার পালাবদলের সমর্থক। তাদের কার্যকলাপে এই সন্দেহ গভীর হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের লাটাই আসলে অন্য কারও হাতে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের মালিক আমেরিকানরা। সবারই নিশ্চয় মনে আছে, ট্রাম্প কখনোই তাঁর প্রচারের সহযোগী হিসেবে আমেরিকার মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে বেছে নেননি। তাঁর প্রিয় ছিল টুইটার। কথায় কথায় তিনি টুইট করতেন।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে বা প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নিজের কথা মূলত প্রচার করেছেন টুইটার, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ট্রাম্পের বেড়ে ওঠার এই সহযোগীরাই আবার ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্প সমর্থকদের উন্মত্ততার কারণ দেখিয়ে তাঁর অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়। গত চার বছর ধরে এ অবস্থাই চলছিল। এখন যখন ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে, তখন তিনি একে একে ফিরে পাচ্ছেন তাঁর বন্ধ হওয়া সব অ্যাকাউন্ট। ইলন মাস্ক টুইটার কেনার পরই ট্রাম্পের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে হয়েছেন জাকারবার্গ সাহেব। এই ঘটনাকে আপনি কী দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন? এই ঘটনা প্রমাণ করে–২০২১-এ ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা ভুল ছিল অথবা এখন খুলে দেওয়াটা ভুল।

এরা কী তা স্বীকার করবে? বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই দ্বৈতনীতি সারা দুনিয়াকে ভুগিয়েছে। এখন গোকুলে বাড়তে বাড়তে নিজ দেশ আমেরিকাকেও ছাড়ছে না।

তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই সর্বনাশের একমাত্র কারণ নয়। মূলধারার সংবাদমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, আগ্নেয়াস্ত্র নীতি, ঘৃণার রাজনীতির পাশাপাশি আর্থিক বৈষম্য, আত্মপরিচয় হারানোর ভয়, সমাজকে একসূত্রে গাঁথতে না পারার রাজনৈতিক ব্যর্থতাসহ নানাবিধ কারণ আছে এই সর্বনাশের পেছনে। আর এগুলো এক দিনে হয়নি। গণতন্ত্রের চর্চা নিয়ে আমেরিকার শাসকেরা গর্ব করেন ঠিকই, কিন্তু তা ভোট-সর্বস্ব হওয়ায় দিনে দিনে অনেক ফাঁক-ফোকর বেরিয়ে পড়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে রাজনীতিকদের ওপর অবিশ্বাস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানের এক জরিপ বলছে, প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ মনে করে, আজকে আমেরিকার যে পরিস্থিতি, তাতে দেশটির সবচেয়ে মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না নভেম্বরের নির্বাচন। এটা একটা ভয়াবহ দিক। সাধারণ মানুষ যখন নির্বাচিত শাসকের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার একটা প্রবণতা তার ভেতরে দেখা যায়। দেশে দেশে এর প্রমাণ আছে।

আমেরিকাতেও অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট থেকে ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটারসসহ নানা আন্দোলন দানা বেঁধেছে। কিন্তু সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাকে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার পরিবর্তে যেকোনোভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। ফলে মানুষ ক্রমে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ট্রাম্পের ওপর গুলি চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার রাজনীতিকেরা যদি শুধু বিবৃতি দিয়ে দায় সারেন বা একে শুধু আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা মনে করেন তাহলে সমাধান কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন রাজনীতিক, শাসক গোষ্ঠী ও ক্ষমতাসীনদের আত্মসমালোচনা এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সেই অনুযায়ী বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া। না হলে বিত্তের দাপট বা সত্যকে চাপা দেওয়ার কূটকৌশল সবার জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই বৃহস্পতিবারের গুলির ঘটনা শুধু ট্রাম্প নয়, সবার জন্য শিক্ষণীয়। শিখবেন কিনা সেটা তাঁদের ব্যাপার।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

প্রসঙ্গঃ সৈয়দ আবেদ আলী

আজিজুর রহমান

পিএসসি'র ড্রাইভার সৈয়দ আবেদ আলীকে নিয়ে এই সময়ে কতো নিন্দা সূচক মন্তব্যে ফেইসবুক পেইজ সয়লাব। অপকর্মের নিন্দা হবে প্রয়োজনে বিচার হবে এটাই কাম্য। কিন্তু , নির্বোধ আবেদ আলীর কুকর্মকে লক্ষ্য করে আমরা যে ভাবে মত প্রকাশ করছি তাতে কিন্তু একদল ধর্ম প্রাণের মনে আঘাত দিচ্ছি কিনা বা একটি পরীক্ষিত ধর্মের প্রতি মনের অজান্তে উপহাস দ্বারা দায়বদ্ধ হচ্ছি কিনা এ ব্যাপারে একটু সচেতনতা অবলম্বন করা বিশেষ করে মুসলিম বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

একটু ভাবুন ,দেখবেন আপনার মনের আয়নায় নিজের , স্বজনের বা পরিচিতজনের অনেকেরই মধ্যে অনেক ব্যর্থতা বিদ্যমান। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে আমাদের সবার নিজ নিজ তৎপরতা প্রয়োজন।

যাক, এখন আমি মূল প্রসঙ্গে আসি। শুরুতেই বলছি নির্বোধ আবেদ আলী আর তার নির্বোধ হওয়ার কারণ হচ্ছে সে ভুলে গেছে তার আত্মপরিচয় বা সে নিজে তা জানেইনা। এমন ধরনের চরিত্রই হচ্ছে নির্বোধ চরিত্র আর জানতে চেষ্টা করেনা বলেই পরিচিত হয়ে উঠে কুলাঙ্গারে। আলোচ্যে আবেদ আলী এমনই প্রকৃতির একটি নিকৃষ্ট মানুষ। যেমন , তার নামের সাথে যুক্ত রয়েছে যে লকব তা হচ্ছে সৈয়দ বা সাইয়্যেদ। এই লকব বা উপাধি বিশ্বজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহর নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বংশধরদের।নবী সঃ এর বংশধরেরা উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে অতীব সম্মানের পাত্র কারণ নেতৃস্থানীয়। আল্লাহর রাসুল (সঃ) তার বংশধরদের জীবন ধারণকে আদর্শের প্রতীক হিসেবে

বহাল রাখতে তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যাকাত সদাকাহ এর সুবিধা। যাতে রসুলের বংশধরেরা জীবন ধারণে বা অভাব অনটনে এইসব খাতের সুযোগ নিয়ে রাসুল আদর্শের বিপরীতে যেনো অবস্থান না করেন। আল্লাহর রাসুল (সঃ) আদর্শের নমুনা ছিলো মাসের পর মাস নবীজির ঘরের চুলায় খাদ্য তৈরির জন্য আগুন জ্বলেনি।মদিনার বাদশাহ প্রিয় নবী মদিনার স্বচ্ছল জনগণের দেয়া যাকাত বা বায়তুলমালের যব দুস্থদের মধ্যে বিলি করে যখন ঘরে ফিরছেন তখন গায়ের গামছা ঝেড়ে গায়ে থাকা যবের গুড়ো ঝেড়ে ঘরে ফিরছেন।

ক্ষুধার্ত রাসুল ঘরে ফিরে খাবার চাইলে জানতে পারলেন উনার বিবিদের কারোর ঘরেই মাসখানেক ধরে খাবারের আয়োজন নাই। মদিনার বাদশাহের উত্তর পুরুষ দাবীদার এই আবেদ আলী বা তার মতো সৈয়দ কখনোই আসলে সৈয়দ হতে পারে না। এমনকি সে একজন আল্লাহর বান্দা বা একজন আবেদ মুসলানের মধ্যেও গণ্য হতে পারেনা। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ঈমান আনার জন্য শর্ত দিয়েছেন যে 'হে মানুষ তুমি ধীশক্তি ও বিবেক দিয়ে এ দুনিয়ার সৃষ্টি রহস্যে দেখো এবং যদি তুমি তাতে আমার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বলে অন্তরে ও বাহিরে বিশ্বাস হয় তখন তুমি আমাকে স্রষ্টা হিসাবে নির্দ্বিধায় স্বীকৃতি দাও।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন ঈমান আনার পরে ' রহমান হিসাবে আমি তোমার অনেক পাপ মাফ করে দিতে পারি বা দিবো কিন্তু কারো হক,ঋণ বা আত্মসাৎ আমি কখনো মাফ করতে পারবো না।

এমনই অবস্থায় আবেদ আলী সৈয়দ না গুণে না মানে বা চরিত্রে একজন সৈয়দ না একজন মুসলমান যা তার নামের সাথে সঙ্গতি রাখে আবেদ হিসেবে। এমনই হাজারো লকবধারী সৈয়দ মূল আদর্শিক স্বত্বা বিসর্জন দিয়ে আমাদের সমাজে বসবাস করছেন। আর আমাদের আবেদ আলীর মতো অনেক অপকর্মে জড়িত আছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আবেদ আলী কি নিজ যোগ্যতায় এসব অপকর্ম করেছেন বা করতে পারছেন নির্দ্বিধায় নিজ অভিজ্ঞতায় বলতে পারি না।কারণ ,বাংলা সংস্কৃতিতে একটা মুল্যবান প্রবাদ আছে 'কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন' , এমতাবস্থায় আবেদ আলীরা কর্তাদের তুষ্ট পুষ্ট করতেই শুরু করেন এসব কীর্তন বা সফলতা অর্জনের অনৈতিক তৎপরতা। সমাজের সর্বজনের জানা আছে বিবি, পিয়ন, ড্রাইভার বা চাকরই হোন কর্তা তুষ্টির সফল মাধ্যম।

তাই একটু ভাবুন এইসব মুখোশধারী গুণধর কর্তা চরিত্র নিয়ে। দেখবেন সেখানে থেকে বেরিয়ে আসছে আরো কতো মতিছাগলের রহস্য যা হতে পারে সীমাহীন। আবেদ আলীদের জঘন্যও লোভী মানষিকতা বা ইতরতার কারণে দেশের কতো মেধাবী শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়েছে তার জীবনের সফলতায়। রাষ্ট্র হারিয়েছে সুযোগ্য রাষ্ট্র সেবক,জনগণ হারিয়েছে যোগ্য বিজ্ঞ প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারী।

গভীর ভাবে চিন্তা করুন দেখবেন যে, কি নিষ্টুর ও বর্বর কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমানতের অংশীদার এই নিকৃষ্ট কীটেরা। তাই , সব দেশপ্রেমিক বন্ধু স্বজনদের প্রতি অনুরোধ একটু দেশকে নিয়ে ভাবুন। আধুনিক সৎ সমাজোপযোগী একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৎপর হোন। আবেদ আলীরা বা তাদের গুরুদের চিহ্নিত করুন ছুড়ে ফেলুন , বয়কট করুন এদের সমাজিকভাবে।

এমনই ধরনের একটি আদর্শিক সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যে তৎপর হোন,সফল হোন এটাই আজকের দিনে একান্ত কামনা। শুধু মাত্র নিন্দা বা প্রতিহিংসার মাধ্যমে এ অপতৎপরতা বা কুকর্ম সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে দূর করা যাবেনা। তার জন্য একান্ত প্রয়োজন চিন্তার ভাবনার চেৎনার ও কর্মের পরিশুদ্ধি।

কেননা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি চুরির নিন্দা, চোরকে উত্তমমধ্যম প্রদান বা গণপিটুনির দ্বারা প্রাণেমারাতেও কিন্তু চুরি সমাজ থেকে কমে নাই। বরঞ্চ আরো বেড়েছে ,চোরেরা দিনে দিনে এক সময় ডাকাতে রূপ নিয়েছে। আর আজকাল তো সমাজে শুধু সেদিনের পিচ্চি চোর ,পকেটমার বা গণ্ডমূর্খ ডাকাতই মাত্র নয়। ডাকাতের ও কিন্তু এখন বিবর্তিত রূপ প্রদর্শিত হচ্ছে এই আধুনিক বা ডিজিটাল যুগে। আধুনিক এই চোর ডাকাত বা আত্মসাতকারীদের লক্ষ্যেও এসেছে নতুন পরিবর্তন। আর তা হচ্ছে সেই প্রচলিত প্রবাদের মতো ' মারিলে মারিব হাতি,লুটিলে ভান্ডার ,তাই তো বেনজির ,মতি ,আবেদ আলীরা আজ অঢেল বিত্ত বিভৈব ও অর্থ কড়ির মালিক। দেশে এখন অবৈধ বিত্রবিত্ত বৈভবের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটিপতি বেহিসাব আবেদ আলী ।

এভাবেই অসততার মাধ্যমে কৌশলে বিভিন্ন অবস্থানে থেকে দুই হাতে কামাইকারীদের

সংখ্যা বাড়ছে আর রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা দিন দিন হচ্ছে রিক্ত বঞ্চিত ।

এসব বঞ্চিত জনদের নিয়ে হরদমই হচ্ছে কৌশলী কথাবার্তা যা দারুণ উপহাসের শামিল।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত CDPAP - এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস নিলে আপনিও পেতে পারেন প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

এ যে দেখি চোরের হাট-বাজার...

মহিউদ্দিন খান মোহন

সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, রাজস্বের মতিউর রহমান, একই বিভাগের দ্বিতীয় সচিব আরজিনা খাতুন, সিলেটের কর কমিশনার এনামুল হক, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের এডিসি কামরুল হাসান, পিএসসির চেয়ারম্যানের গাড়িচালক আবেদ আলী, পিএসসির উপপরিচালক আবু জাফর—তাঁরা একেকজন এখন 'বিখ্যাত' ব্যক্তি। স্বীয় কর্মগুণে তাঁরা রাতারাতি 'স্বনামধন্য' ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। স্বনামধন্য বলছি এ জন্য যে তাঁদের নাম শুনলে কাউকে বলে দিতে হয় না, তিনি কে এবং কেনইবা খ্যাতি অর্জন করেছেন। সংবাদপত্র, টেলিভিশনের খবরে তাঁরা এখন শিরোনাম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল। তাঁদের এই বিখ্যাত হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে এক কালো অধ্যায়। সে কাহিনি সরকারি পদে থেকে ক্ষমতা ও সুযোগের অপব্যবহার করে শত থেকে হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার।

আচ্ছা, তাঁদের যদি 'চোর' বলে সম্বোধন করি, তাহলে কি কারও আপত্তি আছে? কিংবা কোনো আইনি জটিলতায় পড়ার আশঙ্কা আছে? থাকলেও কোনো আপত্তি নেই। কেননা, অভিধানে চোরের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে, তাতে এই ব্যক্তিরা ওই অভিধায় অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার রাখেন। উইকিপিডিয়ার চুরির সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'চুরি হলো কোনো ব্যক্তির যথাযথ মালিক বা তাঁর পক্ষে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত সম্পত্তি বা পরিষেবাগুলো হস্তগত করার কাজ, যা এর সঠিক মালিককে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।' আর যে ওই কাজে লিপ্ত হয়, তাকে বলে 'চোর'। চুরির আরও কয়েকটি সমার্থক শব্দ রয়েছে—যেমন ডাকাতি, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ ইত্যাদি। আমাদের এ দেশ বা রাষ্ট্রটির মালিক জনগণ। সংবিধানে তা-ই লেখা আছে। আর সরকার হলো জনগণের পক্ষে দেশ বা রাষ্ট্রকে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষ। তো সেই জনগণ বা সরকারের অগোচরে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ করে সরকারি পদে থাকার সুযোগের অপব্যবহার করে গোপনে অবৈধভাবে অর্থ-সম্পদ অর্জন করাকে তো চুরিই বলা যায়। সে হিসেবে উপরোল্লিখিত 'মহাজন' ব্যক্তিদের চোর সম্বোধনে 'কসুর' হওয়ার কথা নয়। চোর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একজন সেদিন বলছিলেন, যে গেরস্তের ঘরে সিঁধ কেটে চুরি করে, সে যেমন চোর, আর যে ব্যক্তিটি স্যুট-টাই পরে অফিসে বসে কলম ঘুরিয়ে অবৈধ আয় করে, সে-ও চোর। পার্থক্য সিঁধকাটা চোরকে ভোররাতে খালের পানিতে গোসল করে শরীরের মাটি পরিষ্কার করতে হয়, আর অফিশিয়াল চোরদের সেটা দরকার হয় না। তাদের পোশাক-আশাক থাকে পরিষ্কার, তারা সমাজে চলাফেরা করে সাধুবেশে।

ওপরে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কীর্তি-কাহিনি এখন সবাই জানেন। আর এই জানার কৃতিত্ব সরকারি কোনো গোয়েন্দা সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নয়। পুরোটাই গণমাধ্যমের। কেউ হয়তো বলতে পারেন, নিজে গণমাধ্যমকর্মী বিধায় আমি এ কথা বলছি। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এযাবৎ দেশের যত বড় বড় পুকুর ডাকাতির খবর জনসমক্ষে এসেছে, তার সবই গণমাধ্যমে উঠে আসার পর জনগণ জানতে পেরেছে। আর তার পরপরই সরকারি সংস্থা ও দুর্নীতি দমন কমিশনকেও কাছা মেরে মাঠে নামতে দেখা গেছে। এ যেন সেই 'মরা সাপের গায়ে লাঠি দিয়ে দুইটি আঘাত করে সাপ মারতে হয় এভাবে'—বলা গ্রামের সেই 'সাহসী' মানুষটির উদাহরণ। একেবারে তরতাজা উদাহরণটি দিই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে সংস্থাটির কতিপয় কর্মকর্তা এবং

আলোচ্য আবেদ আলী একজন 'আধুনিক' চোর—তাতে সন্দেহ নেই। তবে সুরতে, লেবাসে তাঁকে সন্দেহ করার উপায় নেই। একটি ছবি এখন ফেসবুকে ভাইরাল। একটি ধু ধু বালুচরে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ আদায় করছেন শ্মশ্রুধারী আবেদ আলী। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিত ও মাথায় নকশাদার টুপিওয়ালা আবেদ আলীকে দেখে সন্দেহ করার উপায় নেই, তিনি 'সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়'।

চেয়ারম্যানের সাবেক গাড়িচালকের শত শত কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়ার খবরটি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুসন্ধানী রিপোর্টেই প্রথম তুলে ধরা হয়েছিল। এরপর অপরাপর সংবাদমাধ্যমে তাদের কুকীর্তির খবর ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। গাড়িচালক আবেদ আলীসহ পিএসসির যে ১৭ জন এখন পুলিশের খাঁচায় বন্দী, তাঁদের চিনিয়ে দিয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

পিএসসির ওই 'কীর্তিমান'দের মধ্যে চালক আবেদ আলীর নাম এখন সবার মুখে মুখে। খবরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারবার করে তাঁর কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য, ঢাকা-মাদারীপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুল সম্পদ গড়ার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। একটা ভিডিও ক্লিপ দেখলাম, একজন সাংবাদিক আবেদ আলীকে প্রশ্ন করছেন, 'ড্রাইভারি করে আপনি এত টাকার মালিক হলেন কী করে?' তিনি উত্তরে বলছিলেন, 'ড্রাইভারি চাকরি করেছি তো ১৫ বছর আগে, এখন তো আমি ব্যবসায়ী।' বটে, তিনি এখন একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। কিন্তু স্বল্প বেতনের একজন চালক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার মতো বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথায় পেলেন? পত্রিকায় দেখলাম, তিনি তাঁর এলাকায় নাকি প্রচুর দান-খয়রাত করতেন। তিনি ও তাঁর ছেলে সোহানুর রহমান সিয়াম চলাফেরা করতেন কোটি টাকা দামের গাড়িতে। আবেদ আলীর খায়েশ হয়েছিল উপজেলা চেয়ারম্যান হয়ে দেশ ও জনগণের অধিকতর খেদমতের। এ উদ্দেশ্যে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিসংবলিত পোস্টারও লাগিয়েছিলেন এলাকায়। ছেলে সিয়ামকে ঢুকিয়েছিলেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগে। অবশ্য পিতার দুর্নীতির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর পুত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছে সংগঠন থেকে।

আলোচ্য আবেদ আলী একজন 'আধুনিক' চোর—তাতে সন্দেহ নেই। তবে সুরতে, লেবাসে তাঁকে সন্দেহ করার উপায় নেই। একটি ছবি এখন ফেসবুকে ভাইরাল। একটি ধু ধু বালুচরে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ আদায় করছেন শ্মশ্রুধারী আবেদ আলী। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিত ও মাথায় নকশাদার টুপিওয়ালা আবেদ আলীকে দেখে সন্দেহ করার উপায় নেই, তিনি 'সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়'। যে কারও মনে হওয়াটা স্বাভাবিক, 'লোকটা কী পরহেজগার! নামাজের সময় হওয়ায় বালুচরেই তা আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে!' আরও কয়েকটি ছবি দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে। কোথাও তিনি বাসে বা প্লেনে বসে নামাজ আদায় করছেন, কোথাও কোনো এক মসজিদে বক্তৃতা করছেন। একটি ভিডিও ক্লিপ দেখলাম। তিনি বলছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁস করে যা কামিয়েছি, তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছি।' কত বড় স্পর্ধা এই চোরের! অবৈধ আয়ের টাকা আল্লাহর রাস্তায় নাকি খরচ করেছেন!

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এরা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক নকশার সেই চাকরিপ্রার্থী, যাকে বেতন কত চাও জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, 'যদি আমার শুধু ঘরের কাজ করতে হয়, তাহলে বেতন দিবেন আট শ ট্যাকা। যদি ঘরের কাজ এবং বাজার করতে হয়, বেতন দিবেন চার শ ট্যাকা। আর যদি সেই সাথে দোকানের ক্যাশেও বসতে হয়, তাইলে কোনো বেতন দেওন লাগব না।' এরপর গৃহকর্ত্রী বললেন, 'শোনো বাপু, ঘরদোর সাফসুতরো রাখবে। আমি কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করি।' চাকরিপ্রার্থী বলে, 'আপনে কোনো চিন্তা করবেন না। আমারে খালি এক মাস সময় দেন। দেখবেন আমি আপনের ঘরদোর এমুনভাবে সাফ করুম, যে ঘরে ঢুইকা বুঝতেই পারবেন না, আপনে কোন ঘরে ঢুকছেন।' অর্থাৎ সে ঘরের সবকিছু চুরি করে সাফ করে ফেলবে।

সাধক-বাউল লালন শাহের একটি গান আছে, 'বেদ বিধির পর শাস্ত্র কানা/ আর এক কানা মন আমার/ এসব দেখি কানার হাটবাজার।' যেভাবে সরকারি দপ্তরগুলোয় দুর্নীতিবাজ-চোরদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কেউ যদি গান রচনা করে—'এ যে দেখি চোরের হাট-বাজার'—তাহলে খুব একটা অসংগত হবে বলে মনে হয় না।

সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitied in NY only. Moin Choudhury is admitied in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

আন্দোলনে হতাহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের দাবি সিপিবির

ঢাকা অফিস

কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তী সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)।

বুধবার দলটির কেন্দ্রীয় সদস্য লুনা নূর স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানিয়েছেন সিপিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম এবং সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স।

বিবৃতিতে নেতারা বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত দুই শতাধিক ছাত্র–জনতা নিহত ও কয়েক হাজার মানুষের আহত হওয়ার খবর নানা মাধ্যমে এসেছে। নিহত, আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, আহতদের প্রকৃত অবস্থা দেশবাসী জানতে চায়। নেতারা এই তালিকা প্রকাশের দাবি জানান।

তাঁরা আরও বলেন, এই আন্দোলনে জীবন দানকারীদের দেশবাসী ভুলবে না। তাঁদের সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় নিজেদের অধিকার আদায়, সরকারের পদত্যাগ, চলমান দুঃশাসনের অবসান ও ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

নীতিহীন, ক্ষমতাশ্রয়ী, দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি, লুটপাটের অর্থনীতির কারণে আজ এই সংকট তৈরি হয়েছে জানিয়ে তাঁরা বলেন, একদিকে আয় কমে যাওয়া আর অন্যদিকে নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি–লুটপাটের ভয়াবহ চিত্র, টাকা পাচার ও ব্যাংক ডাকাত–ঋণখেলাপিদের খবর প্রকাশিত হতে থাকলেও তা চাপা পড়ে যাচ্ছে। গ্রাম শহরের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দুঃসহ জীবনের খবর গুরুত্ব পাচ্ছে না। প্রচারমাধ্যমে নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা চলছে।

কোটার আন্দোলন অধিকারহারা মানুষদের অনুপ্রাণিত করছে: রিজভী

ঢাকা অফিস

রুহুল কবির রিজভী

কোটা সংস্কারের আন্দোলন দেশের অধিকারহারা মানুষদের অনুপ্রাণিত করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যারা লড়াই করছে, জীবন দিচ্ছে, তারা সবাই মুক্তির সন্তান। বৈষম্যবিরোধী সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন যেন স্বপ্নের বিপ্লব হয়ে উঠছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এক ভার্চ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে এ কথাগুলো বলেন।

রিজভী বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ডাকা শান্তিপূর্ণ ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ ও সোয়াত পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর মতো ন্যক্কারজনক হামলা চালাচ্ছে। এর সঙ্গে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরাও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ করছে। তাদের যৌথ আক্রমণে এ পর্যন্ত আট তরুণকে হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে মঙ্গল ও বুধবার ঢাকাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে গুলি, রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে রণক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে।

ছাত্রদলের সাবেক সভাপতির গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির নেতা রুহুল কবির রিজভী জানান, গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলামকে (শ্রাবণ) তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশ বলেছে, শ্রাবণকে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেন তিনি।

বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তরের দায়িত্বে থাকা রিজভী বলেন, ঘটনার দিন রাতে তিতুমীর কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইমাম হোসেন ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব নজরুল ইসলাম তাঁর সঙ্গে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ছিলেন।

আন্দোলনে নিহত ১৯৭

প্রথম পৃষ্ঠার পর

- রংপুরে পুলিশের গুলিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহত হন।

- চট্টগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের মহড়া, গুলিতে ৩ জন নিহত হন।

১৭ই জুলাই (বুধবার)

- সারাদেশে রাত থেকে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধ।

- কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নিহতদের গায়েবানা জানাজা ঘিরে উত্তল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের গুলি, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ।

১৮ই জুলাই (বৃহস্পতিবার)

- সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালিত।

- রণক্ষেত্র ঢাকা। সারাদেশে হামলা সংঘর্ষ ও গুলিতে অন্তত ২৪ জন নিহত।

- চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশে চলমান শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের বিরুদ্ধে যেকোনো সহিংসতার নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

- রাজধানীতে সরকারি স্থাপনাসহ বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ।

- সারাদেশে রাত থেকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা বন্ধ।

১৯শে জুলাই (শুক্রবার)

- দ্বিতীয় দিনের মতো সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন।

- কোটাবিরোধী আন্দোলকে কেন্দ্র করে গুলি, টিয়ারশেল, সাউন্ড গেনেড নিক্ষেপ, হামলা, সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে সারাদেশ ৫৪ জনের মৃত্যুর তথ্য।

- নরসিংদী জেলা কারাগারের মূল ফটক ভেঙে পালিয়ে যায় কয়েক’শ কয়েদি। এদিন বিকাল ৩টার দিকে পালিয়ে যায় তারা।

- বিএনপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ। জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রহুল কবির রিজভী আটক।

- অনির্দিষ্টকালের জন্য মেট্রোরেল বন্ধ ঘোষণা।

- মধ্য রাত থেকে সারাদেশে কারফিউ ঘোষণা। সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত।

২০শে জুলাই (শনিবার)

- শুক্রবার মধ্যরাত থেকে জারি করা কারফিউয়ের মধ্যে সারাদেশে সহিসংসতায় ২৬ জনের মৃত্যু।

- কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে বাংলাদেশে বিয়োগান্তক প্রাণহানি ও যে সহিংসতা পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন ও বৃটেন।

- কোটা সংস্কার আন্দোলনের এক নম্বর সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলামকে তুলে নেয়ার অভিযোগ। শুক্রবার রাত আনুমানিক ২ টার সময় রাজধানীর খিলগাঁও থানাধীন নন্দিপাড়া এলাকায় তার বন্ধুর বাসা থেকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নেয়ার অভিযোগ করে পরিবার। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে আটক করা হয়।

২১শে জুলাই (রোববার)

- দেশজুড়ে দ্বিতীয় দিনের মতো কারফিউ জারি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত চলমান কারফিউ বলবৎ রাখার ঘোষণা।

- কোটা নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল করে আপিল বিভাগের রায়। সরকারি চাকরিতে মেধায় নিয়োগ ৯৩%, মুক্তিযোদ্ধা ৫%, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, ১%, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ ১%।

- সারাদেশ বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে ৮ জন নিহত।

- বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যরিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালাম আটক।

- কোটা সংস্কারের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শন্তিপূর্ণ আন্দোলনকে ঘিরে দেশব্যাপী সৃষ্ট প্রতিটি হত্যার তদন্ত ও ন্যায় বিচার দাবি বিদেশি কূটনৈতিকদের।

- কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক নম্বর সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামের সন্ধান পাওয়া যায়। ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় নির্যাতনের পর কে বা কারা তাকে রাজধানীর পূর্বাচলে একটি ব্রিজের কাছে ফেলে যায়। ২২শে জুলাই (সোমবার)

- ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতবিনিময়, নাশকতায় জড়িত কাউকে ছাড়া হবে না।

- সংঘাত সংঘর্ষের ৩০ মামলায় গ্রেপ্তার ৬১৬

- সেনা মোতায়েনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে: সেনা

সৌজন্যে: মানবজমিন

ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। তার তিন দিন পর নির্বাচনী দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন বাইডেন। সে সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলার প্রতি নিজের সমর্থন জানিয়ে দেন তিনি।

বাইডেন সরে যাওয়ার পর ডেমোক্রেটিক পার্টির অধিকাংশ ডেলিগেট (প্রতিনিধি) সোমবার কমলার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান বলে এএফপির এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে। এর আগে ১৫ ও ১৬ জুলাই রয়টার্স/ইপসোসের এক জরিপে কমলা এবং ট্রাম্পের প্রতি ৪৪ শতাংশ ভোটার জনসমর্থন জানিয়েছিলেন। তার আগে ১ ও ২ জুলাইয়ের জরিপে ট্রাম্প কমলার চেয়ে মাত্র ১ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়েছিলেন।

জনমত জরিপে কমলার প্রতি এভাবে সমর্থন বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় ট্রাম্পের নির্বাচনী শিবির থেকে বলা হয়, ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নতুন প্রার্থী হিসেবে বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমগুলো কমলাকে নিয়ে খবর প্রকাশ করছে। যে কারণে খুব সম্ভবত সাময়িকভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে বলে মত তাদের।

নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ মনে করেন, ৫৯ বছর বয়সী কমলা হ্যারিস ‘চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানসিকভাবে দক্ষ ও সক্ষম’। যেখানে ৪৯ শতাংশ মনে করেন, ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্পের এই সক্ষমতা আছে।

গত মাসের শেষ দিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম টেলিভিশন বিতর্কে খুবই ‘নিষ্প্রভ’ ছিলেন ৮১ বছর বয়সী বাইডেন। ওই বিতর্কের পর থেকেই বাইডেনের বয়স এবং তাঁর মানসিক সক্ষমতা নিয়ে জোরেশোরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। যে চাপে তাঁকে শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়াতে হয়।

৮০ শতাংশ ডেমোক্রেটিক পার্টির ভোটার বলেছিলেন, তাঁরা বাইডেনকে সমর্থন করেন। কমলার বেলায় সেই সমর্থন বেড়ে ৯১ শতাংশ হয়েছে।

বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর কমলা এরই মধ্যে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনী শিবির থেকে তাঁর প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার দাবিও করা হচ্ছে।

জনমত জরিপে কমলার প্রতি এভাবে সমর্থন বৃদ্ধির ব্যাখ্যায় ট্রাম্পের নির্বাচনী শিবির থেকে বলা হয়, গণমাধ্যমগুলো কমলাকে নিয়ে খবর প্রকাশ করছে। যে কারণে খুব সম্ভবত সাময়িকভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে বলে মত তাদের।

গতকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে নিজের প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্পকে রীতিমতো আক্রমণ করে বক্তব্য দেন কমলা।

দল ও ভোটারদের এখন সব বিভক্তি ভুলে কমলাকে সমর্থন করা উচিত বলে মনে করেন তিন–চতুর্থাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার।

ঢাকায় বিএনপিপন্থী চিকিৎসক সাখাওয়াতসহ গ্রেপ্তার ২১

ঢাকা অফিস

পুলিশের কাজে বাধা ও গাড়ি ভাঙচুরের একটি মামলায় বিএনপিপন্থী চিকিৎসক সাখাওয়াত হোসেন সায়ন্তসহ বিএনপি ও এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনের ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পল্টন থানা–পুলিশ।

বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দন্ত চিকিৎসক সাখাওয়াত হোসেন বিএনপির আনুষ্ঠানিক কোনো পদে নেই। তবে তিনি বিএনপিপন্থী হিসেবে পরিচিত। ডা. সাখাওয়াতসহ গতকাল গ্রেপ্তার ২১ জনকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালত সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মামলার নথিপত্রে থাকা তথ্যানুযায়ী, কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে গতকাল বিএনপি গায়েবানা জানাজার আয়োজন করে। গায়েবানা জানাজা শেষে বিএনপির নেতা–কর্মীরা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে মিছিল বের করেন। পরে তাঁরা সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। পুলিশকে উদ্দেশ করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। গাড়ি ভাঙচুর করেন তাঁরা। এতে পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হন বলেও নথিতে উল্লেখ করা হয়।এ ঘটনায় পল্টন থানার উপপরিদর্শক আলাউল হক বাদী হয়ে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল।

ট্রাম্পকে তুলোধুনো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রার্থীতা থেকে সরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি কমালা হ্যারিসকে সমর্থন জানিয়েছেন। বাইডেনের সমর্থন পেয়ে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে জোরালো প্রচারণায় নেমেই ট্রাম্পকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেছেন কমালা। যদিও আসন্ন নির্বাচনে কমালার প্রার্থিতার বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি, কিন্তু তিনি ডেমোক্র্যাট দলের শীর্ষ বেশ কয়েকজন নেতার সমর্থন পেয়েছেন। যাতে তিনি মনে করছেন তার প্রার্থীতা চূড়ান্তের বিষয়টি এখন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার বিষয়। আর ওই আত্মবিশ্বাস থেকেই তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় ট্রাম্পকে ইঙ্গিত করে বক্তব্য দিয়েছেন।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, কমালা হ্যারিস তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে উইসকনসিন রাজ্যে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন। সেখানে তার সামনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩ হাজার ডেমোক্র্যাট সমর্থক। বক্তৃতার সময় কমালা ট্রাম্পকে ‘প্রতারকদের’ সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কমালা হ্যারিসের এমন মন্তব্যের আগে ট্রাম্পে কমালাকে ইঙ্গিত করে তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এক বার্তায় লিখেছিলেন, কমালা যাই স্পর্শ করেন তাই ধ্বংস হয়ে যায়। সপ্তাহের শুরুতে জো বাইডেনের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোয় মার্কিন রাজনীতিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সেই উত্তেজনা এখন যেন আরও তুঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কমালা এবং ট্রাম্প। কমালার পক্ষে বাইডেনের সমর্থনের পরই ট্রাম্প এবং কমালা একে অপরকে লক্ষ্য করে রাজনৈতিক মন্তব্য করে যাচ্ছেন। এতে অবশ্য সমর্থকদের মধ্যেও নির্বাচনী আমেজ প্রকট হচ্ছে। বাইডেন এবং ডেমোক্র্যাট দলের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতাদের সমর্থন পাওয়ার মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কমালা হ্যারিসের নির্বাচনী তহবিল জমা পড়েছে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। দ্রুত এই তহবিলের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক জরিপে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের চেয়ে দুই পয়েন্ট বেশি লিড নিয়ে এগিয়ে রয়েছেন কমালা। তার বর্তমান পয়েন্ট ৪৪ শতাংশ, পক্ষান্তরে ট্রাম্পের পয়েন্ট ৪২ শতাংশ।

মঙ্গলবার মিলওয়াকি শহরের একটি স্কুলে নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেন কমালা হ্যারিস। সেখানে তিনি তার ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। তিনি ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে সেখানে বলেন, ‘সকল অপরাধীর খবর আমার কাছে আছে। তারা নারীদের সঙ্গে বাজে আচরণ করেছে।’ ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে কমালা আরও বলেছেন, ‘তিনি প্রতারক- তারা নিজের লাভের জন্য ভোক্তাদের সঙ্গে নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং আমি যখন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বলি তখন আমি ট্রাম্পের ধরণ জানি।’ প্রচার সমাবেশে কমালা আরও বলেছেন,‘আমি আপনাদের অঙ্গীকার করছি, আমি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভূমিধস বিজয় অর্জন করব।’ এই বক্তৃতার পর উপস্থিত সমর্থকরা কমালা, কমালা বলে স্লোগান দেন এবং তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। অন্যদিকে কমালাকে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে অজনপ্রিয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা এক বার্তায় ট্রাম্প এমন মন্তব্য করেছেন।

কে হবেন কমলার রানিং মেট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশিয়ার, জে বি প্রিৎজকার, পিট বুটিগিয়েগ, গ্রেচেন হুইটমার ও গেভিন নিউসমের নাম আলোচিত হচ্ছে বেশ জোরেশোরে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের রানিং মেট হিসেবে রয় কুপার, জশ শ্যাপিরো ও মার্ক কেলি, অ্যান্ডি বেশিয়ার, জে বি প্রিৎজকার, পিট বুটিগিয়েগ, গ্রেচেন হুইটমার ও গেভিন নিউসমের নাম আলোচিত হচ্ছে বেশ জোরেশোরে। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন-ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। তবে ডেমোক্রেটিক পার্টি এখনো তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারেনি। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দলের অভ্যন্তরীণ চাপে নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়েছেন। এরই মধ্যে ডেমোক্রেটিক পার্টির অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের চেয়াররাও হ্যারিসের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করেছেন। এই অবস্থায় আলোচনা শুরু হয়েছে যে, কমলা হ্যারিসের রানিং মেট কে হবেন তা নিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে হবে আগামী ১ থেকে ৭ আগস্ট। সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে। ধারণা করা হচ্ছ, কমলা হ্যারিসই হতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। সেই সম্মেলনে ঘোষণা করা হবে রানিং মেটের নামও। যেসব ডেমোক্র্যাট নেতা কমলার রানিং মেট হতে পারেন, তাঁদের মধ্যে রয় কুপার, জশ শ্যাপিরো ও মার্ক কেলি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া অ্যান্ডি বেশিয়ার, জে বি প্রিৎজকার, পিট বুটিগিয়েগ, গ্রেচেন হুইটমার, গেভিন নিউসমও আছেন এই তালিকায়।

পেনসিলভানিয়ার গভর্নর জশ শ্যাপিরো ২০২২ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পান। তিনি এই অঙ্গরাজ্যের তৃতীয় ইহুদি গভর্নর। এর আগে পেনসিলভানিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন শ্যাপিরো। সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবেও দলের অনেকের সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি। কমলা হ্যারিস মনোনয়ন পেলে তাঁর রানিং মেট হিসেবেও জশ শ্যাপিরোর নাম আলোচনায় আছে। অতীতে কমলা তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ও আমার দারুণ সহযোগী তিনি।’

কমলার রানিং মেট হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম দাবিদার নর্থ ক্যারোলাইনার গভর্নর রয় কুপার। এই অঙ্গরাজ্য এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। দোদুল্যমান তথা সুইং ভোটারদের এই অঙ্গরাজ্যের গভর্নর গত রোববার কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। বাইডেন প্রার্থী হিসেবে সরে দাঁড়ালে এবং কমলা প্রার্থী হলে রয় কুপার তাঁর রানিং মেট হবেন—এমন আলোচনা আছে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও জাতীয় রাজনীতিতে। এ ছাড়া সাবেক নভোচারী ও অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের সিনেটর মার্ক কেলিও আরেক উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি কমলার রানিং মেট হতে পারেন। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টির এক নির্ভরযোগ্য সমর্থক। গত রোববার তিনি কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন।

কেনটাকি গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ারের নামও কমলা হ্যারিসের রানিং মেট হিসেবে বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। গত নভেম্বরে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো কেনটাকির গভর্নর হন। রিপাবলিকানদের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত হলেও সেখানে তিনি ডেমোক্র্যাট হিসেবে ভালো ফল করেছেন। কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হলে তাঁর রানিং মেট হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন কেনটাকির এই গভর্নর।

ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জে বি প্রিৎজকার গত সোমবার কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। এ বছরের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বেশ কিছু বিষয় তিনি সামলাচ্ছেন। এর বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহনমন্ত্রী পিট বুটিগিয়েগ ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় থেকে নিজেকে মধ্যপন্থী হিসেবে পরিচিত করে তুলেছেন। বুটিগিয়েগ সম্প্রতি রিপাবলিকান পার্টির ট্রাম্পের রানিং মেট জে ডি ভ্যান্সের সঙ্গে কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন।

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমারের নামও কমলার রানিং মেটের তালিকায় রয়েছে বলে আলোচনা আছে। গত সোমবার তিনি কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। ২০২২ সালে পুনর্নির্বাচনে তিনি দোদুল্যমান এই অঙ্গরাজ্যে ১০ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে থেকে গভর্নর হন। বাইডেনের উত্তরসূরি হওয়ার দৌড়ে অনেকেই তাঁকে দেখেছিলেন। এ ছাড়া, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গেভিন নিউসম এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন—এমন আলোচনা গত বছর থেকেই চলছিল। গত রোববার তিনি কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দেন। তিনি বলেন, ‘ট্রাম্পকে ঠেকাতে কমলার চেয়ে যোগ্য আর কেউ হবেন না।’

৪০০ কোটির ‘পিয়ন’ পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে!

ঢাকা অফিস

৪০০ কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া আলোচিত জাহাঙ্গীর আলম যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গেছেন। আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই রবিবার রাতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ১৫ জুলাই সোমবার বিকালে খবরটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন জাহাঙ্গীরের বড় ভাই মো. মীর হোসেন। তিনি নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

খিলপাড়া ইউনিয়নের নাহারখিল গ্রামে জাহাঙ্গীরের চারতলা বাড়ি আছে। বিকালে এই বাড়িতে গেলে নিচতলায় মীর হোসেনের সঙ্গে দেখা হয় এই প্রতিনিধির। বাড়ির ওপরের তিনতলা ফাঁকা পড়ে আছে। দোতলা ও তিনতলায় জাহাঙ্গীর থাকতেন। সেখানে এখন কেউ নেই। সব ফ্লোর তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে।

জাহাঙ্গীর এখন কোথায় জানতে চাইলে মীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘জাহাঙ্গীর দুই বিয়ে করেছে। প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক সন্তান আর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিন সন্তান রয়েছে। প্রথম স্ত্রী দেশে আছে, তবে তার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থাকে। রবিবার রাতে তার কাছেই চলে গেছে জাহাঙ্গীর।’

মীর হোসেন আরও বলেন, ‘আমরা এতদিন জানতাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার খুবই ভালো সম্পর্ক। তার কার্যালয়ে আসা-যাওয়া আছে। হঠাৎ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার কথা শুনে লজ্জিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ি। সন্ধ্যায় বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখনও জাহাঙ্গীর দেশেই ছিল। এরপর রাতে শুনেছি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে। তবে এখনও তার সঙ্গে আমার কথা হয়নি। তার ব্যক্তিগত সবগুলো মোবাইল নম্বর বন্ধ আছে। এজন্য যোগাযোগ করতে পারছি না।’

এর আগে রবিবার বিকালে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তার বাসার সাবেক এক পিয়নের অর্থসম্পদের বিষয়টি সামনে আনেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমার বাসায় কাজ করেছে, পিয়ন ছিল সে, এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। বাস্তব কথা। কী করে বানালো এত টাকা? জানতে পেরেছি, পরেই ব্যবস্থা নিয়েছি।’

জাহাঙ্গীর আলম

প্রধানমন্ত্রী ওই পিয়নের পরিচয় নিয়ে ইঙ্গিত না দিলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একাধিক সূত্র জানায়, সেই পিয়নের নাম জাহাঙ্গীর আলম। তাকে নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। তার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। জাহাঙ্গীর প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের দুই মেয়াদের পুরোটা সময় এবং প্রধানমন্ত্রীর টানা তৃতীয় মেয়াদেরও কিছু সময় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলে থাকার সময়ও জাহাঙ্গীর তার বাসভবন সুধাসদনের ব্যক্তিগত স্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী হলেও নিজের পরিচয় দিতেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিশেষ সহকারী। এই পরিচয় ব্যবহার করে নিয়মিত সচিবালয়ে তদবির–বাণিজ্য করতেন। একইসঙ্গে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের কাছে নানা তদবির করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। একই পরিচয় ব্যবহার করে তিনি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদও বাগিয়ে নিয়েছিলেন। নোয়াখালী-১ সংসদীয় আসনে নিজের একটি রাজনৈতিক বলয় তৈরি করেছেন।

জেলার একটি গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, জাহাঙ্গীর বুঝতে পেরেছেন যেকোনও সময় তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। এজন্য যেভাবেই হোক যেকোনও উপায়ে দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছেন।

সূত্র : বাংলা ট্রিবিউন

মধ্যরাতে নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়ে ডিবির অভিযান, আটক ৭

ঢাকা অফিস

মধ্যরাতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অভিযান শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ডিবি প্রধান হারুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মধ্যরাতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অভিযান শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ডিবি প্রধান হারুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মধ্যরাতে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা পুলিশ। কার্যালয় থেকে ককটেল ও হাতবোমা উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ডিবি প্রধান হারুন অর রশীদ। এ সময় কার্যালয় থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের দুই নেতাসহ সাতজনকে আটক করা হয়।

মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে নয়াপল্টনের কার্যালয় অভিযান চালায় ডিবি। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিবির প্রধান হারুন অর রশীদ।

সরেজমিনে দেখা গেছে, রাত ১২টার কিছু পর ডিএমপির গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান হারুন অর রশীদের নেতৃত্বে বিএনপির কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেন ডিবি পুলিশের সদস্যরা। প্রতিটি কক্ষ তল্লাশি করা হয়। বাথরুমের ভেতর থেকে এক ডজনের বেশি ককটেল উদ্ধার দেখানো হয়।

বিএনপির কার্যালয় থেকে বের হয়ে হারুন অর রশীদ সাংবাদিকদের বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোটা বিরোধী আন্দোলন করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা উপেক্ষা করে একটি গ্রুপ রেললাইনের স্লিপার তুলে নিয়েছে, মেট্রোরেল বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ কেউ গাড়িতে আগুন দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ককটেল নিক্ষেপ করেছে। এগুলো সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাজ নয়। এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে। আমরা এরই ধারাবাহিকতায় কেউ অস্ত্র দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ গুজব ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা করছে। আমরা তাদের ছাড় দেব না। যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদের সবার নাম পেয়েছি। তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

ডিবি প্রধান বলেন, বিএনপির অফিস থেকে ৭টা দেশি–বিদেশি অস্ত্র, এক শ বেশি ককটেল এবং ৫০০ লাঠিসোঁটা উদ্ধার করা হয়েছে।

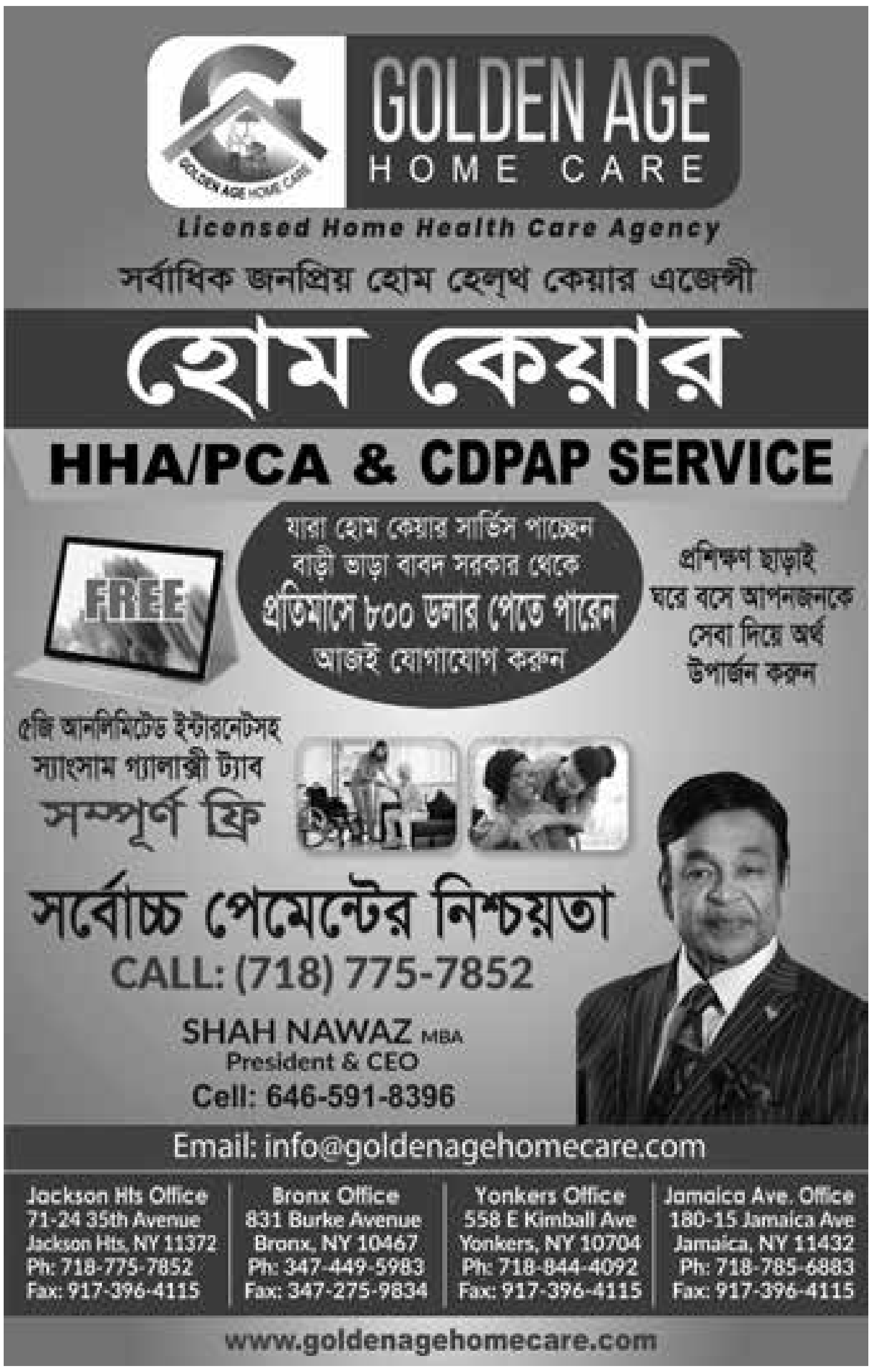

উত্তরপত্রে বিশেষ চিহ্ন, নম্বর বাড়াতেন পুলিশ সুপার

পুলিশ নিয়োগে দুর্নীতি

মাদারীপুরে ২০১৯ সালে দুদকের করা একটি মামলায় আদালতে দেওয়া অভিযোগপত্র থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ঢাকা ডেস্ক

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্রে বিশেষ চিহ্ন দিতেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। ওই চিহ্ন দেখে পরীক্ষক তাঁদের বেশি নম্বরও দিয়েছেন। এভাবে ৩২ পরীক্ষার্থীকে বেশি নম্বরও দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া নিয়োগ পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসত, তা আগেই সাজেশন আকারে চাকরিপ্রত্যাশীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এভাবে সাত চাকরিপ্রত্যাশীর কাছ থেকে নেওয়া হয় ৭৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মাদারীপুরে ২০১৯ সালে পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে দুর্নীতির অভিযোগে দুদকের করা একটি মামলায় আদালতে দেওয়া অভিযোগপত্র থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এ মামলায় মাদারীপুরের সাবেক পুলিশ সুপার সুব্রত কুমার হালদারসহ পাঁচজনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদারীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এই অভিযোগপত্র দাখিল করেন দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. হাফিজুল ইসলাম।

অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা হলেন, সাবেক কনস্টেবল নুরুজ্জামান সুমন, সাবেক কনস্টেবল জাহিদুল ইসলাম, সাবেক টিএসআই গোলাম রহমান ও পুলিশ হাসপাতালের সাবেক মেডিকেল সহকারী পিয়াস বালা। আরেক আসামি মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি গ্রামের মৃত সফিউদ্দিন ফরাজীর ছেলে হায়দার ফরাজীকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সুপারিশ করেছে দুদক।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মাদারীপুর সমন্বিত কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২৮ মে পুলিশে টিআরসি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সদর দপ্তর। পরে ওই বছরের ২৬ জুন ৩১ জন পুরুষ ও ২৩ জন নারীকে কনস্টেবল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর আগেই ২০১৯ সালের ২৪ থেকে ২৬ জুন কয়েক ধাপে ৭৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা আসামিদের কাছ থেকে গচ্ছিত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ সদর দপ্তরের একটি বিশেষ দল। পরে অনুসন্ধানে পুলিশ সদর দপ্তর জানতে পারে, উদ্ধার করা টাকা বিভিন্ন চাকরিপ্রত্যাশীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা হলেন, সাবেক কনস্টেবল নুরুজ্জামান সুমন, সাবেক কনস্টেবল জাহিদুল ইসলাম, সাবেক টিএসআই গোলাম রহমান ও পুলিশ হাসপাতালের সাবেক মেডিকেল সহকারী পিয়াস বালা।

সাবেক পুলিশ সুপার সুব্রত কুমার হালদারের হয়ে ঘুষের ৭৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন তাঁর বডিগার্ড নুরুজ্জামান সুমন, সাবেক কনস্টেবল জাহিদুল ইসলাম, সাবেক টিএসআই গোলাম রহমান, পুলিশ হাসপাতালের সাবেক মেডিকেল সহকারী পিয়াস বালা।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, অভিযুক্ত আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশনা ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সার্কুলার বা শর্তাবলি লঙ্ঘন করে পেনাল কোডের ১৬১/৪২০ ধারা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-এর ৫ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

দুদকের মাদারীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আকতারুজ্জামান বলেন, পুলিশ নিয়োগে দুদকের করা মামলায় একাধিক ভুক্তভোগী, মামলার সাক্ষী ও

শিক্ষার্থীদের প্রতি সংহতি জানাল ভারতসহ ৫ দেশের ৭ ছাত্রসংগঠন

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সংহতি জানিয়েছে ভারতের 'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' (এআইএসএ) সহ মোট ৫ দেশের ৭টি ছাত্রসংগঠন। আজ বুধবার এআইএসএ-এর এক্স হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করা একাধিক বিবৃতিতে এই সংহতির কথা জানানো হয়।

ভারতের এআইএসএ ছাড়াও সংহতি জানানো অন্য সংগঠনগুলো হলো—অল নেপাল ন্যাশনাল ফ্রি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ফেডারেশন (পাকিস্তান), সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (শ্রীলঙ্কা), সোশ্যালিস্ট ইয়ুথ ইউনিয়ন (শ্রীলঙ্কা), সোশ্যালিস্ট অ্যালায়েন্স (অস্ট্রেলিয়া), ইয়াং কমিউনিস্ট লিগ অব ব্রিটেন, সোয়াস লিবারেটেড জোন ফর গাজা (যুক্তরাজ্য)।

এক্সে পোস্ট করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী সরকারি চাকরিতে কোটার বিরুদ্ধে রাস্তায় এবং তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করেছে। তাঁরা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং পুলিশ দ্বারা সহিংস দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়েছেন। এতে নারী শিক্ষার্থীসহ আহত হয়েছেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। দুঃখজনকভাবে বিক্ষোভ চলাকালে বিভিন্ন জেলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৬ শিক্ষার্থী।

আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বহু বছর ধরে বেকারত্বের উচ্চ হারের সঙ্গে মোকাবিলা করছে। বিশেষ করে ভালো বেতনের এবং স্থিতিশীল সরকারি চাকরির অভাবের কারণে। বেসরকারি খাতে চাকরির সম্ভাবনা বাড়লেও সরকারি চাকরির জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র হয়েছে। প্রতিবছর প্রায় ৪ লাখ নতুন স্নাতক মাত্র ৩ হাজার শূন্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

চাকরিতে কোটার প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কোটাব্যবস্থায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিসহ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য অর্ধেকেরও বেশি ভালো বেতনের সিভিল সার্ভিস পদ সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এর যৌক্তিক সংস্কার দাবি করছে। উচ্চ বেতনের সরকারি চাকরিতে সাধারণ বরাদ্দের চেয়ে কোটা বেশি হওয়া অযৌক্তিক।

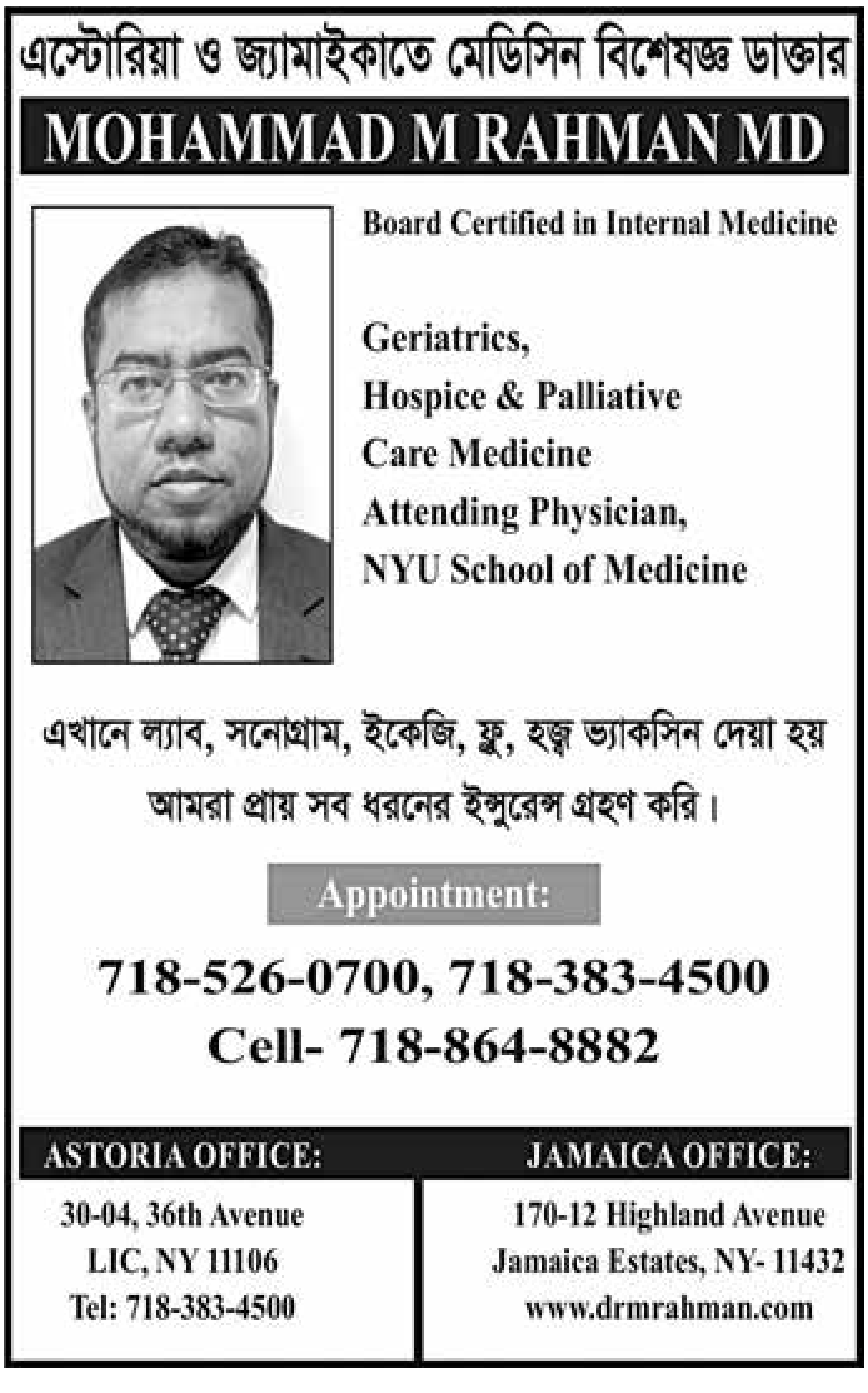

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রুক্স এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার--বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার --------------(দু :১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ----------------------শনিবার-----------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)-------------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন ব্লুবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

কোটা আন্দোলন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ, প্রতিবাদ জানাল বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে চলা আন্দোলনে দুজন নিহতের তথ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বক্তব্য দিয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ। ১৬ জুলাই মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের বক্তব্যে আমরা অত্যন্ত হতাশ। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ওয়াশিংটনে ১৫ জুলাই সোমবার দুই শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার তথ্য দিয়েছেন। এটা ভিত্তিহীন। এমন ভিত্তিহীন অযাচাইকৃত তথ্যের ব্যবহার সহিংসতা বাড়াতে পারে এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করতে পারে।

অহিংস প্রতিবাদ বা আন্দোলনের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা জরুরি। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। বাংলাদেশ সরকার সেই অধিকার সমুন্নত রাখতে অবিচল।

গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। সম্প্রতি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ওই ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ ধরনের সহিংসতা মূল্যবোধ বিরোধী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পৃথকভাবে ওই হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ বলেও বিবৃতিতে জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সরকারি

বুধবার সারাদেশে নিহত ৭

কোটা সংস্কার আন্দোলন

ঢাকা অফিস

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৭ জন। আহত হয়েছেন শতাধিক। ১৬ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরের পর ঢাকার বেশ কয়েকটি এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আরও কয়েক শ মানুষ আহত হয়েছেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের মধ্যে এসব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এখনো অনেক জায়গায় সংঘর্ষ চলছে।

১৫ জুলাই সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে দুপুরে সায়েন্স ল্যাব এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। বেলা দুইটার দিকে ওই মিছিলে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। এর পর থেকে ওই এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এরই মধ্যে বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর সেখানে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

রংপুরেও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত আবু সাঈদ (২২) রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তাঁর বাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

চট্টগ্রামে নিহত তিনজনের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। তাঁরা হলেন মো. ফারুক (৩২) ও মো. ওয়াসিম (২২)। ফারুক একটি আসবাবের দোকানের কর্মচারী এবং ওয়াসিম চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে। অপরজনের পরিচয় জানা যায়নি। এ ছাড়া আহত অন্তত ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

১৬ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে এসব সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ১৪ জুলাই রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন 'মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা কিছুই পাবে না, রাজাকারের নাতিপুতিরা সব পাবে?'

প্রধানমন্ত্রীর এ মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা। তারা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবিতে এবং কোটা সংস্কারের এক দফা দাবিতে রোববার মধ্যরাত থেকে আন্দোলনে নামেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ব গণমাধ্যমের চোখে কোটা আন্দোলন

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা বেশ কয়েক দিন ধরে আন্দোলন করছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চললেও ছাত্রলীগ হামলা চালালে সোমবার তা সহিংসতায় রূপ নেয়। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

এ আন্দোলন নিয়ে শুরু থেকে বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হয়ে আসলেও ১৫ জুলাই সোমবার বিশ্ব গণমাধ্যম জোর দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

১৫ জুলাই সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনার পরপরই 'সরকারি চাকরিতে কোটার প্রতিবাদে আহত অন্তত ১০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করেছে আলজাজিরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগপন্থী ও সরকারি চাকরিতে কোটাবিরোধী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কয়েক'শ কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষার্থী ঘণ্টার পর ঘণ্টা সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া লিপ্ত হয়েছে। তারা ঢিল ছোড়া, লাঠিসোঁটা ও লোহার রড দিয়ে একে-অন্যকে মারধর করেছে।

'শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়েছে'

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি চাকরিকে কোটা পদ্ধতির অবসানের দাবিতে আন্দোলনকারী ও ক্ষমতাসীন দলের অনুগতদের মধ্যে সংঘর্ষে সোমবার সারা বাংলাদেশে ১০০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থাটি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গত জানুয়ারির নির্বাচনে জয়ী হয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর এবারই প্রথমবারের মতো বড় ধরনের বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঢাকাসহ সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। এ সময় তারা একে অন্যের ওপর ঢিল ছোড়া, লাঠিসোঁটা ও লোহার রড নিয়ে চড়াও হয়েছে।

বেশ কয়েকটি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারপরও দাবি আদায়ে সারাদেশে মিছিল ও বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে বিক্ষোভকারীরা।

কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে পাঁচদিন আগে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছেন। তারা বলছেন, বর্তমান কোটা ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক এবং তা সংস্কার করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবি করছেন তারা।

মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা নিয়ে প্রতিবেদন করেছে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি। তারা বলছে, সোমবার বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারি চাকরিতে কোটা নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে

চলে আসুন ষোলশহর' পোস্ট দেওয়ার ৪ ঘণ্টা পরই মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক

ফেসবুকে 'চলে আসুন ষোলশহর' স্ট্যাটাস দিয়ে কোটাবিরোধী আন্দোলনের মিছিলে গিয়েছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম আকরাম।

১৬ জুলাই মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে স্ট্যাটাস দেন ওয়াসিম, আর সাড়ে ৪টার দিকে ষোলশহর সেখান থেকে খবর আসে তিনি মারা গেছেন। সেই স্ট্যাটাসের নিচে অনেককে শোক ও সমবেদনা জানিয়ে বার্তা লিখতে দেখা গেছে।

চট্টগ্রামে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারদলীয় সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের মধ্যে ওয়াসিমসহ নিহত হয়েছেন তিনজন।

মৃত্যুর পরপর ওয়াসিমকে ছাত্রদলের নেতা বলে দাবি করেছে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি। মহানগরের দপ্তর সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ইদ্রিস আলী বলেছেন, নিহত ওয়াসিম চট্টগ্রাম কলেজের অনার্স তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তার বাড়ি কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলার মেহেরনামা এলাকায়।

ওয়াসিমের ফেইসবুক প্রোফাইলে নিজের পরিচয়ে খেলা রয়েছে, তিনি

চট্টগ্রাম কলেজ ও পেকুয়া উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।

১৫ জুলাই সোমবার রাতে ওয়াসিম ফেইসবুকে পাঁচটি ছবি পোস্ট করে লেখেন, "সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে আমার প্রাণের সংগঠন। আমি এই পরিচয়ে শহীদ হব।"ছবিগুলোতে দেখা গেছে, আরও কয়েকজনের সঙ্গে হাতে স্ট্যাম্প নিয়ে মিছিল করছেন ওয়াসিম।

পুলিশ বলছে, মঙ্গলবার বিকালে নগরীর মুরাদপুর থেকে ষোলশহর পর্যন্ত এলাকায় দফায় দফায় সংঘর্ষের মধ্যে তিনজন নিহত হয়েছেন। ওয়াসিম ছাড়া অন্য দুজনের মধ্যে একজন ছাত্র। আরেকজন স্টিল ফার্নিচার দোকানের শ্রমিক মো. ফারুক।

নিউইয়র্কে অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে ২ হাম রোগী শনাক্ত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কে একটি অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে হামে আক্রান্ত ২ রোগী শনাক্ত হয়েছে। এই নিয়ে চলতি বছর নিউইয়র্কে ১১ জনের দেহে হাম শনাক্ত হলো। যে সংখ্যা গত বছর কেবল একটি ছিলো।

নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ব্রুকলিনের ক্লিনটন হিলের হল স্ট্রিট অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে ওই দুই জনকে শনাক্ত করা হয়। এছাড়া কেন্দ্রে থাকা বাকিদেরও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেন, যাদের নথিভুক্ত টিকা নেই তাদের পরীক্ষা করা হবে। যারা এর ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয় তাদের ২১ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

ব্রুকলিন-কুইন্স এক্সপ্রেসওয়ের অধীনে আবর্জনা, কোলাহল এবং রাস্তায় গৃহহীনদের বসবাস হামের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।

শহরের বাসিন্দাদের শঙ্কার কোন কারণ নেই বলে জানিয়ে সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্তে গুলিতে দুজন নিহত

সিলেট প্রতিনিধি

১৫ জুলাই সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে গুলিতে নিহত হওয়ার ২৬ ঘন্টা পরে মরদেহ হস্তান্তর করে বিএসএফ।

এর আগে নিহতদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে বিজিবি ও বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে পতাকা বৈঠক চলে দীর্ঘ সময়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম দস্তগীর আহমেদ।

নিহতরা হলেন- কালাইরাগ করবলাটুক গ্রামের মৃত ফজর আলীর ছেলে আলী হুসেন (৩০) ও মৃত সুন্দর আলীর ছেলে কাউছার আহমদ (৩২)। এ ঘটনায় একই গ্রামের বিল্লাল মিয়ার ছেলে নবী হুসেন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, আলী হুসেন, কাউছার ও নবী হুসেন সীমান্তের ওপার থেকে প্রায়ই বিভিন্ন মালামাল নিয়ে আসেন। অন্যান্য দিনের মতো রবিবার সকালেও তারা ভারতে প্রবেশ করে। সন্ধ্যার দিকে খবর পাওয়া যায় ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে নিহত হয়েছে আলী হুসেন ও কাউছার আহমদ। এর কিছু পর গুরুতর আহত হয়ে ফিরে আসেন নবী হুসেন।

সরকার পিছু হটবে না

ঢাকা অফিস

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরে। এতে ছয়জন নিহত এবং সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ কয়েক শ আহত হয়েছেন। ভয়াবহ এই পরিস্থিতি নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছে সরকার। সমাধানের উপায় নিয়ে ভাবলেও গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ছাড় না দেওয়ার অবস্থানেই ছিল সরকার ও ক্ষমতাসীনেরা।

আন্দোলন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে গতকাল সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে বৈঠকে বসেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নেতারা। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ

আওয়ামী লীগ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতারাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নেতারা মোবাইলে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলে দিকনির্দেশনা নেন বলে জানা গেছে।

বৈঠকে উপস্থিত থাকা একাধিক নেতা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কঠোর অবস্থানেই আছেন তাঁরা। সবাইকে এমন নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। আন্দোলনে বিএনপি-জামায়াত ঢুকেছে দাবি করে রাজনৈতিকভাবে তা মোকাবিলা করার কথা জানান তিনি। তবে আন্দোলনকারীদের আদালতের চূড়ান্ত রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার অনুরোধও করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘আওয়ামী লীগ শিক্ষার্থীদের আবেগ-অনুভূতির বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল।’

তবে সোমবার সারা দিনের ঘটনায় ছাত্রলীগের মারমুখী মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় চিন্তিত আওয়ামী লীগ নেতারা। সেটা ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যেও প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা ধৈর্য ধরছি। ধৈর্য ধরা মানে দুর্বলতা না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা ধৈর্য ধরছি। সময়মতো সবকিছুই দেখবেন, সময়মতো যথাযথ অ্যাকশন নেওয়া হবে।’

তবে আন্দোলনকারীদের আরও অপেক্ষা করা উচিত ছিল বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক কর্মসূচিতে তিনি বলেন, ‘বিচারে শেষ পর্যন্ত কী হয়, সেটা দেখা উচিত ছিল। সেটি না দেখেই নানা ধরনের প্রোগ্রাম দিচ্ছে, রাস্তা অবরোধ করছে। রাস্তা অবরোধ করলে সবার ভোগান্তি হয়।’

কোটা আন্দোলনকারীদের আদালতে যাওয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাঁরা কোর্টে যেতে পারেন, যেটা প্রধান বিচারপতি বলেছেন কিংবা তাঁরা এসে যোগাযোগ করতে পারেন। এ সবকিছুই করতে পারেন, এ সমস্ত রাস্তা তাঁদের জন্য খোলা রয়েছে। খোলা রাস্তায় না গিয়ে এ ধরনের রাস্তায় যাওয়া তাঁদের জন্য আমি মনে করি ঠিক ভালো না। এই জায়গাটি থেকে তাঁদের চলে আসা উচিত। এটাই হলো তাঁদের কাছে মেসেজ।’

সরকারের কঠোর বার্তা পাওয়ার পর সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয় ছাত্রলীগ। কিন্তু এতে যে সারা দেশে শিক্ষার্থীদের মাঝে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে, এমনটা ধারণা ছিল না আওয়ামী লীগ নেতাদের। তাঁদের মত, ঘটনা কিছু এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। কিন্তু ঘটনা এভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁদের মধ্যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হতাহতের ঘটনা তো চিন্তার কারণ। কোনো হতাহত মেনে নেওয়া যায় না, খুশি হওয়ার বিষয় না, চিন্তিত হওয়ার বিষয়। কিন্তু এ সকল খুনের দায় বিএনপি, তারেক রহমান, জামায়াত ও আত্মস্বীকৃত রাজাকারদের নিতে হবে।’

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাও সামনে এসেছে বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগের নেতারা। তাঁরা বলছেন, এখন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ক্যাম্পাসে বর্তমান ও সাবেক ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা থাকবেন। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে আওয়ামী লীগ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামী লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য বলেন, ‘সরকার চাইলে তো এক দিনই চাপ দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেটা করলে কি ইতিবাচক না নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, সেটা নিয়েও ভাবতে হবে। তবে সোমবারের ঘটনায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, যা আমাদের চিন্তিত করেছে।’

জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিএনপি-জামায়াত ঢুকে গেছে। এখন আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।’

ফেসবুককে হুঁশিয়ারি, শেষবারের মত সতর্ক করলেন পলক

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর জন্য ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে দায়ী করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ‘মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সারাদেশে ব্যাপক সংঘর্ষ ও প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটেছে। এজন্য ফেসবুক দায়ী।’

১৭ জুলাই বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘আমরা ফেসবুক, এক্সসহ সবাইকে শেষ বারের মতো সর্তক করছি, সরকারের নির্দেশনা না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানিয়ে পলক বলেন, ‘সারাদেশে সহিংসতা ও প্রাণহানির ঘটনায় সরকার উদ্বিগ্ন। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানাই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো কিছু দেখে যাচাই-বাছাই না করেই শিক্ষার্থীরা যেন কোনো সিদ্ধান্ত না নেন।’ তিনি বলেন, ‘কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সারাদেশে ব্যাপক সংঘর্ষ ও প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটেছে। এর জন্য ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়ী।’

তিনি বলেন, ‘ফেসবুক, টিকটক- আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, তাদের অফিসিয়ালদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, কিন্তু আপনারা জানেন যে, কেউ দুবাই থেকে অফিস করে, কেউ সিঙ্গাপুর থেকে অফিস করে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে তাদের অফিসটা যদি ঢাকায় থাকতো, বাংলাদেশে থাকতো, তাদের ডেটা সেন্টারটা যদি বাংলাদেশে থাকতো, তাহলে কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো কনটেন্ট বা যেকোনো মিস ইনফরর্মেশন, ডিসইনফর্মেশন বা এই ধরনের গুজব সেগুলোকে কিন্তু প্রতিহত করা কিংবা সেই কনটেন্টটাকে ফ্ল্যাগ দিয়ে দেওয়া বা ব্লক করে দেওয়া সহজ হত। কিন্তু তারা শুধু বাংলাদেশ থেকে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থটাই উদ্ধার করছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সামাজিক শৃঙ্খলা ধর্মীয় অনুভূতি এগুলোর ব্যাপারে কিন্তু তারা কোন ধরনেরই শ্রদ্ধাবোধ দেখাচ্ছে না।’

শাহবাগ থানায় ঢুকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করলেন ঢাবির ৪ শিক্ষক

ঢাকা ডেস্ক

রাজধানীর শাহবাগ থানায় আটকে রাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রকে মুক্ত করেছেন শিক্ষকরা। দুই শিক্ষার্থী হলেন: শরীফুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান।

১৭ জুলাই বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কোটা সংস্কার দাবিতে আন্দোলনরত দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে নিতে শাহবাগ থানায় যান শিক্ষকরা। এ সময় তাদেরকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

এ বিষয়ে ঢাবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, ‘আমাদের শিক্ষার্থীদের আটকে রাখার খবর পেয়ে আমরা মিছিল নিয়ে শাহবাগ থানায় গেছি। পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। পরে পুলিশ দুই শিক্ষার্থীকে ছেড়ে দিয়েছে।’

এর আগে ‘নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক’ ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা থেকে মিছিল বের করেন শিক্ষকরা। তারা মিছিল নিয়ে শাহবাগ থানায় যান।

সে সময় সামিনা লুৎফা বলেন, ‘একটা আন্দোলন হচ্ছে। এটার সমাধান আছে। এটার জন্য কেন গুলি করবে? মানুষ মারা যাবে কেন? ছাত্রদের নির্যাতন করা হচ্ছে কেন? এগুলোর সমাধান চাই।’

এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলন ইস্যুতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চীন সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ‘মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা কিছুই পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা সব পাবে?’ প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকারের বাচ্চা বা নাতিপুতি’ বলা হয়েছে অভিযোগ করে রোববার রাত থেকে প্রতিবাদ শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীজুড়ে। মঙ্গলবার সেই আন্দোলন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ৬ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।

সারাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের ন্যক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে বুধবার ‘গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল’ করবে শিক্ষার্থীরা। দুপুর ২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ কর্মসূচি পালিত হবে।

MUNA CONVENTION
AUGUST 9TH - 11TH, 2024
ISLAM
PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY
Join Us this
Summer
with families & friends at
MUNA CONVENTION 2024
SCAN ME
TO REGISTER
INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US
DR. YASIR QADHI
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM SIRAJ WAHHAJ
SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA
SHAUN KING
HARUN O RASHID
DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR
MUFTI HUSSAIN KAMANI
SR. USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR
DR . ALTAF HUSAIN
IMAM SULEIMAN HANI
IMAM DR. MOHAMED ABU TALEB
SR. ISMAHAN ABDULLAHI
IMAM DALOUER HOSSAIN
DR. AYMAN HAMMOUS
DR. MOHSIN ANSARI
DR. OSAMA ABU IRSHAID
ABDOOL RAHMAN KHAN
NIHAD AWAD
OUSAMA JAMAL
DR. MAHERA RUBY
BARRISTER HAMID HOSSAIN AZAD
DR. CHOWDHURY MAHMUDUL HASSAN
HAFIZ DR. ZAKIR AHMED
AZHAR AZEEZ
ABU AHMED NURUZZAMAN
DR. SYEDUR RAHMAN CHOWDHURY
QARI HASSAN SALEH
SHAYKH AHMED MABROUK
AND MORE SPEAKERS...
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & Fun
Lecture Series
Parallel Sessions
Young Sisters Programs
Separate women's cultural event
Sisters Programs
Matrimonial Services
Health Clinic
Cultural Events
Bazaar and Expo
Halal Food Counter
Discounted Hotels
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107
FOR BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
BAZAAR@MUNA.US
+1 (888) 824-MUNA

গণমাধ্যমের সঙ্গে পিপল আপ এর প্রীতি বৈঠক

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকার মূল ধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সকল গণমাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতা চেয়েছেন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস-পিপল আপ এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর আবু জাফর মাহমুদ। ১৫ জুলাইমসোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে পিপল আপের আয়োজনে গণমাধ্যমের সঙ্গে এক প্রীতিবৈঠকে এমন আহ্বান জানান তিনি। প্রীতিবৈঠকে নিউইয়র্কে প্রকাশিত জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্র, অনলাইনের সম্পাদক, সাংবাদিক ও টেলিভিশনের নির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, আমেরিকার মূলধারার রাজনীতির নিবিড় পর্যবেক্ষক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও পিপল আপের প্রেসিডেন্ট ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখো মানুষ আমেরিকামুখী হচ্ছেন কেবল মাত্র উন্নত জীবন-জীবিকার সন্ধানে । এদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা-চিকিৎসা সেবা, আবাসন, নাগরিকত্বসহ নূন্যতম মৌলিক

ডক্টর আবু জাফর মাহমুদ

চাহিদাগুলো নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। আর এসব চাহিদা বিবেচনায় নাগরিকদের অধিকার প্রশ্নে পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস, একটি নতুন অভিযাত্রা। তিনি বলেন , আমেরিকার ডেমোক্রেট প্রাইমারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে পিপল আপের রাজনৈতিক প্লাটফরমের তৎপরতা। এই রাজনৈতিক প্লাটফরম এখানকার গণতান্ত্রিক রাজনীতির অপরিহার্যতার জায়গাগুলোতে রেখেছে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা। এর উদাহরণ হিসাবে তিনি, গত ২৫ জুন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনের পিপল আপ এর জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, ১৪ জুন

মঞ্জুরুল হক

ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনের আগ্রীম ভোট শুরুর আগের দিন নিউইয়র্কের জ্যাকসন হারইটস-এ ছিল বর্নাঢ্য ক্যাম্পেইন, ৩ মে জ্যাকসন হাইটসে ডেমোক্রেট প্রাইমারিতে নিউইয়র্ক স্টেট এর জনপ্রিয় অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস ও অ্যাসেম্বলি ম্যান স্টিভেন রাগাকে পিপল আপের পক্ষ থেকে এনডোর্স করাসহ নানান উদ্যাগের কথা তুলে ধরেন। বলেন, ডেমোক্রেট প্রাইমারিতে কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে তার নাম অর্ন্তভুক্ত হওয়া মানেই আমেরিকার মূল ধারার পার্টি কমিটির নীতি নির্ধারক পর্যায়ে বাংলাদেশ ও নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশী অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্বকে তুলে ধরা।

ডক্টর আবু জাফর আরো বলেন, আমেরিকায় বসবাসরত অভিবাসীদের জীবনে যেসব অসঙ্গতি ও নিয়ম কানুনের ব্যতয় আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করছে পিপল আপ। এরই মধ্যে এ বিষয়গুলোতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে নির্বাচিত কর্মকর্দের মাঝে। সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছে নির্বাচিত প্রায় দুইশতাধিক কর্মকর্তার সাথে। পরবর্তীতে স্টেট এবং ফেডারেলের কাছেও ধাপে ধাপে তা তুলে ধরা হবে। ড. মাহমুদ বলেন, আমাদের নাগরিক জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সরকারি চাকরিতে যারা আছেন তাদের আমেরিকার জন্য দেশপ্রেম বাড়ানোর বিকল্প নেই।

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক বলেন, ডক্টর আবু জাফর মাহমুদ বাংলাদেশী কমিউনিটি বির্নিমানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। যা টানা ৪০ বছর এই কমিউনিটিতে নেতৃত্ব দিয়েও অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন। গণমাধ্যমের উন্নয়নে তার যে ভূমিকা তা অনস্বীকার্য।

জ্যামাইকার ধানসিঁড়ি রেষ্টুরেন্টের নতুন সাজে উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১২ জুলাই শুক্রবার বাদ জুমা দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে নতুন সাজে উদ্বোধন হলো জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত ধানসিঁড়ি রেষ্টুরেন্টের। ৯ বছর ধরে চাইনিজ খাবারের রেষ্টুরেন্ট হিসেবে পরিচিত এই রেষ্টুরেন্টটি এখন থেকে পুরো বাংলাদেশী খাবারের রেষ্টুরেন্ট হিসেবে চালু হলো।

'ধানসিঁড়ি' রেষ্টুরেন্টের কর্ণধার নূর মুয়িদ টিপু জানান, দীর্ঘ ৮/৯ বছর ধরে সুনামের সাথে একটি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট হিসেবে 'ধানসিঁড়ি' পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু জ্যামাইকা সহ অশাপাশের এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এবার এই রেষ্টুরেন্টটি নতুন করে সাজানো হয়েছে। এছাড়াও বিদেশীদেরও বাঙালী খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
, নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিকেল একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
, আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
, আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
, হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
, কেয়ারগিভারেরা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
, আমরা মেডিকেইড/ প্ল্যান/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

HELP WANTED

We Are Looking For
A Manager For A Supermarket.
3-4 Years Work Experience Required.
Very Attractive Salary And Incentives

Waiting For The Right Candidate
Email Your Resume
Hr@premiumgroupnyc.com Or
Call **718-679-9983**
For Details.

আবশ্যক

আমরা একটি সুপার মার্কেটের জন্য
একজন ম্যানেজার খুঁজছি।
৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।
খুবই আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা।
সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছি।

আপনার জীবনবৃত্তান্ত ইমেল করুন
HR@PremiumGroupNYC.com
বা **718-679-9983**
নম্বরে কল করুন বিস্তারিত জানার জন্য।

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক
SATKANIA SAMITY USA INC.
৪র্থ বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী ২০২৪
Annual Picnic & Eid Reunion 2024
স্থান: বেলমন্ট লেক স্টেট পার্ক
BELMONT LAKE STATE PARK
625 Belmont Ave, West Babylon, NY 11704
OAK PAVILION
পার্ক / প্যাভেলিয়ানে পৌঁছানোর সময়: সকাল ১০টা
যাতায়াত ব্যবস্থা: নিজস্ব পরিবহন
২৮শে জুলাই ২০২৪ রবিবার
SUNDAY JULY 28, 2024
প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৪র্থ বারের মতো আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠণ সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক এর আয়োজনে ২৮শে জুলাই রবিবার ২০২৪ বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনীতে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
খেলাধুলা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী
রাজীব
নাজু আকন্দ
আমন্ত্রণে:
আহমদ নবী চৌধুরী
আহবায়ক
929-637-9046
যুগ্ম আহবায়ক
ডাঃ নূর মোহাম্মদ
212-365-4557
আবদুস সালাম
201-993-1347
খোরশেদ আলম
প্রধান সমন্বয়কারী
917-873-3601
যুগ্ম সমন্বয়কারী
সাহাব উদ্দীন চৌধুরী
646-491-1570
মোঃ রবি
917-496-9566
মোহাম্মদ সফিউল্লাহ
সদস্য সচিব
646-733-8464
যুগ্ম সদস্য সচিব
মোঃ সামসুল্লাহ (সোহেল)
718-219-9363
মোহাম্মদ মুসা
929-272-8925
করিম রেজা
উপদেষ্টা
917-400-4789
আলহাজ্ব মোঃ এ জাফর
উপদেষ্টা
929-400-4626
নাসের চৌধুরী
উপদেষ্টা
917-251-3946
শাহিদা সিকদার হাই
উপদেষ্টা
646-327-2005
যোগাযোগ
জ্যামাইকা
কনিকা ধর মুনমুন
718-737-2605
মোঃ নূর হোসাইন
631-535-3954
ব্রংক্স
মোঃ ইরফান নিশাত
347-774-6700
বিধান চন্দ্র দে
917-686-9339
ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের
347-774-6664
জ্যাকসন হাইটস
বাহারুল ইসলাম এজাজ
646-821-3882
লং আইল্যান্ড
রফিকুল ইসলাম
929-537-7494
বাফেলো
হাসান মুরাদ
646-575-8015
সাজ্জাদ হোসেন সাব্বির
347-605-5347
এস্টোরিয়া
মোঃ আবদুল আউয়াল
347-832-6582
নিউজার্সী
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
201-234-2244
আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম
609-233-2846
ওজন পার্ক
মোঃ নুরুজ্জামান
929-310-1305
মোঃ জাহাঙ্গীর
347-863-2025
সালাহ উদ্দিন
339-204-3390
কানেকটিকাট
জিনাত আলম সুমি, 917-400-3170
জোবায়ের আরিফ, 203-760-0253
শওকত, 203-760-0420
রফিকুল আনোয়ার, 203-344-8329
ব্রুকলিন
মোঃ লোকমান সিকদার
917-708-4291
সঞ্জয় দাশ
917-775-4434
বোরহান উদ্দিন
347-941-9214
পেনসেলভেনিয়া
প্রফেসর কালা মিঞা
717-668-1584
জসিম উদ্দিন
267-774-3208
ধন্যবাদান্তে
আবুল কাসেম
সভাপতি
646-413-2229
আমিন উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক
347-394-9052
প্রচারে: মোঃ লোকমান সিকদার, ৯১৭-৭০৮-৪২৯১, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

জো বাইডেন

ফের করোনা আক্রান্ত বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তার শরীরে এই ভাইরাসের মৃদু উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জিন-পিয়েরের বরাতে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

কারিন বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের করোনার টিকা নেওয়া আছে। এর আগেও দুবার তার কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ এসেছিল।

৮১ বছর বয়সী বাইডেনকে বুধবার নাভাদা অঙ্গরাজ্যের লাস ভেগাসে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সমর্থকদের সাথে দেখা করতে এবং একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। এরপরই তার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে। পরে রাতে প্রচারণার ভাষণ বাতিল করেছেন তিনি।

গত জুনের শেষ সপ্তাহে প্রতিদ্বন্দ্বী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্কে হেরে এমনিতেই চাপে আছেন বাইডেন। এর মধ্যে ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে হামলারা শিকার হলে তার ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়ে আরও।

বাইডেনের প্রতিপক্ষ বলছে, বয়সসহ সবমিলিয়ে তিনি আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে না লড়লে সেটাই হবে ইতিবাচক। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে চাইছেন অনেকে। তবে বাইডেন বলে আসছেন, তিনি ভোটে লড়বেন এবং জয়ীও হবেন।

প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি জানান, বাইডেন ডেলাওয়ারে বাসায় আইসোলেশনে থাকার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি সেখান থেকেই দাপ্তরিক কাজ সারবেন।

বাইডেনের চিকিৎসক কেভিন ও'কনর বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শ্বাসকষ্টের উপসর্গ আছে। সর্দি এবং কাশি আছে তার।

এক এক্স–বার্তায় বাইডেন তার জন্য শুভ কামনা জানানোয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সুস্থ হয়ে আবার আমেরিকার জনগণের জন্য কাজ করব।

সত্যিকার ইসলামি দেশে পরিণত হতে পারে যুক্তরাজ্য

জেডি ভ্যান্সের মন্তব্য

যুক্তরাজ্য 'ইসলামি দেশ' হয়ে উঠছে—এমন মন্তব্যের মাধ্যমে ভ্যান্স অভিবাসন বিষয়ে লেবার দলের নীতির সমালোচনা করেন।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিং মেট তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেডি ভ্যান্স বলেছেন, ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির শাসনে ইসলামি দেশে পরিণত হতে পারে যুক্তরাজ্য। তিনি বলেছেন, লেবার পার্টির শাসনে যুক্তরাজ্য পরমাণু অস্ত্রধর 'সত্যিকার ইসলামি' দেশে পরিণত হতে পারে। তবে ভ্যান্সের এমন মন্তব্য উড়িয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ উপপ্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেইনার।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের অঙ্গরাজ্যের মিলওয়াকিতে রিপাবলিকান পার্টির চার দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের প্রথম দিনেই আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ৩৯ বছর বয়সী সিনেটর জেডি ভ্যান্সের নাম ঘোষণা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রাজধানী ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল কনজারভেটিজম কনফারেন্স নামের এক ধর্মীয় সম্মেলনে জেডি ভ্যান্স বলেন, 'যুক্তরাজ্য পরমাণু অস্ত্রধর প্রথম সত্যিকার ইসলামি দেশ হয়ে যেতে পারে। কারণ লেবার দল এখন ক্ষমতায়।'

তবে ভ্যান্সের এই মন্তব্য উড়িয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ উপপ্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেইনার। তিনি বলেছেন, 'ভ্যান্স অতীতে অনেক ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য যুক্তরাজ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রকৃতভাবে তুলে ধরে না।' তিনি আরও বলেন, নভেম্বরের নির্বাচনে যদি ট্রাম্প ও ভ্যান্স জয়ী হন, তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

যুক্তরাজ্য 'ইসলামি দেশ' হয়ে উঠছে—এমন মন্তব্যের মাধ্যমে ভ্যান্স মূলত অভিবাসন বিষয়ে লেবার দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতির সরাসরি সমালোচনা করেছেন। ডানপন্থী মার্কিন রাজনীতিকেরাও প্রায়শই অভিবাসনকে কোনো দেশের ইসলামের উত্থানের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং এ ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে যুক্তরাজ্যের দিকে ইঙ্গিত করেন। ব্রিটেনে বেশি সংখ্যায় মুসলমানদের যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয় প্রায় এক শতাব্দী আগে থেকে। বর্তমানে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, ব্রিটেনের ৬ কোটি ৭০ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ৪০ লাখ।

গত ৪ জুলাই সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে লেবার পার্টি পাঁচ বছরের জন্য সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। তবে গাজায় নির্বিচার গণহত্যার ব্যাপারে লেবার পার্টির নেতা কেয়ার স্টারমারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ছিল মুসলমানরা। তারা নির্বাচনে নিজেদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

ব্রিটিশ জনগণ দেশটির খারাপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং দখলদার ইসরায়েলের অপরাধযজ্ঞের প্রতি সরকারের সমর্থনের প্রতিবাদে ভোট দিয়েছে। এর অর্থ হলো,

কে এই ঊষা চিলুকুরি?

রওশন হক

ক্যামালা না কমলা হারিস এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেক । দারুণ দক্ষতার সাথে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হারিস । তিনি ডেমোক্রেটদের পছন্দের মানুষ। এইবার সেই পথেই হাঁটছেন রিপাবলিকান পার্টির নেতারা ।

এক সময়ে ট্রাম্পের কট্টর বিরোধী ছিলেন। সেই ভ্যান্সকেই নিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদের জন্য বাছলেন ট্রাম্প। ভ্যান্সের স্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবী ঊষা চিলুকুরি। কে এই ঊষা চিলুকুরি? রিপাবলিকান পার্টির তরফে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'রানিং মেট' বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেডি ভ্যান্সের স্ত্রী ঊষা চিলুকুরি ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ঊষা পেশায় আইনজীবী। চিলুকুরি পরিবার আদতে অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোতে বড় হয়েছেন ঊষা। তাঁর বাবা ছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মা বায়োলজিস্ট।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক হওয়ার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ঊষা। পড়াশোনায় তুখোড় হওয়ার পাশাপাশি ইয়েল জার্নাল অফ ল অ্যান্ড টেকনোলজির সম্পাদক ছিলেন ঊষা। কাজ করেছেন ইয়েল ল জার্নালের ডেভেলপমেন্ট এডিটর হিসাবেও। এর পর কেমব্রিজে গেটস ফেলো হিসেবে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যান। কেমব্রিজে থাকার সময় বিভিন্ন বামপন্থী ও উদারপন্থী দলের সঙ্গে ঊষার যোগাযোগ ছিল। সে সময় নাকি খাতায়কলমে ডেমোক্র্যাট হিসাবেও পরিচিতি ছিল তাঁর।

ইয়েল ল স্কুলে পড়ার সময়েই আলাপ হয়েছিল ভ্যান্স ও ঊষার। ২০১৪ সালে কেন্টাকি শহরে বিয়ে করেন তাঁরা। বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি মেনেই। তিন সন্তান রয়েছে তাঁদের।

৩৯ বছর বয়সি রাজনীতিক ভ্যান্স এর আগেও একাধিক বার সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছেন। একটা সময় তাঁকে ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় সমালোচক বলে মনে করা হত। এমনকি ট্রাম্পকে 'আমেরিকার হিটলার' বলেও অভিহিত করেছিলেন ভ্যান্স। তবে ২০২১ সাল থেকে ভ্যান্স এবং ট্রাম্পের মধ্যে বরফ গলতে শুরু করে। এর পর ২০২৩ সালে ভ্যান্স ওহায়োর সেনেটর হিসাবে নির্বাচিত হন। ট্রাম্পই যে আসন্ন নির্বাচনে তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী, তা আগে থেকেই এক প্রকার নিশ্চিত ছিল। গত সোমবার রিপাবলিকান সেই খবরেই সিলমোহর পড়ে।

রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ভাবে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনীত করা হয়। ট্রাম্পের 'রানিং মেট' বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে ওহায়োর সেনেটর ভ্যান্সকেও বেছে নেওয়া হয় ওই সম্মেলনে। ট্রাম্প নিজেই ভ্যান্সের নাম প্রস্তাব করেন। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে ট্রাম্প লেখেন, "ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে জেডি ভ্যান্স আমাদের সংবিধানের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবেন। আমাদের সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়াবেন। আমেরিকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার পাশে থাকবেন।"

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় সমাবেশ

ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে প্রতি সংহতি জানাতে ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল, ড্রেক্সেল, ইউপেনসহ অন্যান্য কলেজের শিক্ষার্থীরা ফিলাডেলফিয়ার সিটি হলে ১৭ জুলাই বুধবার বিকেলে সমবেত হয়েছিলেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আরিফুল ইসলাম, গোলাম কায়েস, আল হেলাল, আসিফ জামিল, সাবিহা আফরোজ ফামি প্রমুখ। তারা বলেন, অতি শীঘ্রই ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবি যেন মেনে নেওয়া হয়। আর কোনও লাশ তারা দেখতে চান না। তারা আরও বলেন, যারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা হোক। তারা অবিলম্বে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে অপরাধীদের শাস্তি দাবি করেন। তারা বলেন, কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ন্যায্য এবং যৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করে সরকারি দল, তাদের ছাত্র সংগঠন এবং পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অমানবিক অত্যাচার, জুলুম এবং হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতেও তাদের এতটুকু বুক কাঁপেনি। রংপুরের আবু সাঈদসহ আরও পাঁচজনকে তারা হত্যা করেছে।

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE: 166-41 88th Ave, Jamaica, NY 11432 Tel: 917-780-4510 Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 40-37 74th Street Elmhurst, NY 11373 Tel: 917-780-4510 Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE: 97-47 77th Street, Ozone Park, NY 11416 Tel : 718-307-5796 Fax : 347-875-3911

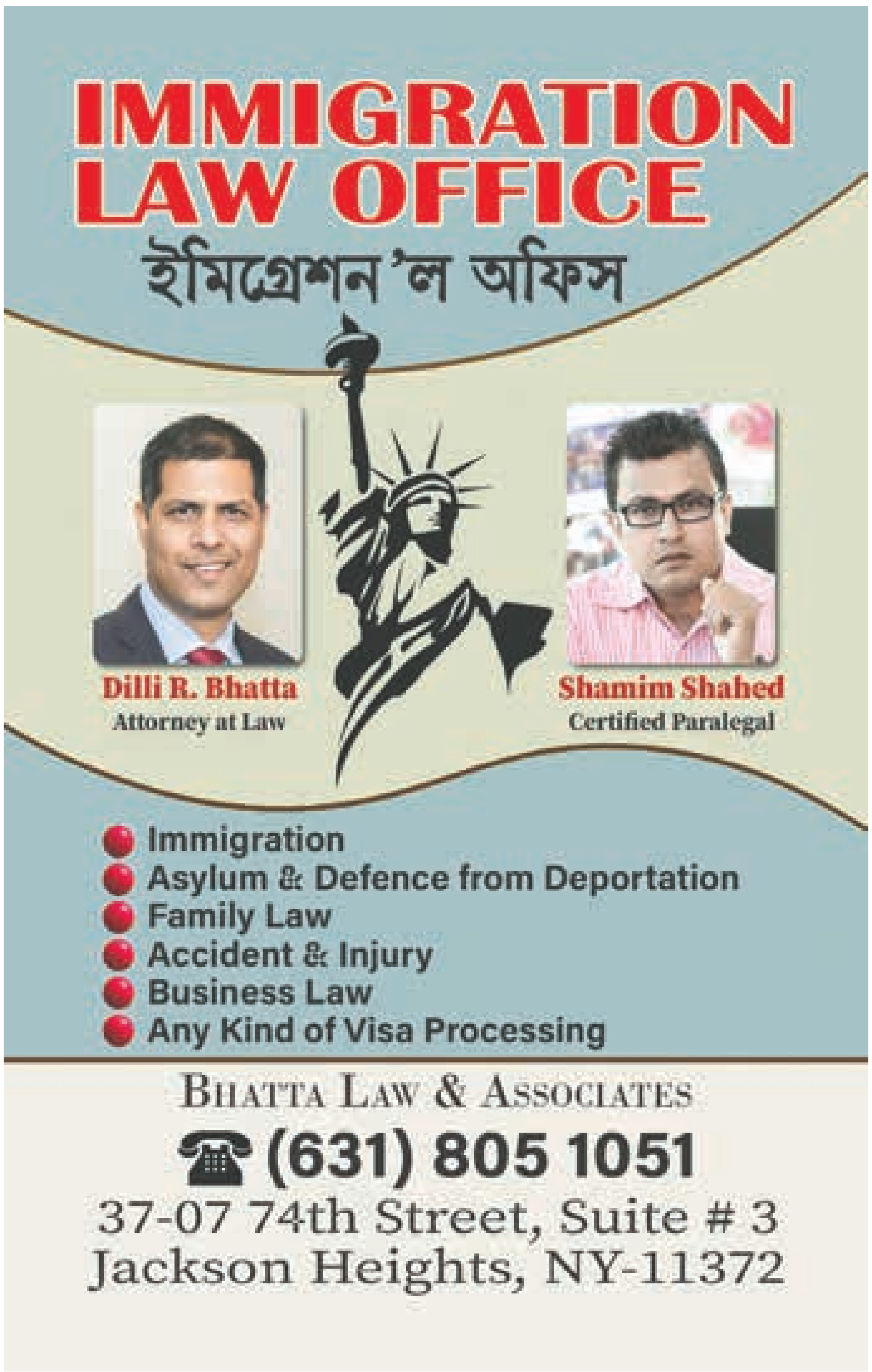
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন ’ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr,Gee Cee pat
Vice President
Dr,Shajadi Parvin
CEO/President
WITH Best income Up to $85.000 Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

রিপাবলিকান সম্মেলনে ট্রাম্পের পাশে সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বীরা

নিউজ ডেস্ক

দলকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজন করা রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এ ক্ষেত্রে দলের প্রার্থিতার দৌড়ে ট্রাম্পের যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিলেন, তারা এখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তারই সমর্থনে।

তিনজন সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বী কনভেনশনে মঞ্চে এসে আলাদাভাবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়ে দেন। এমনকি এর মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি। হ্যালি বলেন, জাতিকে রক্ষায় একটি ‘ঐক্যবদ্ধ রিপাবলিকান পার্টি’ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, ডান কানে ব্যান্ডেজ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল করতালির মধ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে হাত নাড়েন, কারো কারো সঙ্গে হাত মেলান এবং সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। গত শনিবার পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনি সমাবেশে আততায়ীর হামলায় ট্রাম্পের কান চিড়ে একটি গুলি বেরিয়ে যায়।

আগের রাতে ট্রাম্পকেকে বেশ আবেগতাড়িত দেখা গেলেও ১৬ জুলাই মঙ্গলবার রাতে তাকে বেশ নির্ভার দেখা যায়। কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য না করলেও এ সময় তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার নতুন রানিং মেট জেডি ভ্যান্সের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন।

চার দিনব্যাপী রিপাবলিকান দলের এই সম্মেলনে ৭৮ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বেশ সমাদর করা হয়। আগামীকাল বৃহস্পতিবার তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দল থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। নভেম্বরের আসন্ন নির্বাচনে তিনি ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ট্রাম্পের সাবেক প্রতিদ্বন্দ্বি ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডি সান্টিস ও ব্যবসায়ী বিবেক রামাস্বামী সম্মেলনে দুই হাজার ৪০০ ডেলিগেটের উদ্দেশে বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পই একমাত্র প্রার্থী, যিনি সত্যিকারভাবে এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন। আর এক্ষেত্রে কেবল ফাঁকা বুলি নয়, কাজের মাধ্যমে তা অর্জিত হবে।’

নিকি হ্যালি তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমি অধিকাংশ সময়ে প্রেসিডেন্টর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। কিছু অসম্মতি সত্ত্বেও আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্মতও হয়েছি।’

প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে তৈরি এই জোট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সাহায্য করবে বাইডেনকে পরাস্ত করতে, এমনটাই মনে করছেন রিপাবলিকান দলের সমর্থকরা।

ট্রাম্পকে হত্যা চেষ্টা

ক্রুকসের বাবা-মা আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলর!

রওশন হক

ট্রাম্পের সভায় হামলা চালানো ওই তরুণ টমাস ম্যাথিউ ক্রুকসকে যারা ছোটবেলা থেকে চেনেন, তারা জানিয়েছেন, ছোট থেকেই একা থাকতে ভালবাসতেন তিনি। স্কুলে তার কয়েক জন সহপাঠী জানিয়েছেন, কারও সঙ্গেই মিশতে চাইতেন না ম্যাথিউ। রাজনীতিতেও তার কোনও রকম উৎসাহ ছিল না। এই স্বভাবের জন্য ক্লাসের অন্য সহপাঠীরা তাঁকে উত্ত্যক্ত করতেন বলে জানানো হয়েছে। এক সহপাঠীর কথায়, “আমি তো ভাবতেই পারছি না ম্যাথিউ এই কাজ করেছে। ওর মতো শান্ত, মুখচোরা ছেলে এটা করল কীভাবে?”

জানা গিয়েছে, ম্যাথুর বাবা এবং মা দু’জনেই আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং করে থাকেন। তাদের পুত্রের মধ্যেও আচরণগত কোনও পরিবর্তন, তারা লক্ষ্য করেছিলেন কি না, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যদিও এখনই বিস্তারিত ভাবে মুখ খুলতে চায়নি তরুণের পরিবারটি।

আগামী ৫ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ট্রাম্প রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। গত শনিবার তার প্রচারসভা ছিল পেনসিলভেনিয়ায়। সেখানেই ঘটে বন্দুকবাজের এই হানা। হঠাৎ পর পর তিনটি গুলির শব্দ শোনা যায়। কথা বলতে বলতে আচমকা ডান কানে হাত দেন ট্রাম্প। কিছু যে ঘটেছে, বুঝতে পেরে মুহূর্তে নিচু হয়ে বসে পড়েন পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সমর্থকেরা। ট্রাম্প নিজেও কানে হাত দিয়েই বসে পড়েন। মঞ্চেই পোডিয়ামের আড়ালে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। কিছু ক্ষণ পরে তাকে ধরে আস্তে আস্তে তোলা হয়। ট্রাম্প উঠে দাঁড়ান। দেখা যায়, তার ডান কান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মুখেও রক্ত লেগে রয়েছে।

ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন ২০ বছর বয়সি টমাস ম্যাথিউ ক্রুক। পাল্টা গুলিতে উড়ে যায় তাঁর মাথা।

ট্রাম্পকে গুলি করা ক্রুকস স্কুলে চরম বুলির শিকার হতো

এইচ বি রিতা

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি করা ২০ বছর বয়েসী থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস কে ছিলেন-এর পরিচয় বের হয়ে এসেছে। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত হওয়া বন্দুকধারী থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস ২০২২ সালে পেনসিলভানিয়ার হাই স্কুল থেকে স্নাতক হয় এবং রিপাবলিকান ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল বলে স্টেট রেকর্ডে দেখা গেছে। তার সহপাঠীরা জানায়, ক্রুকস স্কুলে উৎপীড়নের শিকার ছিল এবং বন্দুকের প্রতি সে আচ্ছন্ন ছিল।

একজন প্রাক্তন ছাত্র এনবিসিকে বলেছেন যে, 'ক্রুকস প্রায় প্রতিদিনই বুলির শিকার হতো স্কুলে। সে প্রায় সময় একা লাঞ্চরুমে বসে থাকতো, মানে সে একজন বহিষ্কৃত কেউ ছিল। এবং আপনি জানেন আজকাল শিশুরা এতে কেমন বোধ করে।'

প্রাক্তন ছাত্র আরো বলেন, 'হাইস্কুলে তাকে খুব মারধর করা হতো। ক্রুকস এর পোশাক পরা এবং তার চেহারার জন্য প্রায়শই মজা করা হতো। তারা এমন কাউকেই বুলিং করতে টার্গেট করে কারণ তারা মনে করে এটি মজার বিষয়। সত্যি বলতে, এটা কিছুটা দুঃখজনক। আমি বলতে চাই না যে এটিই ক্রুকসকে উস্কে দিয়েছে, কিন্তু আপনি বলতে পারেন না।'

বেথেল পার্ক হাই স্কুলের ক্রুকসের প্রাক্তন সহপাঠী সারাহ ডি'অ্যাঞ্জেলো ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলে যে, ক্রুকস স্কুলে কখনও রাজনৈতিক বিরোধ দেখায়নি।

ক্রুকস কথিত একটি নার্সিং হোমে কাজ করতো, যেখানে তার পেনসিলভানিয়ার পাবলিক কোর্টের রেকর্ডে প্রতিফলিত কোনও অপরাধমূলক ইতিহাস নেই। অন্যদিকে পেন্টাগন নিশ্চিত করেছে যে ক্রুকসের সাথে কোন সামরিক সম্পর্ক ছিল না।

বাটলারের দক্ষিণে প্রায় এক ঘণ্টার পথ দূরে অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম, যেখানে বেথেল পার্কে ভারি অস্ত্রে সজ্জিত মার্কিন নিরাপত্তা এজেন্টরা অভিযান চালান এবং ক্রুকস এর বাড়িতে বোমা তৈরির উপকরণও আবিষ্কার করেন। ট্রাম্পকে গুলি করার আগে ক্রুকস একটি ইউটিউব চ্যানেলের প্রতীক বহনকারী 'Pro-Gun' টি-শার্ট পরেছিল। আইন প্রয়োগকারী সূত্র জানিয়েছে যে ট্রাম্পকে গুলি করতে ব্যবহৃত অস্ত্রটি ক্রুকের বাবা কিনেছিলেন ছয় মাস আগে।

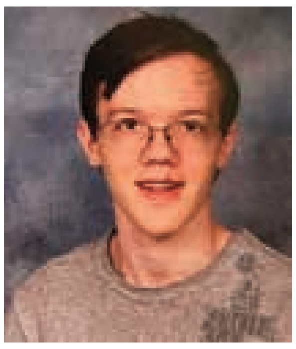

থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস

> ক্রুকস কথিত একটি নার্সিং হোমে কাজ করতো, যেখানে তার পেনসিলভানিয়ার পাবলিক কোর্টের রেকর্ডে প্রতিফলিত কোনও অপরাধ-মূলক ইতিহাস নেই।

তবে ক্রুকের বাবা সিএনএনকে বলেছিলেন, কী ঘটছে-তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে তিনি তার ছেলের বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার আগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে কথা বলবেন।

১৩ জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় পেনসিলভানিয়ায় বাটলারের সমাবেশে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর যখন গুলি করা হয়, তখন ট্রাম্পের কান বিদ্ধ করে আরেকটি গুলি তার পিছনে বসে থাকা দুই সন্তানের(৫০) এক পিতার উপর লাগে এবং তিনি মারা যান। আরও দুইজন গুরুতর আহত হন।

ট্রাম্পকে গুলি, যেভাবে দেখছেন বিবিসির সাংবাদিকরা

নিউজ ডেস্ক

পেনসিলভানিয়ার সমাবেশে গুলিতে আহত হবার পর স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে নিউ জার্সির বাড়িতে ফিরেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এফবিআই ইতোমধ্যেই জানিয়েছে যে গুলির ঘটনা ছিলো মি. ট্রাম্পকে ‘হত্যার চেষ্টা’।

মুখের এক পাশে ও কানে রক্ত নিয়ে সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের সহায়তায় বেরিয়ে আসার পর মি. ট্রাম্প বলেছেন, তার কানের ওপরের অংশের চামড়া ভেদ করে বুলেট চলে গেছে।

মার্কিন তদন্ত সংস্থা এফবিআই মি. ট্রাম্পের ওপর হামলার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেছে। সিক্রেট সার্ভিস সদস্যদের গুলিতে নিহত হওয়া বিশ বছর বয়সী ওই হামলাকারীর নাম থমাস ম্যাথিউ ক্রুকস।

মি. ট্রাম্প এবং তার কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প সিক্রেট সার্ভিস ও অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার ছেলে ট্রাম্প জুনিয়র বলেছেন আমেরিকাকে রক্ষার জন্য লড়াই করা ট্রাম্প বন্ধ করবেন না।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকরা ছাড়াও বিশ্ব নেতৃবৃন্দও তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

এ ঘটনাটি আমেরিকার ইতিহাস, রাজনীতি ও নভেম্বরের নির্বাচনে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছে বিবিসির কয়েকজন সাংবাদিক। নির্বাচনি প্রচারণার ধরনটাকে বদলে দিবে বিবিসির নর্থ আমেরিকা এডিটর সারাহ স্মিথ লিখেছেন যে, মুখে রক্ত নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প মুষ্টিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা তাকে মঞ্চ থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন- এ ছবি শুধু ইতিহাস বানায়নি, বরং এগুলোই নভেম্বরের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের হিসেব নিকেশ পাল্টে দিতে পারে।

জঘন্য এই রাজনৈতিক সহিংসতার নিঃসন্দেহে প্রভাব পড়বে নির্বাচনি প্রচারণায়।

গ্রীষ্মের উষ্ণতায় যুক্তরাজ্যের লেক ডিষ্ট্রিক্টে বনভোজন

বদরুল হুসেইন বাবু

যুক্তরাজ্যে এখন গ্রীষ্মের ভরা মৌসুম। একটু উষ্ণতার খুঁজে অনেকেই বের হচ্ছেন ঝলমলে রোদের আলোয় শরীরকে চাঙ্গা করতে। শীতপ্রধান দেশে রোদের আলো বাংলাদেশের ন্যায় প্রাত্যহিক বিষয় নয়।

সমুদ্রবেষ্টিত যুক্তরাজ্যের সী বিচ কিংবা বিভিন্ন শহরের নান্দনিক পার্ক এখন জমজমাট। স্বল্প বসনা রমনী কিংবা পুরুষ উপুড় হয়ে শুয়ে রৌদ্রস্নানে মগ্ন এমন দৃশ্য গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় খুবই পরিচিত।

কিছুটা গরম পড়লেই এখানে শুরু হয় পিকনিক কিংবা ঘুরে বেড়ানোর মহা আয়োজন। বিলেতে বসবাসরত ভিন্ন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যবহনকারী নানা কমিউনিটির মাঝে বাঙ্গালি সম্প্রদায়ও তেমন পিছিয়ে নেই। তাই এই সময়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাও বেড়িয়ে পড়ছেন ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।

স্কটল্যান্ডের রাজধানী এডিনবরা শহরে বসবাসরত বাঙ্গালি কমিউনিটির একাংশও গ্রীস্মের আগমনে ঘুরে এলেন ইংল্যান্ডের লেক ডিষ্ট্রিক্ট থেকে। দিনব্যাপী নানা আয়োজনে ভ্রমণপিয়াসী প্রায় শ'খানেক ছেলে-বুড়োর আনন্দমুখর সময় পার হল নিমেষেই!

যুক্তরাজ্যে ভ্রমণের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় জায়গা হচ্ছে লেক ডিষ্ট্রিক্ট। গ্রীষ্মের অবকাশ উদযাপনে যুক্তরাজ্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের সেরা পছন্দের জায়গা হল লেক ডিষ্ট্রিক্ট আর ব্ল্যাকপোল। এ সময়ে এখানকার হোটেল-মোটেলে তিলধারণের জায়গা থাকে না। তদুপরি বিদেশী পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে।

এডিনবরা শহর থেকে সকাল দশটায় শুরু হয় দিনব্যাপী ভ্রমণের এই আয়োজন। দিনটি ছিল জুন মাসের শেষ সোমবার। জমজমাট এই ভ্রমণযাত্রায় বাসায় তৈরি নাস্তা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রথম পর্ব। বার্গার, স্যান্ডউইচ আর সিদ্ধ ডিমের সাথে ছিল নারকেলের পানি।

মিউজিকের তালে তালে নাচ, গান আর হৈ-হুল্লোড়ে এগিয়ে চলে ভ্রমণযাত্রা। অনেকে আগে থেকেই কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে আসেন এই আয়োজনে যোগ দিতে। তাই আনন্দ উদযাপনের মাত্রাও ছিল বেশি।

তিন ঘন্টা ড্রাইভে লেক ডিষ্ট্রিক্টে পৌঁছার পর শুরু হয় দিনের যাবতীয় আয়োজন। সুসজ্জিত পার্কের খোলা মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট আর কাবাডি খেলার মধ্য দিয়ে ভ্রমণযাত্রীরা ফিরে যান শৈশবে। এর মধ্যে কাবাডি খেলায় চারদল নিয়ে আয়োজন হয় দুই রাউন্ডের একটি প্রতিযোগিতা। যেখানে সেরা দুই দলের জন্য ছিল পুরষ্কারের ব্যবস্থা।

স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে আগেই বুকিং দেয়া ছিল দুপুরের খাবারের। নির্দিষ্ট সময়েই এসে পৌঁছায় খাবার। মেন্যুতে ছিল কচি ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি বিরিয়ানী, সালাদ আর বেভারেজ।

বিকেলে ছিল ক্রুজশীপে ভ্রমণের আয়োজন। ৪৫ মিনিটের জন্য ঘুরে বেড়ানোর আয়োজন নিয়ে লেক ডিষ্ট্রিক্টে আছে অনেকগুলো ক্রুজশীপ বা প্রমোদতরী। লেকের দুইতীরের নৈসর্গিক শোভা বিকেলের মিষ্টি রোদে এক আনন্দময় অনুভূতির সৃষ্টি করে। পর্যটকদের অনেকেই এখানকার স্বচ্ছ টলমলে জলে সাতার কেটে মজা পান।

ফেরার পথে ঘুরে দেখা হয় লেক ডিষ্ট্রিক্টের মনোরম সৌন্দর্যবেষ্টিত স্থানগুলো। রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল স্কটল্যান্ড সীমান্ত অবস্থিত ইংল্যান্ডের কাম্ব্রিয়া প্রদেশের পেনরিত নামক স্থানে। এখানে ইন্ডিয়ান প্লাজা রেষ্টুরেন্টের খাবারের মেন্যুতে ছিল সাদা ভাত, রুই মাছ এবং ল্যাম্ব ভুনা এবং ডাল। খাবার শেষে খুবই মজাদার ধুমায়িত এলাচ চা পরিবেশিত হয় আয়েশী ভঙ্গিমায়!

প্রবাসের কর্মব্যস্ত জীবনে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠার সুযোগ কম। তাই বছরে একবার দুইবার এরকম আয়োজনে দিন পার করে উৎফুল্লচিত্তে আবার কাজে ফেরার উদ্যম পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের এই পিকনিক যাত্রার আয়োজনকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান সমাগতরা। আয়োজনে ছিলেন এডিনবরায় বসবাসরত মিয়া মোস্তফা, জাহাঙ্গীর কবির, আতাউর রহমান, শামীম হোসেন প্রমুখ।

দুর্বার গতিতে চলছে তুফান: পরিচালক রায়হান রাফিকে সংবর্ধনা

ফরিদা ইয়াসমীন

তুফান ছবির অসামান্য সাফল্যের জন্য পরিচালক রায়হান রাফিকে সম্মাননা জানিয়ে আয়োজন করা হয় এক উৎসব মুখর অনুষ্ঠানের।

১০ জুলাই উডসাইডের গুলশান টেরেসে আয়োজন করা হয় দর্শক সাংবাদিক সহ একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন বায়োস্কোপ ফিল্মের কর্ণধার রাজ হামিদ তার স্ত্রী নওশাবা রশিদ এবং প্রবাসী সাংবাদিক ও দর্শকগন।

বাইস্কোপ ফিল্মের কর্ণধার রাজ হামিদ পরিচালক রায়হান রাফিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, ২৮ জুন তুফান ছবিটি একযোগে আমেরিকা কানাডা এবং মধ্যপ্রাচ্যে মুক্তি পায় বাইস্কোপ ফিল্মের ব্যানারে। রাজ হামিদ জানান যে , প্রিমিয়ার শো'র প্রাক্কালে উনি প্রচন্ডভাবে নার্ভাস ছিলেন। উনি ৪৫টি ছবি এই প্রবাসে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তুফান ছবি মুক্তি দেওয়ার আগে উনি বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ আগে যে হলে ছবি মুক্তি পেতো সেটি ছিল আকারে আয়তনে অনেক বড় ।কিন্তু নতুন হলটি ছিল ছোট। উনি ভেবেছিলেন হয়তোবা নতুন হলে মানুষ আসবে না। কিন্তু তার ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে ধারণ ক্ষমতার উপরে দর্শক উপস্থিত হন এবং অনেকে হলের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটি দেখেন। অনেকে টিকেট না পেয়েও হল ছাড়ছিলেন না।

রাজ হামিদ কৃতজ্ঞচিত্তে পরিচালক রায়হান রাফিকে ধন্যবাদ জানান নতুন ধারার চলচ্চিত্রটি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে যুক্ত করার জন্য। যেসব দর্শক হিন্দি মুভি দেখার জন্য উন্মুখ থাকতেন তারাই আজ রায়হান রাফির ছবির দর্শক। যা কিনা বাংলা চলচ্চিত্রের ধারাকে নতুনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উনি আরো জানান বাইশটি হলে তুফান ছবিটি মুক্তি পায় এবং সবকটি হল ছিল হাউস ফুল এবং পাঁচটি হলে ছিল তালিকায় এক নম্বর অবস্থানে। রাজ হামিদ আনন্দচিত্তে জানান যে, এই প্রবাসে বাইস্কোপ ফিল্মের পক্ষ থেকে ৪৫টি ছবি মুক্তি পেয়েছে ,তার মধ্যে একজন পরিচালকের ছবি মুক্তি পেয়েছে পাঁচটি এবং সেই সৌভাগ্যবান পরিচালক হচ্ছেন রায়হান রাফি। রাজ হামিদ আরো জানান যে, ১২ জুলাই থেকে ছবিটি দ্বিতীয় বারের মতো আরও ৩৩ টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। যা কিনা ছবি মুক্তির ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা।

> তুফান ছবি তৈরির পটভূমিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রায়হান রাফি বলেন যে, সবসময় একটা জিনিস কাজ উনার ভিতরে কাজ করতো । সেটা হলো দর্শক যদি হিন্দি ছবি দেখে তবে বাংলা ছবি কেন দেখবে না? সেই চিন্তা মাথায় রেখেই উনি তৈরি করেন তুফান।

রাজ হামিদ জানান , ছবি মুক্তির প্রাক্কালে বিচলিত হওয়ার আরেকটা কারণ হলো ,একই সাথে হিন্দি মুভি 'কাল্কি' মুক্তি পায়। যে ছবিতে অভিনয় করেছেন দীপিকা পাড়ুকোনে এবং অমিতাভ বচ্চনের মত কাল জয়ী অভিনেতা । কিন্তু সব ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে তুফান ছবি দেখার জন্যই বেশি সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি ঘটে।

দর্শকদের প্রচন্ড করতালির মধ্য দিয়ে রায়হান রাফি তার বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

উনি আনন্দ চিত্তে জানান যে তুফানের দর্শক প্রিয়তা প্রমাণ করে যে , ভালো ছবি হলে বাংলা ছবি ও মানুষ দেখে। এবং পরিচালক তার কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। হল বিমুখ মানুষ আজ হলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তুফান ছবিটা দেখার জন্য। তুফান ছবি তৈরির পটভূমিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি বলেন যে, সবসময় একটা জিনিস কাজ উনার ভিতরে কাজ করতো । সেটা হলো দর্শক যদি হিন্দি ছবি দেখে তবে বাংলা ছবি কেন দেখবে না? সেই চিন্তা মাথায় রেখেই উনি তৈরি করেন তুফান। এবং তুফান এমন একটা ছবি যেটা দেখে দর্শক আনন্দ পাবে , করতালি দিবে এবং গান গাইতে গাইতে হল থেকে বাইরে আসবে। উনি বলেন, মানুষের জীবনে অনেক সমস্যা অনেক দুঃখ কষ্ট । তাই উনি চাইলেন, যে ছবিটা মানুষের বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শুধু আনন্দ দিবে সেই রকম একটা ছবি তৈরি করবেন। সেই চিন্তা থেকেই উনি তৈরি করলেন তুফান। বলার অপেক্ষা রাখে না ওনার সেই চিন্তা শতভাগ পূর্ণ হয়েছে। দর্শকরা লুফে নিয়েছেন তুফান ছবিটি। তুফান ছবি প্রিয়তা দেখে রায়হান ট্রাফিক ঘোষণা করেন উনি "তুফান ২" শুরু করবেন অচিরেই।

এই তরুণ পরিচালক এর আগে আরও তৈরি করেছেন পোড়ামন ২, পরান, দামাল এবং সুরঙ্গ। ওনার প্রতিটি ছবি দর্শক প্রিয়তা পেয়েছে বাংলা বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় উনি এক নতুন ধারার পথিকৃৎ। বক্তব্য শেষে উনি উপস্থিত সাংবাদিক এবং দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে উনি জানান, প্রবাসীদের নিয়েও উনি একসময় ছবি করবেন। তবে এই প্রবাস জীবনটা উনি ঠিকমত জানেন না। তাই পরবর্তীতে উনি চেষ্টা করবেন প্রবাসীদের জীবনের হাসি -কান্না, আনন্দ, সাফল্য ,ব্যর্থতা সবকিছু জানার জন্য।সান্ধ্যকালীন ভোজন এবং গানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় অনুষ্ঠানটি।

১৬ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী আটক

এইচ বি রিতা

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ২৬জুন পর্যন্ত ৪০০জন অভিবাসীকে চিহ্নিত করেছে যারা ইসলামিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসআইএস-এর সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধভাবে এদেশে প্রবেশ করেছে। সরকারী দফতর জানিয়েছে, এই ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ জনের হদিস পাওয়া যায়নি। এই বছরের ২০শে জুন পর্যন্ত দক্ষিণ সীমান্তে আরও ৯০ জন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার এবং আটক করা হয়েছে। দ্য পোস্ট দ্বারা একত্রিত একটি মানচিত্র দেখায়, সরকারি দফতরগুলির মধ্যে গোয়েন্দা ব্যর্থতার কারণে সম্ভাব্য সন্ত্রাসীরা সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

একবার এইসব সন্ত্রাসী সম্পর্কে জানা হয়ে গেলে, এফবিআই এবং ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টকে ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে হবে। যদিও ডিএইচএস এই পরিস্থিতিগুলির বেশিরভাগই গোপন রাখার চেষ্টা করে। তবে দ্য পোস্ট, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে উত্তর ক্যারোলিনা পর্যন্ত ১৬জন লোকের সাথে জড়িত কেসগুলি সনাক্ত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানো লক্ষ লক্ষ অভিবাসীদের মধ্যে তারা একত্রিত হয়ে যায়, যার কারণে সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প টেক্সাসের ঈগল পাস, ইউএস এন্ট্রি পয়েন্ট পরিদর্শনের কিছুক্ষণ আগে, বর্ডার পেট্রোল এজেন্টরা কার্লোস ওবেদ ইয়েপেজ-বেদোয়া নামক একজন কলম্বিয়ান নাগরিককে দেখেছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সী ইয়েপেজ বেদোয়ার সন্ত্রাসীদের নজরদারি তালিকার সাথে একটি ইতিবাচক মিল পাওয়া গিয়েছিল। এরপর তাকে অজ্ঞাত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত সন্দেহে দক্ষিণ টেক্সাসে পর্যবেক্ষণ করার পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

জুন মাসে একটি মাল্টি-এজেন্সি আন্ডারকভারে আটজন অজ্ঞাতনামা সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে যারা সবাই তাজিকিস্তানের নাগরিক। গ্রেফতার করে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে নিয়ে যাওয়ার ছয় মাস আগে তারা অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সান দিয়েগোর আশেপাশে ছিল। সীমান্ত অতিক্রমের সময় তাদের সন্ত্রাসবাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু, সূত্র দ্য পোস্টকে জানিয়েছে যে, দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন বোমা সম্পর্কে আলোচনা করছিল, যার কারণে পুলিশ তাদের অভিযানের পরিকল্পনা করে। সবাই বর্তমানে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলছে।

জর্ডানের এক সন্ত্রাসীকে মে মাসে, আমেরিকার দক্ষিণ সীমান্তে একটি বক্স ট্রাক নিয়ে কোয়ান্টিকো মেরিন কর্পস ঘাঁটির প্রবেশদ্বার লঙ্ঘনের সময় গ্রেফতার করা হয়। সে নিজেকে আমাজনের সাবকনট্রাক্টর হিসাবে পরিচয় দেন। সাথে তার সহযোগী আরো একজন জর্ডানিয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। বাসেল বাজিল এবাদি(২১) নামে এক সন্ত্রাসী তার সৎ স্বীকারোক্তির কারণে গ্রেফতার হয়। মার্চ মাসে এল পাসো, টেক্সাসের সীমান্তে, একজন বর্ডার টহল কর্মকর্তা এবাদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কী করার পরিকল্পনা করছেন। এবাদি বলেছিলেন, 'আমি একটি বোমা তৈরির চেষ্টা করতে যাচ্ছি। গ্রেফতারের পর, একটি শপথ বিবৃতিতে, তিনি হিজবুল্লাহর সদস্য হওয়ার কথা স্বীকার করেন।

ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে, ২৭ বছর বয়সী সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী সোমালি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্রে এক্সপার্ট সহ আল শাবাবের নিশ্চিত সদস্য হিসাবে, তাকে ওয়াচলিস্টে রাখা হয়েছিল কিন্তু তবুও ২০২৩ সালের মার্চ মাসে তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল৷ সেই সময়ে, তাকে 'মিসম্যাচ' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সে কোনোভাবে মিনেসোটাতে চলে যায় এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারলেন যে তাদের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল, তখন সেখান তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০২৩ এর মার্চে, এন্টি ওয়েস্টার্ন টেরিরিজম গ্রুপ এর সদস্য হিসাবে সন্দেহভাজন আফগান অভিবাসী মোহাম্মদ খারউইন(৪৮) অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সান ইসিড্রো, ক্যালিফোর্টের কাছে প্রবেশ করার পরে কাস্টমস এবং বর্ডার প্রোটেকশন এজেন্টদের দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে ছেড়েও দেয়া হয়। এরপর প্রায় এক বছর পর, এফবিআই তাকে হিজব-ই-ইসলামী ওরফে এইচআইজি নামে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে গত ফেব্রুয়ারিতে টেক্সাসের সান আন্তোনিওতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু সেখানে একজন বিচারক, কথিত সন্ত্রাসীর পটভূমি সম্পর্কে না জেনে তাকে মাত্র ১২ হাজার ডলারে জামিন দেন। তবে কর্তৃপক্ষ আবারো তাকে হেফাজতে এনেছেন বলে দ্য পোস্ট কে জানিয়েছেন।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ওয়ান্টে থাকা সেনেগালের একজন ২৭ বছর বয়সী ব্যক্তিকে গত বছর অক্টোবরে আইসিই-এর নিউইয়র্ক সিটির পলাতক অপারেশন দল গ্রেপ্তার করে। তারা তাকে ম্যানহাটনের ফেডারেল প্লাজা অভিবাসন আদালতের সামনে ধরে ফেলে। এই বছর মার্চে, আয়েট হ্যাগোজকে কুইক স্টপ কনভেনিয়েন্স স্টোরের বাইরে বন্দুক থেকে গুলি করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। হ্যাগোস হাইতি থেকে অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন এবং সন্ত্রাসীদের নজরদারি তালিকায় ছিলেন।

সাউদার্ন বর্ডারে লঙ্ঘন সম্পর্কে দ্য পোস্টের সাথে কথা বলতে গিয়ে, নেব্রাস্কা ওমাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ সিমাস হিউজ বলেছেন, 'আমি যদি আইন

যে চার মার্কিন রাষ্ট্রপতি হত্যার শিকার হয়েছেন

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টদের নিরাপত্তায় রয়েছে আলাদা বিশেষ বাহিনী। সিক্রেট সার্ভিস নামে গঠিত বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। এমনকি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে আজীবন তাদের এই বাহিনী নিরাপত্তা দেয়।বিশেষায়িত এই বাহিনীর নিরাপত্তা সত্ত্বেও হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। সবশেষে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সভায় হামলা হয়েছে। এতে রক্তাক্ত হয়েছেন তিনি।মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক চার প্রেসিডেন্ট হত্যার শিকার হয়েছিলেন। ১৪ জুলাই রোববার এক প্রতিবেদনে নিহতের বিষয়টি তুলে আনা হয়েছে।

আব্রাহাম লিঙ্কন

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম গুপ্তহত্যার শিকার হওয়া প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহম লিঙ্কন। ১৮৬৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ফোর্ডস থিয়েটারে তাকে মাথার পেছন থেকে গুলি করা হয়।

জেমস গারফিল্ড

১৮৮১ সালে ওয়াশিংটন ডিসির একটি ট্রেন স্টেশনে আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন প্রেসিডেন্ট জেমস গারফিল্ড। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনায় তিনি নিহত না হলেও একমাস পর আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় নিউজার্সিতে মারা যান এ প্রেসিডেন্ট।

তাকে হত্যার ঘটনায় চার্লস গুইটিউ নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানসিকভাবে অসুস্থ এ ব্যক্তিকে গারফিল্ডের প্রশাসনে চাকরি না পেয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে বছরের মধ্যেই ফাঁসি দেওয়া হয়।

উইলিয়াম ম্যাককিনলে

১৯০১ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের বাফেলোতে আততায়ীর হাতে নিহত হন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলে।লিওন সিজলগোস নামের এক নৈরাজ্যবাদী তাকে হত্যা করেন। তার এ হত্যাকারী বাফেলোতে থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

জন এফ কেনডি

১৯৬৩ সালের নভেম্বরে ডালাসে স্নাইপারের গুলিতে প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনডি নিহত হন। লি হার্ভে অসওয়াল্ড নামের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। এ হামলার কয়েকদিন পর তার হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তাকে বিচারের মুখোমুখি করা যায়নি। কেননা দুইদিন পরেই জ্যাক রুবি নামক একজনের গুলিতে হার্ভি নিহত হন।

ইসরায়েলি হত্যাকাণ্ডের শিকার গাজা-পশ্চিম তীরের ৯২৪১ শিক্ষার্থী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছবি: এএফপিগাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে অন্তত ৯ হাজার ২৪১ জন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী মারা গেছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে এই শিক্ষার্থীরা নিহত হয়। এই সময়ে আহত হয়েছে ১৫ হাজার ১৮২ জন শিক্ষার্থী। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম আল-কুদসের প্রতিবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি আগ্রাসনের শুরু থেকে গাজা উপত্যকায় নিহত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ হাজার ১৩৮ জনের বেশি। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও ১৪ হাজার ৬৭১ জন। একই সময়ে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছে ১০৩ শিক্ষার্থী এবং আহত ৫০৫ জন। এ ছাড়া গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৫৭ জন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি আগ্রাসনের শুরু থেকে গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে ৪৯৭ জন শিক্ষক ও প্রশাসক নিহত এবং ৩ হাজার ৪২৬ জন আহত হয়েছেন এবং পশ্চিম তীরে ৩৫৭ জনেরও বেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় ৩৫৩টি সরকারি স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ভবন ও জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা পরিচালিত ৬৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছে।

এর মধ্যে, গাজা ও পশ্চিম তীরের ১৩৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৯৩টি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া, পশ্চিম তীরের ৬৯টি স্কুল এবং ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ও হামলা ও ভাঙচুরের শিকার হয়েছে। এর বাইরে গাজা উপত্যকায় আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ১৩৩টি সরকারি স্কুলও ইসরায়েলি আগ্রাসনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর থেকে এখন পর্যন্ত উপত্যকার ৬ লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থী স্কুলে যাওয়া থেকে বঞ্চিত। ৮৮ হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ইসরায়েলি দখলদারিত্ব গাজা উপত্যকার ৩৯ হাজার শিক্ষার্থীকে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী মানসিক আঘাতে ভুগছে। তারা কঠিন স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন।

বিশ্ব গণমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে উদ্বেগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আল জাজিরার প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের এএফপির তোলা এই ছবিটি প্রকাশিত হয়েছেবাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলন নিয়ে কয়েক দিন ধরেই প্রতিবেদন প্রকাশ করছে বিবিসি, আল জাজিরাসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যম। আন্দোলনের শুরুর দিকে গত ১১ জুন ‘মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের চাকরি সংরক্ষণ নিয়ে ক্ষোভ’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিসি। প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের সরকারি চাকরিকে উচ্চ-বেতন এবং সুযোগ-সুবিধার চাকরি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই চাকরির নিয়োগে কোনো বৈষম্য যেন না হয় সেই দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন বলেও জানানো হয়।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিয়ে জাতিসংঘ যা বলল

অনলাইন ডেস্ক

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। ছবি: সংগৃহীতকোটা সংস্কারের দাবিতে অনড় অবস্থানে রয়েছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। আন্দোলন ঠেকাতে কঠোর হয়েছে সরকারও। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যেতে শিক্ষার্থীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে জাতিসংঘ। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মানুষের মৌলিক মানবাধিকার উল্লেখ করে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক ওই আহ্বান জানান।

প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন ডুজারিক। এর আগে ব্রিফিংয়ের সময় তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের সংগঠন ছাত্রলীগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় ছয়জন নিহত হওয়ার ঘটনাটি জাতিসংঘের মহাসচিব অবগত আছেন কি না। জবাবে ডুজারিক বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানি।

REGISTERED NURSE REQUIRED
(New Jersey)

- প্রতিষ্ঠান: Renowned Home Care Organization
- পদ: Registered Nurse (RN)
- অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
- স্থান: Paterson, New Jersey.

Please send your resume at
info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: 07/25/2024

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেস্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস সংলগ্ন বাস লাইন বেসমেন্ট, ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন নতুন রেনুভেটেড ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ভাড়া ১৩৫০ ডলার। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। ফোন 646-645-9830

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বডিম্যান আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সিটিতে অটো রিপেয়ার শপে বডিম্যান (ম্যাকানিক) আবশ্যক । আলোচনা সাপেক্ষে ভাল বেতন । 38-24, 24 street. Phone: 718-902-8232

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সা-বওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

বোস্টনের আদালতে বেইনের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল, ৯০ দিনে পুনঃনির্বাচন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনে বাংলাদেশি সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে আদালত। ২০২৩ সালের বেইন-এর নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করা হয়। বোস্টন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এই প্রথম ভোট কারচুপির বিরুদ্ধে আদেশ দিলেন ম্যাসাচুসেটসের একটি আদালত। গত শুক্রবার (১২ জুলাই) লরেন্স উচ্চতর আদালতের সহযোগী বিচারক ক্রিস্টেন বাক্সটন এ আদেশ দেন।একই সঙ্গে পুর্বের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল পুর্বক বিবাদীপক্ষকে মামলার সকল খরচ বহন এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বেইন-এর কার্যনির্বাহী পরিষদকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

মামলা চলাকালীন সময়ে বাদী ও বিবাদী পক্ষের মোট ১০ জন আদালতে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদী পক্ষের স্বাক্ষীরা হলেন-গোলাম আজম, আশিকুর রহমান, আবুল খান, শেখ বাহাউদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন ও মামলার বাদী মাহবুব খোদা, বিবাদী পক্ষের স্বাক্ষীরা হলেন-আসামী সালাউদ্দিন খান, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আসামী পারভিন চৌধুরী ও জলিল চৌধুরী। আদালতের ঘোষিত রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। তারা বলেন, আমরা সত্যের পথে ছিলাম এবং আছি তাই আমাদের বিজয় হয়েছে। তাদেরকে সমর্থন প্রদানে বোস্টন বাংলাদেশি কমিউনিটির সকলকেই তারা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

আদালত ও বেইন-এর বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, গত বছর ২০২৩ সালের ১০ ও ১১ নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী বোস্টনে বাংলাদেশি সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ড (বেইন)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ১ মাস আগে থেকেই প্রচারণা ও জনপ্রিয়তায় এগিয়ে ছিলেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ। তাদের এ জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদে সাথে যোগসাজস করে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়াসহ আগাম ভোটের বন্দোবস্ত করেন। এ সংবাদ পেয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ ডাকযোগে ভোট প্রদানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। বিষয়টি বারবার জানানো সত্বেও খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের কোন অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত। ফলে নিরুপায় হয়ে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদ আদালতের শরণাপন্ন হন। আইনজীবির দায়ের করা অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৭

নভেম্বর ম্যাসাচুসেটসের দেওয়ানী কার্যবিধি বিধির ৬৫ ধারায় লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ 'ডাকযোগে ভোট প্রদান' প্রক্রিয়া বন্ধের আদেশ প্রদান করেন।

নির্বাচন কমিশনার সালাউদ্দিন খান সৈকত অপর প্যানেল তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ আগে তানভির-তাজ-শান্তা পরিষদকে সাথে নিয়ে ওবার্ন, নিউ বেডফোর্ড ও ডরচেষ্টার শহরে গিয়ে রাতের অন্ধকারে আগাম ভোট গ্রহণ করেন। সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই খোদা উক্ত ভোট বতিলের আবেদন জানালে বিজ্ঞ আদালত গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট' গ্রহণ এবং রাতের অন্ধকারে আগাম ভোট বাতিল ঘোষণা করেন।

লরেন্স সুপরিয়র কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক জেনিস ডব্লিউ. হাউ-এর পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনায় অগ্রিম ভোট গণনা বাতিল হলে সভাপতি পদে মাহবুব-ই খোদা ৬৭৯ ভোটের ব্যবধানে অপর প্রার্থী তানভির মুরাদকে পরাজিত করবেন। বিচারকের নির্দেশ অমান্য করে খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের প্রতিনিধিদের অসম্মতিতে জোর পূর্বক অগ্রিম ভোট (এক সপ্তাহ আগে রাতের অন্ধকারে গ্রহন করা) ৬৯৪টি ভোট যুক্ত করে তানভির মুরাদসহ তার প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সালাউদ্দিন খান সৈকত। তার পাতানো ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)।

আদালতের পুর্ব ঘোষিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মাত্র ১৫ ভোটের ব্যবধান নির্বাচন কমিশনের পছন্দের প্যানেলকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা দিলে পাতানো ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন খোকা-সাজু-রাজিব পরিষদের পক্ষে সভাপতি প্রার্থী মাহবুব-ই-খোদা (খোকা)। আদালতের নির্দেশনা অমান্য করে একটি প্যানেলের সম্মতি ছাড়াই এক তরফাভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, বেইনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি পদের জন্য এবারে দু'টি প্যানেলে ৩০ প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হয়। এবারের নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি ও ভোট কারচুপির লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনতন্ত্র পরিপন্থি 'ডাকযোগে ভোট গ্রহণের' ঘোষনা দিলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন একটি প্যানেলের প্রার্থীরা।

আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশন এর পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটির বোর্ড অব এডুকেশন এর পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্থানীয় সময় ১৬ জুলাই, মঙ্গলবার বিকেলে সিটির আটলান্টিক এভিনিউস্থ সিটি সেন্টার ভবনের বোর্ড অব এডুকেশন এর সভা কক্ষে এই পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ষদ সভা সঞ্চালনা করেন পর্ষদ সচিব এনজি ব্রাউন ।

পর্ষদ সভায় পর্ষদ সভাপতি শে স্টিল, সহ-সভাপতি ওয়ালটার জনসন,রুথ বায়ারড, সুব্রত চৌধুরী, কাশওয়ান ম্যাকিনলে, ফরহাদ সিদ্দীক উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে আটলান্টিক সিটি পাবলিক স্কুলের সুপারইনটেনডেন্ট ড: লা কোয়েটা স্মল তাঁর প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন।

এছাড়া কয়েকজন কমিউনিটি ব্যক্তিত্বও পর্ষদ সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভায় অংশগ্রহনকারী পর্ষদ সদস্যরা সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুচিন্তিত মতামত দেন এবং তারই আলোকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সার্বজনীন দুর্গাপূজা এবার নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কোয়ারে

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ৪, ৫ ও ৬ অক্টোবর (শুক্র, শনি ও রোববার) দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্ক সিটির আলো-ঝলমলে দর্শনীয় স্থান টাইমস স্কোয়ারে।

আয়োজকরা জানান, এই টাইমস স্কোয়ারে কীর্তন হয়েছে, যোগ ব্যায়ামের আসর বসেছে। এখানে বড় পর্দায় উঠেছে বঙ্গবন্ধুর ছবি। চলতি বছর বাঙালির বর্ষবরণ উৎসব হয়েছে এই টাইমস স্কোয়ারেই। রমজানে তারাবির নামাজ এবং দিওয়ালী উৎসবও হয়েছে। এবার ঐতিহাসিক এ টাইম টাইমস স্কোয়ারে আসছেন দেবী দুর্গা।

শারদীয় উৎসবের জমকালো প্রস্তুতি চলছে। মহালয়ার পর তারিখটিও নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যেন কোনো সংগঠনের পূজা আয়োজনে ব্যাঘাত না ঘটে। ফলে, সবাই সানন্দে আসতে পারবেন টাইমস স্কোয়ারে। সময়টি সাপ্তাহিক ছুটির সময়ে হওয়ায় ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের বাইরে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকেও অনেকেই আসার পরিকল্পনা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আসবেন কানাডা থেকেও।

প্রসঙ্গত, এর আগে নিউইয়র্কের বাঙালিপাড়া জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয়েছে। সেখানে এবারও পূজা হবে।

বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতিতে এখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ।প্রচন্ড গরমের মধ্যেই সেখানে সব ধরণের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে এক হয়েছেন শত শত বাঙালি। ভেদাভেদ ভুলে মেতেছেন আনন্দে। এ যেন সুদূর প্রবাসে বিক্রমপুরবাসীদের এক মিলনমেলা। আর সেই সুযোগটি করে দিয়েছিল মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্ক।

৭ জুলাই তাদের বার্ষিক বনভোজন হয় নিইউয়র্কের কর্টন পয়েন্ট পার্কে। হাডসন নদীর পাশে ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ এক সবুজ পরিবেশ যেন আপন করে নিয়েছিল এসব বাঙালিদের। আর তাই তো প্রায় ছয়শত অতিথি মেতেছিলেন আনন্দে । বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনা এবং আনন্দঘন পরিবেশে দিনটি পার করেন বাঙালিরা। বনভোজনে ছিল নানান আয়োজন। ছিল শিশুদের মার্বেল বাছাই, বয়স ভিত্তিক ১০০ মিটার দৌড়, মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। এছাড়া ছিল মহিলাদের পিলোপাস, পাতিল ভাঙা, যেমন খুশি তেমন সাজো এবং অন্যান্য খেলা। আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো ছিলই। প্রধান আকর্ষণ হিসেবে ছিল র্যাফেল ড্র। সোনার গহনা, আইফোন, ল্যাপটপ, টিভি সহ আরও অনেক পুরস্কার! এছাড়া কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া হয় সম্মাননা। বনভোজনের র্যাফেল ড্র এর গ্রান্ড স্পন্সর তথা প্রথম পুরস্কার সোনার নেকলস দিয়েছে ইউর ড্রিম হোম কেয়ার। তাছারা আরো ছিলো ডিএইচ কেয়ার, গাইডেন্স রিয়েলিটি হোম, এটর্নি মঈন চোধুরী, ডা. শারমিন ফেরদৌস আশা, মাসুদ রানা তপনসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ। আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা এখানে এসেছি একটি পরিবারের মতো। সবার সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগ থাকবে। প্রবাসের মাটিতেও আমরা এক হয়ে থাকব। একে ওপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবো। আমিও সব সময় যেভাবেই হোক বাঙালি কমিউনিটির পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। অনুষ্ঠানে মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুরের কৃতি সন্তান ও সাবেক সভাপতি ,বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ,বীর মুক্তিযোদ্ধা তথা কমিউনিটি অ্যক্তিভিষ্টদের সম্মাননা প্রদান করা হয়! অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রুহুল আমিন, বিশেষ অতিথি আব্দুর রব মিয়া, আব্দুর রহীম হাওলাদার, রুহুল আমিন সিদ্দিকী, মোস্তাক আহমেদ নিউটন ও কাজী সেলিম খান। মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন আহবায়ক মির্জা মনিরুজ্জামান শামীম, প্রধান সমন্বয়কারী মো. শাহাদাত হোসেন, চেয়ারম্যান বনভোজন কমিটির ইকতারুজ্জামান রতন, সদস্য সচিব শরীফ রহমান টুটুল এবং গ্লোবাল নিইউয়র্ক ট্রাভেল ও ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের ডিরেক্টর শারমিন জামান।

বিবিসির সাংবাদিকের স্ত্রী কন্যা খুন, আটক ১

আজিজুল আম্বিয়া , লন্ডন

মানবাধিকার আর নিরাপদ আবাসভূমির নাম হচ্ছে ব্রিটেন। আর এই দেশেই সবাইকে অবাক করে খুনের ঘটনা ঘটেছে । যুক্তরাজ্যে জন হান্ট নামে বিবিসির এক সাংবাদিকের স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে কাইল ক্লিফোর্ড (২৬) এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

পূর্ব ইংল্যান্ডের হার্ডফোর্ডশায়ারের বুশে শহরে সাংবাদিক জন হান্টের নিজবাড়িতে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে বলে জানানো হয়েছে বিবিসির এক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিবিসি ফাইভ লাইভের রেসিং বিভাগের ধারাভাষ্যকার জন হান্টের স্ত্রী ক্যারল হান্ট (৬১), এবং দুই মেয়ে হান্না হান্ট (২৮) এবং লুইস হান্ট (২৫) নিজবাড়িতে অবস্থানকালেই তাদের ওপর হামলা করে দুর্বৃত্তরা। হামলায় ক্রসবো (ধনুক জাতীয় অস্ত্র) ব্যবহার করা হয়। ব্যতিক্রমী এ হামলার শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনজন।

পুলিশ জানিয়েছে, এ হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজন যে ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, তিনি দুই বছর আগে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়েছেন। উত্তর লন্ডনের একটি কবরস্থানের কাছ থেকে আহত অবস্থায় আটক করা হয় তাকে। কাইল ক্লিফোর্ড নামে ওই ব্যক্তিকে ধরতে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। তবে ঠিক কী কারণে সাংবাদিক পরিবারের ওপর এ হামলা, সে রহস্য এখনও উদঘাটন করতে পারেনি তদন্তকারীরা। খুন হওয়া নারী কিংবা ভুক্তভোগী সাংবাদিকের সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পূর্বপরিচয় ছিল কি না তা যাচাই করাও সম্ভব হয়নি এখন পর্যন্ত।এদিকে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সামনে আসতেই বিবিসিসহ যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিবিসিতে ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন হান্ট। সংবাদমাধ্যম এবং রেসিং সমর্থকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় তিনি। তার এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না দেশের বিবেকবান মানুষেরা ।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

সরকারি চাকরি ও সুবিধা নিয়ে সেমিনার

নিউইয়র্ক সিটি

রুদ্র মাসুদ

একটি মানসম্মমত রিজুমি ও কভার লেটার চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি খোঁজা, আবেদন এবং ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও চাকরি প্রার্থীকে মনযোগী হতে হবে, লেগে থাকতে হবে। একইসাথে জীবনযাত্রার ব্যায় নির্বাহে বিদ্যামান সরকারি সুবিধাসমূহ ব্যায়বহুল এই নগরীতে নাগারিক জীবনকে সহজতর করতে অনেক বেশী সহায়ক হতে পারে।

শনিবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স লাইব্রেরির সেন্ট্রাল অডিটোরিয়ামে নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি কতৃক "সরকারি চাকরির তথ্য ও সুবিধা বিষয়ক" সেমিনারে আলোচক ও অংশগ্রহণকারীরা এমন মতামত ব্যাক্ত করেন। সেমিনারে রিজুমি ও কভার লেটার লিখা, চাকরি খোঁজা, আবেদন, ইন্টারভিউর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটির সভাপতি ডাঃ নাফিসুর রহমান এবং তত্বাবধান করেন সেক্রেটারি মোঃ হেলাল আলম (টিটু)। সেমিনারের কনভেনর কুইন্স লাইব্রোরির লাইব্রেরিয়ান সেলিনা শারমিনের সঞ্চালনায় শতাধিক চাকরি প্রার্থী ও সরকারি সুবিধা প্রত্যাশী অংশ নেন। বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ভূঁইয়া, সেমিনারে কো-কনভেনর আশরাফুজ্জামান।

মানসম্মমত রিজুমি ও কভার লিখার ধরণ নিয়ে আলোচনা করেন কুইন্স লাইব্রোরির কর্তকর্তা ইমতিয়াজ চৌধুরী। সরকারি চাকুরির জন্য আবেদনের প্রকৃয়া শীর্ষক সেশন পরিচালনা করেন নিউইয়ক সিটির প্রবেশন অফিসার ফাতেমা খান। ইন্টারভিউতে মুখোমুখি হওয়ার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন ইউএসসিআইএস'র ইমিগ্রেশন অফিসার সাঈদা হাবিব।

নিইউয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং অথরিটির কর্মকর্তা সৈয়দ মিজানুর রহমান সরকারি বাসা প্রাপ্তির জন্য কিভাবে আবেদন করতে হয়, আয়সীমা ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী বাসা পছন্দের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি আবেদনের সময় বরো পছন্দের বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

ডিপার্টমেন্ট অব সোশ্যাল সার্ভিসের কর্মকর্তা সফিকুল ইসলাম (ফুড স্ট্যাম্প), মেডিকেইড, বাসা ভাড়ার অর্থ সহায়তা, বাসা পরিবর্তনের খরছ, চিকিৎসা ব্যায়ের বিল পরিশোধে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন সরকারি আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের দিকগুলো তুলে ধরেন।

চাকরি প্রার্থীদের নিয়ে সেশন সমূহে সরকারি চাকরির নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এজন্য চাকুরি পছন্দ এবং আবেদনের পূর্বে অবশ্যই ভালোভাবে চাকুরির বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে দেখার অনুরোধ করা হয়। রিজুমি এবং কভার লেটারে দরকারি তথ্য সমূহ কমকথায় ক্রমানুসারে সাবলীলভাবে উপস্থাপনা করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিষয়টি উপস্থাপনে যত্নশীল হতে হবে।

প্রথমে একটি চাকরি প্রাপ্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে, বেতন মূখ্য নয়। কারণ পদোন্নতি কিংবা চাকরি পরিবর্তীনের মধ্যদিয়ে বেতন কাঠামোর পরবর্তন হতে পারে।

প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার জন্য লাইব্রেরিতেও প্রস্তুতিমূলক বই পাওয়া যায়। এছাড়া বইয়ের দোকান ও অনলাইনেও বই কিনতে পাওয়া যায়। যাদের নিম্ন আয় তাঁরা আবেদন অথবা পরীক্ষার ফি মওকুপ পেতে পারেন। এক্ষেত্রে মেডিকেইড একটিভ লেটার (সিটিজেন আবেদনের সময় যেটি ব্যবহার করা যায়) সাথে যুক্ত করতে হবে।

ইন্টারভিউর পূর্বে স্বাভাবিক মানসিক প্রশান্ত থাকতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইন্টারভিউস্থলে পৌঁছা, মানানসই পোশাক পরিধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত কথা বার্তা পরিহার করা, কোন প্রশ্ন থাকলে যেনে নেওয়া এবং মনযোগ সহকারে প্রশ্নশুনে যথাযথ উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা। রিজুমির অতিরিক্ত কপি সাথে রাখা জরুরী।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত টানা সেমিনার শেষে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসমূহের মূল্যায়ন, চাকরি অনুসন্ধান ও আবেদনের প্রকৃয়াসহ অংশগ্রহণকারীদের সম্পূরক প্রশ্নের উত্তর দেন সেশন পরিচালনাকরী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ফাহমিদা আক্তার এবং দীন ইসলাম বলেন- আমাদের বাংলাদেশী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এগুলো কাজে লাগিয়ে একটি কাঙ্খিত সরকারি চাকুরি পেতে এধরণের সেমিনার নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তবে; লেগে থাকাটা অনেক জরুরী।

নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটির সভাপতি ডাঃ নাফিসুর রহমান বলেন- সরকারি সুযোগ নিতে হবে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে। আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই। তাঁদের পক্ষ থেকে চাকরি প্রার্থীকে যেকোন ধরণের সহযোগীতা করা হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেন।

বিগত সময়ে প্রতি বছর এই সেমিনার আয়োজন করা হয়ে আসছে। আগামি সময়ে বছরে একাধিক সেমিনার হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করেন তিনি।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax • Business Licenses and Setup • FBAR and FATCA Filing
Notary Public • Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

কাশ্মীর এক স্বর্গের নাম!

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাধারণত উর্দু হরফে লেখা হয়।

হস্ত ও কারুশিল্পের এক বিশাল ভান্ডার কাশ্মীর। ডাল লেকের ভাসমান বাজার বা লেকের ধারের দোকানগুলোয় এখানকার ঐতিহ্যবাহী হাতের কাজ করা শাল, জামাকাপড়, বেডকভার, ব্যাগ, পশমিনা চাদর, ঘর সাজানোর কাঠের তৈরি উপকরণ ইত্যাদি অনেক কিছু পাওয়া যায়। আর এখান থেকে দেখা যায় সারিবদ্ধ সবুজ পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য।

একেক ঋতুতে কাশ্মীরের পরিবেশ একেক রং ধারণ করে। গ্রীষ্মে সবুজ, হেমন্তে হলুদ, শীতে তুষারশুভ্র, বসন্তে রঙিন।

শ্রীনগরের বাইরে সোনমার্গ, গুলমার্গ, পেহেলগাম, কারগিল ইত্যাদি জায়গায় দর্শনার্থীর ভিড় থাকে সারা বছর। নিখাদ প্রকৃতি দেখার আনন্দ পেতে চায় ভ্রমণকারীরা। গ্রীষ্মকালে এশিয়া অঞ্চলের ভ্রমণকারীরা এলেও বরফে আনন্দময় সময় কাটাতে এখানে আসে ইউরোপ বা আমেরিকার ভ্রমণকারীরা। তখন ডাল লেকসহ অন্যান্য নদীর জল

জমে বরফ হয়ে যায়। স্থানীয় কিশোর-তরুণেরা সেই বরফের ওপর ফুটবল খেলায় মেতে ওঠে।

পাহাড়ঘেরা জলাধার, মানুষের সরল জীবনযাপন আর আতিথেয়তা, কম জনসংখ্যা এবং পরিচ্ছন্ন পথঘাট কাশ্মীরকে অনন্য করে তুলেছে। তারা বিশ্বাস করে, আশ্রয়প্রার্থী পর্যটক তাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। এখানকার মানুষজনের জীবনযাপন সরল ও বাহুল্যবর্জিত। এই রাজ্যে কোনো শপিং মল নেই, নেই কোনো সিনেমা হল। ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি এখানে এখনো প্রবেশ করেনি। তাই কাশ্মীরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়নি।

বাইরের রাজ্যে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীরা ছাড়া বেশির ভাগ কাশ্মীরি বাইরের জগৎ দেখেনি! অল্প কয়েকটি সরকারি ব্যাংক আর সরকারি অফিস ছাড়া বেসরকারি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে অনুপস্থিত এখনো।

সবুজ পাহাড়, তিরতির করে বয়ে যাওয়া রুপালি সরু নদী, পাখির গান, চিনার, পাইন, দেবদারুগাছের পাতার হাওয়া, দূরের পাহাড়ের মাথার তুষার ভূষণ, বায়ু ও শব্দদূষণহীন পরিবেশ—এসব থাকলে ঝাঁ-চকচকে নাগরিক জীবনকে এক নিমেষে আল বিদা বলে ফেলা যায়।

কাশ্মীরের গ্রামগুলো মাটির আরও কাছাকাছি। এখনো আধুনিকতার ছোঁয়া পড়েনি কোথাও কোথাও। অনেকে চার চাকার মোটর গাড়ি আর বাস ছাড়া অন্য কোনো যানবাহন চোখেই দেখেনি। সাধারণ পাকা ঘর ও চারচালা এসবেস্টসের ছাদ করা বাড়ি আছে প্রতিটি গ্রামে। সবার একটা করে সবজির বাগান আছে। নারীরা ভীষণ কর্মঠ। যাদের বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা নেই, তারা কাঠ ব্যবহার করে। পানি সংগ্রহ করে পাশের নদী থেকে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। শীতকালে পুরুষেরা পশুপালন করে আর নারীরা হস্তশিল্পে মনোযোগ দেয়। বরফ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকতে হয় মাঝে মাঝে।

আমাদের মতো কাশ্মীরের মানুষও ভাত, সবজি ও মাংস খায়। এখানকার খাবার খুব অল্প মসলায় রান্না হয় বলে স্বাস্থ্যসম্মত। বিয়েবাড়িতে ৩৬ পদের খাবার পরিবেশন করা হয়। একে বলে ওয়াজওয়ান। ৩৬ পদের বেশির ভাগই রান্না হয় মাটন বা মুরগির মাংস দিয়ে। কাশ্মীরের খাবারে মধ্য এশিয়া ও পারসিয়ান খাবারের প্রভাব রয়েছে। এখানকার উল্লেখযোগ্য খাবার হলো রোগান জোশ বা ভেড়ার মাংসের লাল রঙের তরকারি, মোদুর পোলাও বা বিভিন্ন তাজা ফল ও শুকনো ফল দিয়ে তৈরি পোলাও, মাশগান্দ বা ভেড়ার মাংসের কোফতা কারি, দম ওলাভ বা কাশ্মীরি আলুর দম, মুজি গাদ বা মাছের তরকারি, গোশতাবা বা দই দিয়ে রান্না করা ভেড়ার মাংসের কোফতা, ইয়াখনি বা দই দিয়ে রান্না করা ভেড়ার মাংস।

প্রতিটি পাড়ায় আরো বেশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সপ্তাহে, নিউ ইয়র্ক সিটি প্ল্যানিং কমিশন ২০০টিরও বেশি নিউ ইয়র্কবাসীর পরীক্ষা নিয়েছেন যারা এই প্রস্তাবের সমর্থনে সোচ্চার ছিলেন। গত সপ্তাহে ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন এবং ম্যানহাটনের বরো প্রেসিডেন্ট এবং এলজিবিটিকিউ প্লাস অ্যাডভোকেটরাও এটিকে সমর্থন করেছে।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'সিটি অফ ইয়েস অনুমোদন করা হলে, এটি আমাদেরকে দীর্ঘস্থায়ী আবাসন সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম করবে যা অত্যধিক পরিশ্রমী নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনযাত্রাকে চ্যালেঞ্জিং এবং অসহনীয় করে তুলেছে। প্রত্যেকেরই বলার মতো একটি গল্প আছে: অনেক অগ্নিনির্বাপক কর্মী সে এলাকায় সেবা করেন, তার আশেপাশে বসবাস করার সামর্থ্য নেই, সেই বয়স্ক নিউইয়র্কবাসী যিনি সারা জীবন পারিবারিক ব্যবসায় কাজ করেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট আয়ের জন্য ভাড়া দিতে আজ অক্ষম, যিনি নগদ ক্রেতা বা প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্মের দ্বারা বিড করা বাড়ির মালিক হন এবং নতুন বাবা-মা যারা যথেষ্ট খরচ বহন করে বড় অ্যাপার্টমেন্ট নিতে পারেন না বলে পরিবার বাড়াতে ব্যর্থ হন। এই আবাসন সংকট দ্বারা তারা রোজ প্রভাবিত হন। সংকট চরমে পৌঁছেছে কারণ অনেক দিন ধরেই, শহরের অনেকেই এই প্রস্তাবটিতে 'না' বলছিলেন। তবে আমাদের প্রশাসনে, আমরা "হ্যাঁ" বলে আসছি।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা যে পরিবর্তনগুলি প্রস্তাব করছি তা কেবলমাত্র নতুন বিল্ডিংগুলিই যোগ করবে না, বরং নিউ ইয়র্কবাসীদের তাদের পছন্দের শহরে থাকার অনুমতি দেবে, তারা যে সম্প্রদায়ে বড় হয়েছে সেখানে অবসর গ্রহণ করার সুযোগ দিবে এবং নতুন প্রজন্মের তরুণ, পরিবার এবং অভিবাসীদের স্বাগত জানাবে। আমরা প্রশংসা করি যে নিউ ইয়র্কবাসীদের প্রতিবেশীর চরিত্র সম্পর্কে দৃঢ় অনুভূতি রয়েছে। সেই কারণেই সিটি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট নিউ ইয়র্কবাসীদের সাথে বিস্তৃত আউটরিচ এবং এনগেজমেন্ট করেছে, যার মধ্যে ১০টি পাবলিক ইনফরমেশন সেশন এবং প্রভাবিত স্টেকহোল্ডারদের সাথে দুই বছরের মিটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একজন লেখককে প্রথমে নিষ্ঠাবান পাঠক হতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কথাগুলো বলেছেন আমিনুল ইসলাম।

গত ১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমিনুল ইসলাম। এবারের উপস্থাপনায় ছিলেন, বরাবরের মতই 'টক অফ দ্য উইক' এর কারিগরি সহযোগিতায় থাকা এইচ বি রিতা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমিনুল ইসলামের সংক্ষেপ পরিচয় তোলে ধরেন এইচ বি রিতা। আমিনুল ইসলামের জন্ম টাঙ্গাইলের নাগরপুরে। ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে 'কাশবন' নামে অগ্রসর সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এগারোটি। আমিনুল ইসলাম এর প্রকাশিত প্রথম ও সমাদৃত গবেষণা গ্রন্থ মরমী কবি 'আজহার বয়াতির জীবন ও গান।' ইরাক যুদ্ধের সময় বের হয় 'আগ্রাসন রুখে দাঁড়াও, মার্কিন পণ্য বর্জন কর।' 'কাশবন প্রকাশন' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা করেন তিনি।আমিনুল ইসলাম বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। কবি জসিম উদদীন একাডেমি, ধারণী সাহিত্য সংসদ এর-সাবেক সাধারণ সম্পাদক, চলচিত্র ফিল্ম সোসাইটির ফাউন্ডার-ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি নজরুল একাডেমি, আলহেরা একাডেমি, কুদরত হোসনে আরা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মোজাম্মেল হক স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

আমিনুল ইসলামের কাছে শুরুতেই 'কাশবন প্রকাশন' সম্পর্কে জানতে চান এইচ বি রিতা। তিনি কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার দুই লাইন পাঠের মাধ্যমে শুরু করেন,

"তোমার দেখা পেয়ে, তোমার হাতে বন্দী আমার ভালোবাসার কাশ/ তাইতো আমি এই শরতে তোমার ক্রীতদাস।"

আমিনুল ইসলাম বলেন, "আমার জন্মস্থান নাগরপুর গ্রামের একদিকে ধলেশ্বরী, যমুনা। অন্যদিকে কালীগঙ্গা ও ইছামতী নদী। নদীর পাড়ের কাশবন, যার সাদা পালকের মতো পূর্ণ শোভা দেখা যেত শরৎকালে। এভাবেই কাশবন নামের একটা সাহিত্য পত্রিকা শুরু করি। ১৯৮৪ সালে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের প্রেরণাতে এবং তার লেখা প্রথম প্রকাশনার মাধ্যমে এই কাশবন প্রকাশন শুরু করি। পরবর্তীতে আমাদের প্রকাশনা থেকে পাঁচশর বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন বিখ্যাত তাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, লেখক, প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন ওমর।"

সাহিত্যিক যাত্রার শুরু এবং কাশবন পত্রিকার সম্পাদনার পিছনে অনুপ্রেরণা সম্পর্কে আমিনুল ইসলাম জানান, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমি পড়াশোন করেছি। আমার সহপাঠী ছিলেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আলী ইমাম, নজরুলগীতি শিল্পী শবনম মুশতারী, কবি শামীম আজাদ। ছাত্র থাকা অবস্থায় শিক্ষকদের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আবুল কাশেম ফজলুল হক স্যারের অনুপ্রেরণায় কাশবন পত্রিকা বের করি। মুদ্রণ থেকে শুরু করে সব বিষয়ে তিনিই আমাকে ধারণা দিয়েছিলেন।"

আমিনুল ইসলামের প্রথম গবেষণাগ্রন্থ 'মরমী কবি আজহার বয়াতির জীবন ও গান'।

এই গ্রন্থ লেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান, "এটি একটা গবেষণাগ্রন্থ, ২০১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মরমী কবি আজহার বয়াতি আধ্যাত্মিক বা মরমী সাধক ছিলেন, তবুও তার লেখাতে কিছু সামাজিক বিষয় এসেছে। তারমধ্যে নাগরপুরের জমিদার বাড়ি নিয়ে পরিপূর্ণ একটা চিত্র আছে।

> আমিনুল ইসলাম তার কাজের জন্যে পেয়েছেন স্বীকৃতি। তিনি বলেন, যে কোনো পুরস্কার লেখককে উৎসাহিত করে। সৃষ্টি যিনি করেন তাকে যদি সেটার স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে সে উৎসাহিত হয়।

এই সাধকের যখন সন্ধান পেলাম তখন মনে হয়েছিল এই মরমী গানগুলো উদ্ধার করা দরকার। ইতোমধ্যে এই সাধকের প্রতি নজর পড়লো বিখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীনের। আজাহার বয়াতির মেলাতে যোগ দিলেন সেলিম আল দীন। এই মেলাকেই কেন্দ্র করে 'কীর্তনখোলা' নাটকটি রচিত হয়। সেখান থেকে আমি আরো উৎসাহিত হয়েছিলাম।"

এবছর শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন, "শিকাগো'র চুয়াল্লিশতম সম্মেলন একটি বিশাল ব্যাপার ছিল। প্রতিবার প্রায় আট থেকে দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। কিন্তু এবারে জায়গার সংকুলান না হবার কারণে সাড়ে তিন হাজারের মতো মানুষ জড়ো হয়েছিল। একই সাথে দশটা ভেন্যুতে অনুষ্ঠান চলেছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এক আড্ডায় আমার সুযোগ হয়েছিল অংশগ্রহণের। নিউইয়র্কের বইমেলার বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীরা থাকে প্রায় নব্বই ভাগ। কিন্তু শিকাগোতে দেখা গেল বাংলাদেশী কোনো অংশগ্রহণকারী নেই। একটাই বইয়ের দোকান, বিশ্বজিৎ সাহার মুক্তধারা আর কয়েকটা কাপড়ের দোকান। দুই বঙ্গের সম্মেলন হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশে থেকে অংশগ্রহণকারী থাকলে ভালো হতো।"

আমিনুল ইসলাম বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। বাংলা একাডেমির অবদান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমি বাংলা একাডেমির সাথে পঞ্চাশ বছর ধরে সদস্য। এদের সাথে থাকার কিছু সুবিধা আছে। প্রতি বছর ডিসেম্বরে একটা সাধারণ সভা হয় যেখানে বাংলাদেশের সব সদস্য কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হন। আমরা সারাদিন একসাথে থাকি, গঠনমূলক আলোচনা করি। এক অসাধারণ সম্মেলনের মাধ্যমে সবার খুব আনন্দে সময় কাটে। তাছাড়া বাংলা একাডেমির প্রকাশিত যে কোনো বই বাংলা একাডেমির সদস্যরা অর্ধেক দামে কিনতে পারেন।বর্তমানে আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে পাঁচ হাজার বই আছে।"

পাঠাগার ও পাঠোভ্যাস সম্পর্কে মতামত জানিয়ে তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশের পাঠাগারের খুব সংকট, পাঠাগারের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। আজকাল ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস, ই-বুকের ব্যবহার বেড়ে গেছে, মানুষের পাঠাভ্যাস কমে গেছে। মানুষ ড্রইংরুম সাজানোর জন্যে বই কেনে, পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার জন্যে নয়। স্বাধীনতার পূর্বে যে পাঠাগার ছিল তা এখন ধ্বংসের পথে। জনগণকে সচেতন হতে হবে, শহরে যে আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়ি হচ্ছে সেখানেও পাঠাগার স্থাপন করতে হবে।"

আমিনুল ইসলাম তার কাজের জন্যে পেয়েছেন স্বীকৃতি পুরস্কার। এ নিয়ে তাঁর অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, "যে কোনো পুরস্কার লেখককে উৎসাহিত করে। সৃষ্টি যিনি করেন তাকে যদি সেটার স্বীকৃতি দেয়া হয় তাহলে সে উৎসাহিত হয়। তবে পুরস্কার পাবার জন্যে যেন কেউ না লেখে বা কাজ না করে। লেখার প্রতি যত্নবান হতে হবে। কবি-শিল্পী-লেখকের কাছে তাদের সৃষ্টিটাই বড় জিনিস।"

বাংলা একাডেমির একুশে বই মেলা ও জ্যামাইকা বইমেলার অনুভূতি জানিয়ে আমিনুল ইসলাম জানান, "বাংলা একাডেমির বইমেলা এখন বাংলাদেশের মানুষের একটা উপভোগের পর্ব হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রভাতফেরী করে বাংলা একাডেমিতে এসে আলোচনা সভা হত। পরবর্তীতে চিত্তরঞ্জন সাহা, যিনি চৌমুহনী থেকে ঢাকায় এসে বাংলা একাডেমির বটতলায় মাদুর বিছিয়ে কিছু বই নিয়ে বসেছিলেন। তিনি পুথিঘর করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় চলে যান এবং মুক্তধারা গঠন করেন। স্বাধীনতার পর সেই মুক্তধারা ঢাকায় আসলো, এক পর্যায়ে নিউইয়র্কে আসলো। এই মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের হাত ধরে বিশ্বজিৎ সাহা আজকের এই বাংলা বইমেলা করছে। বাংলা একাডেমির চত্বরে চাদর বিছিয়ে বইমেলার যাত্রা শুরু করেছিলেন, যে বইমেলা আজকের মহীরুহ হয়ে বাংলার অন্যতম মেলায় পরিণত হয়েছে। জায়গার সংকুলান হয় না, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও টইটুম্বুর হয়ে যায়। দর্শনার্থী হয় বটে কিন্তু বই বিক্রয় এবং পাঠের হার অনেক কমেছে। কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ায় বইয়ের মুল্য বেড়ে গেছে, পাঠক ফিরে যায়, এটা একটা বড় সমস্যা।"

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে দর্শক হিসাবে যুক্ত হোন সোহানা নাজনীন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, "কেউ যদি আপনার প্রকাশনা থেকে বই প্রকাশ করতে চান, তবে সেটার প্রস্তুতি কেমন হতে পারে? আমিনুল ইসলাম জানান, "প্রযুক্তির উন্নতির কারণে আজকাল সবাই ঘরে বসেই বই ছাপাচ্ছে। ত্রিশ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতায় বলবো এখন দেশ-বিদেশ থেকে সবাই সরাসরি আমাদের কাছে বই পাঠিয়ে দেন। এতে করে আমরা বিব্রত হই। পুরাতন নিয়মে প্রথমে প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপি জমা হতো, কয়েকজন সদস্যের তৈরি বোর্ড দ্বারা অনুমোদনের পর সেই বই ছাপা খানায় যাবার অনুমতি পেতো। বাকিগুলো বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করা হতো। আমিও এই পুরানো নীতি অবলম্বন করি। অনেক বই ছাপার জন্যে উদগ্রীব থাকি না, বরং বইটা ছাপানোর আগে ভালোকরে পড়ি। কোন দুর্বল প্রকাশনা যেন না হয়, পাঠকদের কাছে যেন আমরা আদ্রিত হতে পারি। আগে সারাবছর ধরে আমরা বই বের করতাম। এখন নতুন যুগ, সবাই একুশকে কেন্দ্র করে একুশের বইমেলাতে বই বের করার ধুম ফেলে দেয়। এতে করে ভুল করার সম্ভবনা থাকে, প্রকাশকদের এই ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার।"

দর্শকদের পক্ষ থেকে সুমন শামসুদ্দীনের প্রশ্ন ছিল, মরমী গান কাব্যের প্রথম দিকের চর্চা মূলত কোন যুগে শুরু হয়েছিল? আমিনুল ইসলাম বলেন, "চর্যাপদ একধরনের মরমী গান, বাংলার প্রথম চর্যাপদের আবিষ্কার একধরনের গীত। বাউলরা মানবিক কথা বলতে পারেন। লালন ফকিরের ও আজাহার বয়াতির গানে আমরা দেখি যে, তারা মানুষকে বড় করে দেখেছেন। তাদের সাধনা ছিল দেহকেন্দ্রিক, সুতরাং বাউল সাধনার মূল বিষয় শরীর। 'যা আছে বিশ্বভান্ডে তা আছে দেহ ভান্ডে' এই চিন্তা চেতনায় তারা বিশ্বাসী।"

এভাবেই নিজ সাহিত্য যাত্রা, অভিজ্ঞতা, কাজ, ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধ করে তোলেন আমিনুল ইসলাম। সবশেষে অতিথি সহ সকল দর্শকের প্রতি ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা পর্বটি শেষ করেন উপস্থাপিকা এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

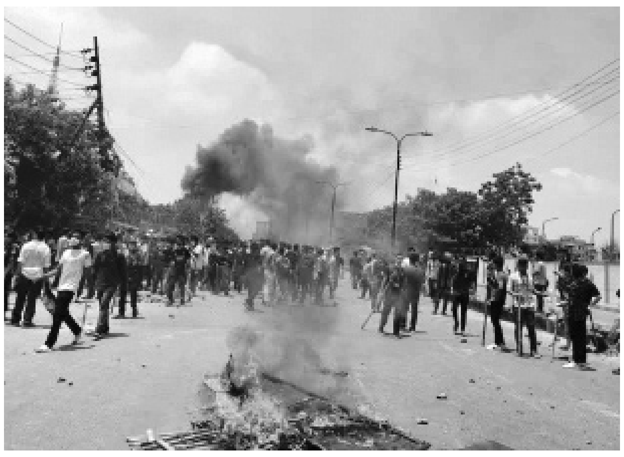

কেউ হারিয়েছে চোখ, কেউ

শেষ পৃষ্ঠার পর

আঘাত ছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার ৪১৫ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে চোখে গুলিবিদ্ধ ৫ জনকে পাওয়া যায়। অনিক ওই ওয়ার্ডের ৩ নম্বর শয্যায় চোখে কালো চশমা পরে শুয়ে ছিলেন।

হাসপাতালটিতে ভর্তি আছেন রাজমিস্ত্রি সুমন। তাঁর বাড়ি মাদারীপুরের রেন্ডিতলা এলাকায়। কাজ শেষে বাসায় ফেরার সময় গুলিবিদ্ধ হন তিনিও। গতকাল তাঁর চোখের অপারেশন হয়। সুমনের বোন লিপি আক্তার জানান, তাঁর ভাইয়ের এক চোখে আর কখনো আলো ফিরবে না বলে চিকিৎসকেরা বলেছেন।

চোখে গুলির আঘাত নিয়ে একই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন নরসিংদীর কাপড় ব্যবসায়ী তৌহিদ উদ্দিন ভূঁইয়া।

তিনি গত বৃহস্পতিবার নরসিংদীতে আন্দোলনকারী ও পুলিশের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন। তৌহিদ উদ্দিন বলেন, শুক্রবার এখানে ভর্তি হয়েছি। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ডান চোখে আর দেখতে পারব না।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সহিংসতার ঘটনায় ৪২৪ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। ২৭৮ জনের অপারেশন হয়েছে। তাঁদের পরবর্তী সময়ে ফলোআপে আসতে বলা হয়েছে। বর্তমানে গুরুতর আহত ৮ জন এখনো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

ভর্তি থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সবাই দুই চোখ বা এক চোখ হারাতে পারেন বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের। তাঁদের মধ্যে একজন মো. হান্নান। তাঁর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের নিশ্চিন্তপুরে। তবে তিনি ফেনীতে একটি ওয়ার্কশপে কাজ করতেন। ফেনীতেই গত শুক্রবার গুলিবিদ্ধ হন হান্নান।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে মিরপুর-২ নম্বরে গুলিবিদ্ধ হওয়া সিহাবও ভর্তি আছেন জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে। ঢাকা সেন্ট্রাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী সিহাব মাকে নিয়ে মিরপুর-২ নম্বরে থাকেন। একটি রেস্তোরাঁয় খণ্ডকালীন চাকরি করতেন তিনি। সংঘাতে তাঁর বাম চোখে গুলি লেগেছে। বর্তমানে ওই চোখে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি।

জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে (নিটোর) বা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অনেক আহত ব্যক্তি।

গতকাল পঙ্গু হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দুটি ওয়ার্ডে গিয়ে যেসব আহত

> পঙ্গু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী হাসপাতালটিতে ১৭ জুলাই ৯২ জন, ১৮ জুলাই ১০২ জন এবং ১৯ জুলাই ১৪২ জন ভর্তি হন। ১৯ জুলাই ভর্তি হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৮৮ জনই গুলিবিদ্ধ ছিলেন।

ব্যক্তিকে দেখা যায়, তাঁদের বেশির ভাগই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়া কারও কারও হাত ও বাহুতে গুলি রয়েছে। অনেকে চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন, কেউ হারিয়েছেন পা।

গত বৃহস্পতিবার বাড্ডা লিংক রোডে বাঁ পায়ে গুলিবিদ্ধ হন জাকির হোসেন নামের এক যুবক। পথচারীরা তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখান থেকে হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হয়ে পরে পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয় তাঁকে। গুলিতে তাঁর বাম পায়ের ঊরুর নিচের অংশের হাড় ভেঙে কয়েক টুকরা হয়ে যায়। পঙ্গু হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাঁর বাঁ পা কেটে ফেলেন।

জাকির হোসেন গুলশানের একটি কাপড়ের দোকানে চাকরি করেন। গত বৃহস্পতিবার গুলশান থেকে মধ্যবাড্ডার বাসায় যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে গুলিবিদ্ধ হন। জাকির হোসেন বলেন, 'আমি যখন দোকান থেকে ফিরছিলাম, তখন লিংক রোডে কোনো সংঘর্ষ চলছিল না। ফুটপাত ধরে হাঁটার সময় গুলিবিদ্ধ হই। এরপর আর কিছু জানি না। সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলাম।'

জাকির ছাড়াও গুলিবিদ্ধ আরও অনেকে ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ময়মনসিংহের শিমুল আহম্মেদ, কুমিল্লার নাসির উদ্দিন, ঝালকাঠির আবির, শরীয়তপুরের মেহেদী, নড়াইলের শীতল, ভোলার সিফাত, মাদারীপুরের নেসার উদ্দিন, বরগুনার ছাত্রলীগের কর্মী কাওসার। তাঁরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন।

পঙ্গু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী হাসপাতালটিতে ১৭ জুলাই ৯২ জন, ১৮ জুলাই ১০২ জন এবং ১৯ জুলাই ১৪২ জন ভর্তি হন। ১৯ জুলাই ভর্তি হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৮৮ জনই গুলিবিদ্ধ ছিলেন।

গত কয়েক দিনের সংঘাতে সবচেয়ে বেশি আহত রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, ১ হাজার ৭০০ জন। তাঁদের বেশির ভাগই গুলিবিদ্ধ ছিলেন। হাসপাতালটির পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, আহতদের মধ্যে ২৭৮ জন এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের সুস্থ করে তোলার জন্য ভর্তি রেখে

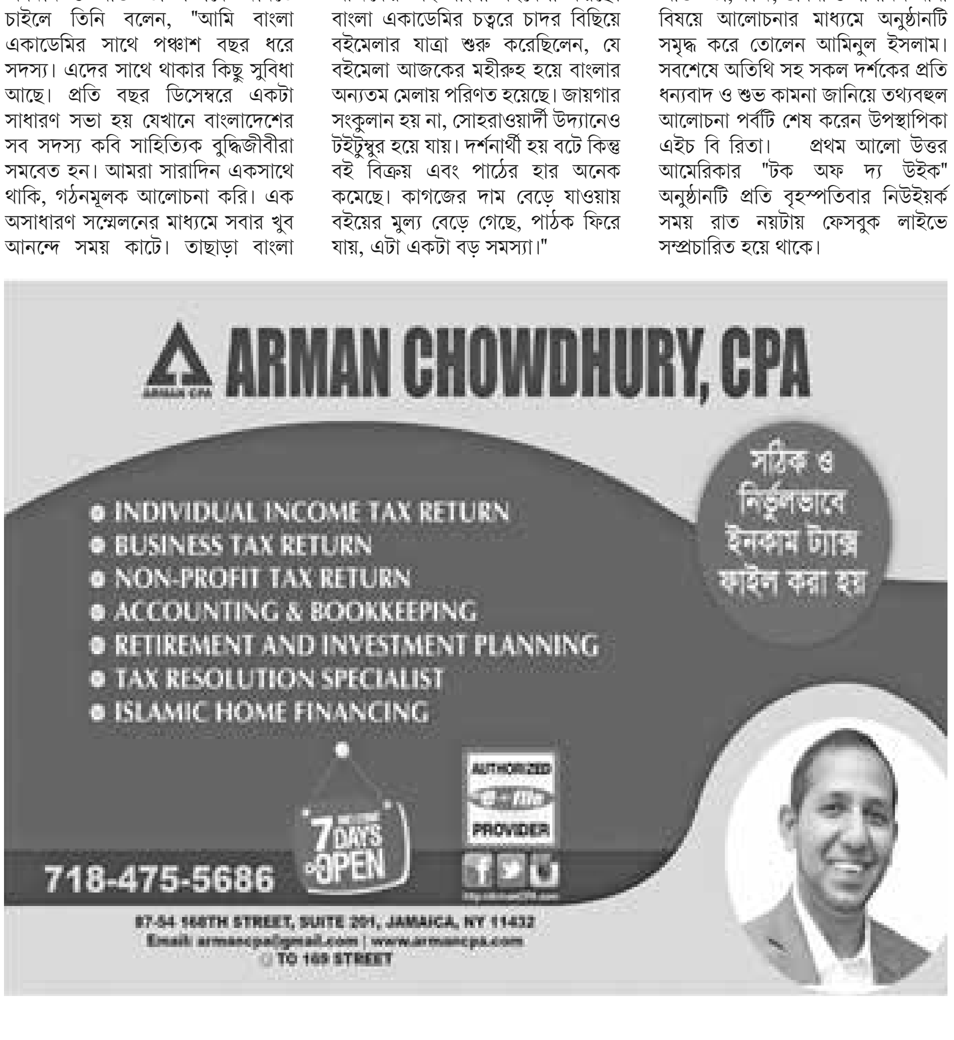

আবু সাঈদের জানাজায় মানুষের ঢল

ঢাকা ডেস্ক

কোটাবিরোধী আন্দোলনে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বোরোবি) অন্যতম সমন্বায়ক আবু সাঈদ আবু সাঈদের (২৪) দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

১৭ জুলাই বুধবার সকাল ৯টায় রংপুরে পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের বাবনপুর গ্রামে জাফরপাড়া মাদরাসা মাঠে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হন আবু সাঈদ। জানাজায় ইমামতি করেন, আবু সাঈদের আত্মীয় মো. সিয়াম মিয়া।

এসময় মানুষের ঢল নামে।

এর আগে মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে আবু সাঈদের মরদেহ তার গ্রামে এসে পৌঁছে।

মরদেহ গ্রামে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। শোক আর কান্নায় এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে যায়। সেখানে অপেক্ষমাণ শত শত মানুষ ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। তিনি পেশায় একজন দিনমজুন। অর্থাভাবে কোনো ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি তিনি। আবু সাঈদ ছোট থেকেই ছিল অত্যন্ত মেধাবী। নয় ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিল সাঈদ। তাকে ঘিরে আকাশসম স্বপ্ন ছিল দরিদ্র বাবা-মার। তাকে হারিয়ে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারটির। তিনি নিজ চেষ্টায় লেখাপড়া করে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল। মেধা ও আচরণে গ্রামে সবার প্রিয় ছিল সাঈদ।

এদিকে ছেলেকে হারিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে শোকে পাথর হয়ে গেছেন মা মনোয়ারা বেগম।

এলাকাবাসী জানায়, ছোট থেকেই আবু সাঈদ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তার ব্যবহারে তার প্রতি সবাই মুগ্ধ ছিল। তিনি স্থানীয় জুনুদের পাড়া সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেন। পরে এলাকার খালাশপীর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাশ করেন। এরপর রংপুর সরকারি কলেজ থেকেও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হন। পরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন আবু সাঈদ। বেঁচে থাকলে আবু সাঈদ জীবনে অনেক বড় হতেন এবং পরিবারসহ এলাকার জন্য যথেষ্ট অবদান রাখতেন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

প্রসঙ্গত, ১৫ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান কোটা বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে শহরের লালবাগ এলাকায় থেকে ক্যাম্পাসের দিকে যায়। এরপর ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। তখন পুলিশ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে রাবার বুলেট ছোড়ে। এ সংঘর্ষে নিহত হন আবু সাঈদ।

মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন

ইন্টারনেট বন্ধে গ্রাহকদের ক্ষতি ১০ হাজার কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক

সারা দেশে সবার জন্য দ্রুত ইন্টারনেট সেবা চালুর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার (২৪ জুলাই) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, গত ১৭ জুলাই থেকে সারা দেশে বন্ধ হয়ে গেছে মোবাইল ফোন ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা এবং ১৮ জুলাই থেকে সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা বন্ধ আছে। এতে ১৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সঙ্গে ইন্টারনেট সুবিধাভোগী আরও ৫ কোটি গ্রাহক ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা, চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যাংক, বিমা, সফটওয়্যার শিল্পে ধস নেমেছে।

একই ভাবে টেলিযোগাযোগ শিল্পে ৩০ শতাংশ ব্যবসা কমেছে। সরকারি সব ইউটিলিটি গ্রাহকের বিশেষ করে গ্যাস, বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, এটিএম বুথে টাকা উত্তোলন, মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় ব্যাপক বিপর্যয় নেমে এসেছে। সব মিলিয়ে দৈনিক গ্রাহকদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। তাই সারা দেশে দ্রুত মোবাইল ফোন ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা চালু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ইন্টারনেট এখন আন্তর্জাতিক ভাবে জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবাধিকার।

পাশাপাশি সরকারের ও বিটিআরসির কাছে আমাদের দাবি, অব্যাহত ইন্টারনেট ডেটা চালুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে। সেই বিটিআরসির কাছে আবেদন, আগস্ট মাসের বিল গ্রাহকদের কাছে যাতে না নেওয়া হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন গ্রাহকদের কাছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব না ছড়াতে এবং ভয়ভীতি তৈরি হয় এমন কিছু পোস্ট না করতে অনুরোধ জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এমন কিছু বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন মন্তব্য

বিচার বিভাগীয় কমিশন

শেষ পৃষ্ঠার পর

অতিরিক্ত সচিব জাহেদা পারভীন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব তানভীর আহমেদ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মোহা. আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত ১৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয়জন নিহত হওয়া এবং সংঘটিত সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা তদন্তের জন্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি খোন্দকার দিলিরুজ্জামানকে দিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ১৮ জুলাই মন্ত্রী পরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কমিশন গঠনের বিষয়টি জানানো হয়। কমিশনকে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়। এ ছাড়া কমিশনকে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটকে সাচিবিক সহায়তা করতে বলা হয়।

বৈঠক শেষে বিচারপতি খোন্দকার দিলিরুজ্জামান বলেন, '১৬ জুলাই ৬ জনের মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন ও তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং ৫–১৬ জুলাই সময়ে সংঘটিত সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি প্রমাণসহ ৬ আগস্টের মধ্যে সরাসরি বা ডাকযোগে বা ইমেইলে কমিশনের কাছে পাঠানো যাবে। কমিশন এরই মধ্যে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। তারই আলোকে প্রথম বৈঠক হয়েছে। আমরা বিভিন্ন নাগরিকদের কাছে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্যাদি আহ্বান করব। সেটা কি পদ্ধতিতে হবে— তা গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হবে।'

১৬ জুলাইয়ের পরবর্তী ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে বিচারপতি খোন্দকার দিলিরুজ্জামান বলেন, 'পরবর্তী ঘটনা প্রজ্ঞাপনের পরে হয়েছে। সুতরাং এখনো পর্যন্ত ৬ জনের বিষয়েই বলা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ঢাকার বাইরের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া হবে বলে জানান তিনি।'

ভুলে জাতিসংঘের লোগো মোছা হয়নি

ঢাকা ডেস্ক

কোটা আন্দোলনকে ঘিরে সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতি থামাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জাতিসংঘের লোগোযুক্ত যানবাহনের ব্যবহার নিয়ে উত্থাপিত প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, জাতিসংঘের কোনো বাহন ব্যবহার হয়নি। যে সমস্ত বাহন ব্যবহার হয়েছে তা জাতিসংঘকে ভাড়া দেয় বাংলাদেশ। সেই বাহনে তাদের লোগো লাগানো ছিল। এটি ভুলে মুছা হয়নি। এখন তা মুছে ফেলা হয়েছে। বুধবার বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

চলমান শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে গত কয়েকদিনে রাজধানীতে যে ভাঙচুর হয়েছে সেটি দেখাতে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিদেশি কূটনীতিকদের। তাদের সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কূটনীতিকদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

বাসে নয়, ট্রেনে নয়, কোথায় নিরাপদ মেয়েরা

ফজলুল কবির

ঘরগুলো গেছে আগেই। চার দেয়ালের ভেতর থেকে আসা চিৎকারগুলো দীর্ঘশ্বাসে ঢেকে গিয়েছে কবেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও এখন একই কাতারে। সেখানে লকলকে জিভ বের করে আছে সহপাঠী থেকে শুরু করে শিক্ষকেরা। আর পথ? সে যে নিরাপদ নয়, তা তো কবেই ঘোষিত হয়েছে। চলন্ত বাস, থেমে থাকা বাসে ধর্ষণের ঘটনা শিরোনাম হয়েছে বছর গড়ালো। এবার আবার চলন্ত ট্রেনে ধর্ষণের ঘটনা সামনে এল। আর কী বাকি থাকে তবে?

নারী নিপীড়নের খবর এবং এর প্রতিবাদ সবই যেন ডালভাত হয়ে গেছে এ দেশে। যৌন হেনস্তা, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা এখন এতটাই যে ইভটিজিং, মানসিক নির্যাতন, মারধর–এসব কিছু আর ধর্তব্যেই পড়ে না। যেন এগুলো কিছুই নয়। প্রতি মাসে দেশের নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো নারী নিপীড়নের একটি হিসাব তুলে ধরে। এই হিসাব তারা দেয় সাধারণত সংবাদমাধ্যমে আসা খবরগুলোকে আমলে নিয়ে। আর বাংলাদেশ পুলিশ একই ধরনের হিসাব দেয় থানায় করা অভিযোগের ভিত্তিতে। এই হিসাবের বাইরেও বহু বহু ঘটনা থেকে যায়–এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এত এত নিপীড়নের মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা একটু নাড়া দেয় বটে। সেটা দেয় আক্রান্তের প্রতি কতটা সমবেদনা থেকে, কতটা ক্ষোভ থেকে আর কতটা বৈচিত্র্যের কারণে–ঠিক করে বলা মুশকিল। না হলে ‘বাঁশবাগানে নিয়ে কিশোরী ধর্ষণ’, ‘প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ধর্ষণ’, ‘পাওনা টাকার জন্য দিনের পর দিন ধর্ষণ’, ‘জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ধর্ষণ’–গত দুদিনে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এসব খবরও আলোচনার জন্ম দিতে পারত। চাইলে আরও উদাহরণ দেওয়া যাবে। বরং থামা যাক। থেমে এবার ট্রেনে চড়া যাক।

সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেসে হওয়া সর্বশেষ ধর্ষণের ঘটনায় এরই মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি। রেলের কর্তারা বলছেন, ট্রেনের সেবা নিয়ে অনেক ধরনের অভিযোগ থাকলেও এমন অভিযোগ আগে আসেনি। বলছেন, এটা খুবই গুরুতর। যাত্রীদের নিরাপত্তা তাঁদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। শুনে হয়তো একটু হলেও সান্ত্বনা খুঁজতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু দয়া করে তা করতে যাবেন না। হতাশা চেপে ধরবে।

কেন হতাশা? কারণ, ট্রেনের নিরাপত্তা নিয়ে কর্তাদের এমন বক্তব্য বরাবরের মতোই আরেকটি অসত্য বয়ান। কর্তৃপক্ষীয় বয়ানে এমন মিথ্যাচার প্রায়ই করা হয়। এবারও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কেন? কারণ, গত পাঁচ বছরে ট্রেনে এমন অন্তত ১০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এটা রেলওয়ে পুলিশেরই তথ্য।

রেলওয়ে পুলিশের তথ্য বলছে, ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ১০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এসবের পেছনে জড়িতদের বেশির ভাগই রেলের কর্মচারী। চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেসের আগে সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছিল চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি। লালমনি এক্সপ্রেসে হওয়া সেই ঘটনায় ধর্ষণের শিকার হয়েছিল ১৩ বছরের এক কিশোরী, যে ছিল শারীরিক প্রতিবন্ধী। ভুল করে ট্রেনে চড়েছিল সে। মূল্য চোকাতে হয়েছিল ধর্ষণের শিকার হয়ে। ধর্ষক কে? অ্যাটেন্ডেন্ট আক্কাস আলী।

এমনকি ধর্ষকের তালিকা থেকে বাদ যাননি স্টেশন মাস্টারও। ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি রাজশাহী রেলস্টেশন মাস্টার মঈন উদ্দীন ধর্ষণ করেন দুই সন্তানের জননীকে। বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ‘শাস্তি’ হয়েছিল তাঁর! ভাববেন না, বিস্ময়চিহ্নটি অভ্যাসবশত দেওয়া। এমনটাই হয়, হরদম। একই বছর ২২ জুন সিরাজগঞ্জের শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী রেলস্টেশন থেকে রাজশাহীতে যাওয়ার পথে আন্তনগর সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের টয়লেটে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে মো. মমিনুল ইসলাম (২৬) নামের এক যুবক ধর্ষণের চেষ্টা করে।

২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই এক বা একাধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে চলন্ত ট্রেনে। ধর্ষক কারা? কখনো সহকারী জেনারেটর অপারেটর, কখনো অ্যাটেনডেন্ট, কখনো অন্য যাত্রী, কখনো সাবেক স্বামী, কখনো ‘বখাটে’, কখনো সৎবাবা, কখনো স্বয়ং স্টেশনমাস্টার। আর সর্বশেষ এল রেলে খাবার সরবরাহের দায়িত্বে থাকা কর্মী। ধর্ষকের পরিচয়ে কী বৈচিত্র্য! তবুও রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বলছেন, ‘এটা নজির বিহীন’। বাহ, কী চমৎকার!

ধর্ষণের শিকারদের দিকে তাকালে দেখা যাবে নারীর বয়স বা অন্য কোনো পরিচয় এখানে কোনো বিষয় নয়। কোনো বয়স, কোনো পরিচয়, কোনো বেশভুষা–কোনো কিছুই তাকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। তারপরও উদয়ন এক্সেপ্রেসের ঘটনার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রেল কর্তৃপক্ষের প্রশ্ন ছিল–মেয়েটি খাবারের বগিতে কী করছিল? সংবাদমাধ্যমগুলোর ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজ ঘাটলেই এই বক্তব্যসহ ভিডিও নজরে পড়বে। না, তেমন জোর দিয়ে প্রশ্নটি করা হয়নি। তবে করা হয়েছিল।

অথচ পাল্টা প্রশ্নটি করা হয়নি যে, ভুল করে অথবা জেনেবুঝে খাবারের বগিতে ভ্রমণ করলে কি কোনো নারী ধর্ষণযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, না হতে পারেন? এরপর তো এমন প্রশ্নও উঠতে পারে যে, উদয়ন এক্সপ্রেসে কী করছিল মেয়েটি? বলা হতে পারে, লালমণি বা অন্য কোনো এক্সপ্রেসের কথাও। বলা হতে পারে রেলস্টেশনের কথাও, যেখানে স্টেশনমাস্টারও ধর্ষকের দলে। এমনকি ট্রেন, এমনকি গোটা রেলওয়ে। বলা হতে পারে যে, নারী কেন পথেই বের হয়? কেন চড়ে বাসে বা ট্রেনে?

এমন প্রশ্ন আমরা আগেও শুনেছি। ধর্ষণের কারণ হিসেবে নারীর পোশাক নিয়ে কত কত টানাটানি হলো এবং এখনো হচ্ছে। কত কত তত্ত্ব এল গেল, যার প্রতিটিতেই ভুক্তভোগী নারীকেই দাঁড় করানো হয়েছে কাঠগড়ায়। এ নিয়ে তোলপাড় হয় সামাজিক মাধ্যম, সংবাদমাধ্যমে। শেষে নজরদারি বাড়ানো, তদন্ত কমিটি গঠন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষদৃশ্যে পৌঁছায় ঘটনাগুলো। তারপর আর কোনো দৃশ্য নেই। তারপর আবার নতুন দৃশ্য, আরেকটি ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়। তাও যদি তাতে যথেষ্ট ব্যতিক্রমী উপাদান থাকে তবেই। বিশেষজ্ঞরা সিসি ক্যামেরার দাওয়াই হাজির করেন। অথচ একবারও বলা হয় না–ঠিক কত কোটি সিসি ক্যামেরা লাগালে তবে পুরুষ তোমার ধর্ষণ থামবে?

নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মাটি, ঘনাচ্ছে বড় সংকট

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

রবীন্দ্রনাথ একসময় লিখেছিলেন, 'মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিতে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমতো চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়'। মাটির দীর্ঘ অপব্যবহারের মাধ্যমে কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত করে আজ মানুষ নিজেই পড়েছে এক মস্ত ফাঁকিতে, মস্ত বিপদে। একদিকে মানুষের একতরফা মাটির স্বাস্থ্য বিরোধী বিভিন্ন কাজের ফলে অবক্ষয়ের চরম সীমার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এই গ্রহের মৃত্তিকা সম্পদ, অন্যদিকে এর ফলে আবার ঘোরতর বিপাকে পড়েছে সেই মানুষই। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদ মাটি, যেটি মানুষকে একাধারে দিয়েছে প্রাণ, পোষণ ও পুষ্টি, তার অনাদর, অবহেলা, নিত্য নিগ্রহ ও তার সার্বিক পরিষেবার প্রতি মানুষের বিবেক-বুদ্ধির দীর্ঘদিনের এক অকৃতজ্ঞ উদাসীনতা, প্রকারান্তরে মানুষ তথা গোটা বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্বটাকেই আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।বৈজ্ঞানিক সত্যটি হলো, মাটির ক্রমাগত ক্ষয় ও গুণমান হারানোর ফলে শেষপর্যন্ত মাটি ব্যবহারের একেবারে অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে বা এককথায় মাটির মৃত্যু হলে, বাঁচবেনা মানুষও। এবছর ৫ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শ্লোগান, 'আমাদের ভূমি...আমাদের ভবিষ্যৎ'-এর মাধ্যমে অনেকাংশে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটিকেও বোধহয় জাতিসংঘ মানুষের সামনে আনতে চাইছে, সম্পর্কিত আরো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর সঙ্গে।

সত্যি, এক আশ্চর্য বস্তু এই মাটি! বহু বছর ধরে প্রকৃতির বুকে তৈরী হওয়া বিভিন্ন অজৈব উপাদান, জৈব উপাদান, বায়ু ও জলের এক জাদুকরী সমন্বয়। ভাবতে অবাক লাগে, জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, মাত্র এক টেবিল চামচ মাটিতে নাকি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি সংখ্যায় জীবন্ত প্রাণী রয়েছে! যদিও প্রকৃতিতে মাত্র ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার মাটিতৈরী হতে সময় লাগতে পারে ১০০০ বছর পর্যন্ত। এইভাবে সুদীর্ঘ সময় ধরে যে মাটি তৈরী হয়, মানুষ তাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে অল্প সময়েই। যদিও মাটি ধ্বংস করতে পারলেও মাটি কিন্তু তৈরী করতে পারেনা মানুষ। যাই হোক, জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেব অনুযায়ী আমাদের খাদ্যের ৯৫ শতাংশই আসে এই মাটি থেকে। শুধু আমাদেরই নয়, উদ্ভিদকূলের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ১৮ টি প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন রাসায়নিকের মধ্যে ১৫টিই সরবরাহ করে এই মাটি। প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসেবেও মাটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাটিতে অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জলকে বিশুদ্ধ ও সংরক্ষণ করে মাটি। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ১ ঘনমিটার 'সুস্থ মাটি' বা যথাযথ গুণমানসম্পন্ন মাটি , ২৫০ লিটারের বেশি জল ধরে রাখতে পারে। কাজ করতে পারে 'কার্বন সিঙ্ক' হিসেবে বা ধরে রাখতে পারে বিপুল পরিমান কার্বনও। তবে মাটির ঠিকঠাক ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা না হলে তা প্রভাবিত করে মাটির উর্বরতা, মাটি ক্ষয়, মাটির জীব বৈচিত্র ইত্যাদিকে। জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী গত ৭০ বছরে, খাদ্যে ভিটামিন ও পুষ্টির মাত্রা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। গোটা পৃথিবীতে ২০০ কোটি মানুষ ভিটামিন ও খনিজের বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস-এর অভাবে অপুষ্টিতে ভুগছেন কারণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস থেকে ভিটামিন ও খনিজ শোষণ করে শরীর। ক্রমবর্ধমান এই 'লুকোনো খিদে' মেটানো ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আগামী ২০৫০ সালের পৃথিবীতে খাদ্যের সার্বিক চাহিদা মেটাতে কৃষি উৎপাদন ৬০ শতাংশ বাড়াতে হবে। সত্যি এ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ গ্রহের ৪০ শতাংশ জমি ইতিমধ্যেই অবক্ষয়িত হয়েছে। প্রভাবিত হয়েছেন বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ। হুমকির মুখে গ্লোবাল জিডিপির প্রায় অর্ধাংশ। খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে বাড়ছে জলের অভাব। বাড়ছে দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও স্থানান্তরে যাত্রা বা পরিযান। দ্রুততর হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। কমছে বিভিন্ন 'ইকো সার্ভিস' বা বাস্তুতন্ত্রের নানা সুযোগ-সুবিধা। মাটির অবক্ষয় সংক্রান্ত একটি পযবেক্ষণে দেখা গেছে, আমাদের ভারতের মাটিতে গড় জৈব উপাদান রয়েছে মাত্র ০.৬৮ শতাংশ। যা কাম্য পরিমানের তুলনায় অনেকটা কম। দেশের ৭০ শতাংশেরও বেশি মাটি হয় অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্বের সমস্যায় ভুগছে। ৫৫ শতাংশ মাটিতে নাইট্রোজেন, ৪২ শতাংশ মাটিতে ফসফরাস এবং ৪৪ শতাংশ মাটিতে জৈব কার্বনের ঘাটতি রয়েছে, জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে যা মাটির স্বাস্থ্যের একটি প্রধান নিয়ামক। এমনটাই জানা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০১৯-২০ সালের 'সয়েল হেলথ সার্ভে' থেকে। এছাড়া বর্তমানে মাটির ক্ষয়, দেশের স্থলভাগের ৩০ শতাংশ অঞ্চলকে প্রভাবিত করছে। আসাম ও ওড়িশার কিছু অঞ্চলে তো বিপর্যয়করভাবে, বছরে, প্রতি হেক্টরে ১০০ টন মূল্যবান 'টপ সয়েল' বা মাটির উপরের স্তর হারিয়ে যাচ্ছে। এমনটাই জানা যাচ্ছে 'আউটলুক প্ল্যানেট' এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে। আবার, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্সেস সূত্রে জানা যাচ্ছে নানা কারণে দেশে, বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে মাটির ক্ষতির পরিমান দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫.৩৫ টন। অনেক জায়গায় দীর্ঘসময় জল জমে থাকাও মাটির লবণতা সহ নানা আনুষঙ্গিক সমস্যা ডেকে আনছে। অ-কৃষি কাজে ক্রমশ বেশি জমি ব্যবহারের জন্য উর্বর মাটির বিশাল অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশে প্রতি বছর নানা কারণে মাটি ক্ষয়ের জন্য ৭৪ মিলিয়ন টন প্রধান পুষ্টি উপাদান নষ্ট হচ্ছে। তবে সম্প্রতি আরো ভয়াবহ তথ্য উঠে আসছে ইসরো সূত্রে। জানা যাচ্ছে, দেশের সমস্ত রাজ্যেই নাকি গত ১৫ বছরে অবক্ষয়িত জমির পরিমান বেড়েছে! গত বছরে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে ঝাড়খন্ড, রাজস্থান ও দিল্লিতে ৬০ শতাংশের বেশি জমিতে অবক্ষয়ের ছোবল পড়েছে। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে। দিল্লিস্থিত দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের হুঁশিয়ারি, অবক্ষয়িত জমি পুনরুদ্ধারের কাজ দ্রুত না করলে, ২০৩০ সালে জমির ক্ষয়ক্ষতির খরচ, পুনরুদ্ধারের খরচকে ছাড়িয়ে যাবে! প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ সরকারের

সয়েল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশেরও বিস্তৃত ভূমির প্রায় ৭৬ শতাংশ অঞ্চলে বা ১১.০৭ মিলিয়ন হেক্টর জমির মাটিতে পুষ্টির ঘাটতি প্রকট। এর মধ্যে আবার ১.৪৭ মিলিয়ন হেক্টর জমি, মাটির মারাত্মক পুষ্টি-হ্রাসের কবলে পড়েছে যা উৎপাদনশীলতার ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ নষ্ট করে, জমিকে চাষের জন্য আরও বেশি অনুপযুক্ত করে তুলছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, এখন তাহলে গোটা পৃথিবীরচিত্রটা ঠিক কেমন দাঁড়িয়েছে? ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর 'এগ্রিকালচারাল সয়েল' বা কৃষি-মাটি, মাটির ক্ষয়ের মাধ্যমে হারিয়ে যায়। পৃথিবীর ৫২ শতাংশ কৃষি-মাটির এলাকা ইতিমধ্যেই অবক্ষয়িত হয়ে গেছে। আগামী ৬০ বছরে পৃথিবী থেকে চাষযোগ্য মাটি শেষ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। ওদিকে পৃথিবীতে ক্ষুধাপীড়িত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০ কোটি। মাটির বিলুপ্তি আটকানো না গেলে আগামী ২০ বছরে খাদ্য উৎপাদন ৩০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে মনে করছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ছে, সয়েল ইরোসন ও ল্যান্ড ডিগ্রেডেশন বা মাটির ক্ষয় ও ভূমির অবক্ষয়, পৃথিবী জুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা অর্জনের পথে ক্রমশ একটা বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর জন্য এখনই আপস করতে হচ্ছে বিশ্বের অন্তত ৩২০ কোটি মানুষের ভালো-মন্দের সঙ্গে। সব মিলিয়ে অবস্থা সত্যি অত্যন্ত আশংকাজনক।

এবার একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক, মাটির যে অবক্ষয় নিয়ে এত আশঙ্কা, এত আলোচনা, সেই বিষয়টা আসলে ঠিক কেমন। যখন নাকি মাটি, জীবনকে পরিপোষণ করে এমন ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলী হারায় তখন হয় মাটির অবক্ষয়। আদতে এটি একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। যদিও মানুষের নানা অবাঞ্ছিত কাজে, অবক্ষয় আজ দ্রুত হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীতে মাটির এ সংকট ঠিক ঘনালো কিভাবে? ভিলেন হিসেবে উঠে আসছে জনসংখ্যা ও শহরাঞ্চলের পরিসর বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান দূষণ ও বর্জ্যের রমরমা, জলবায়ু পরিবর্তন, অরণ্য বিনাশ, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, অনুপযুক্ত মাটি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে দূষণ মাটির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান জীবাণুকে হত্যা করছে, অরণ্যবিনাশ ও তথাকথিত উন্নয়ন মাটির গঠন কে নষ্ট করে মাটি ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে, চাষবাস ও নগরায়ণের সঙ্গে যুক্ত মাটির সংকোচন, মাটিতে বাতাসকে চেপে ধরছে এবং জল শোষণে বাধা দিচ্ছে। মানুষের কার্যকলাপে বেড়ে চলা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেও মাটি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য নিবিড় চাষ, বিশেষত লাগাতার একফসলি চাষ, মাটির বড় সর্বনাশের কারণ হচ্ছে। একই জমিতে একটি ফসল বার বার জন্মানোর ফলে তা মাটির নির্দিষ্ট পুষ্টিগুণ টেনে নেয় এবং কীট পতঙ্গ, রোগ-জীবাণুর বাড়বাড়ন্ত হয়। আবার এই সমস্যাগুলির মোকাবিলায় কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র নষ্ট করছে এবং নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার মাটির জৈব অংশের ভাঙ্গনকে দ্রুত করছে, ক্ষুধাপীড়িত হয়ে পড়ছে মাটির আণুবীক্ষণিক প্রাণীজগত। মাটির আণুবীক্ষণিক জীবাণু-জীবন, উদ্ভিদের আবর্জনা ও প্রাণীর বর্জ্যের জৈব উপাদান থেকে বাঁচার রসদ পায়। তাইমাটি থেকে জৈব উপাদান নিঃশেষ হয়ে গেলে জীবাণু-জীবন বাঁচতে পারে না, যে জীবাণু-জীবন সুস্থ মাটির অন্যতম শর্ত। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, চাষের মাটিতে জৈব উপাদান ৩ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকা দরকার হলেও বর্তমানে বিশ্বের বড় অংশে এটি ১ শতাংশেরও কম! এইভাবে মাটির গুনাগুন যেমন ক্রমশ কমে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে কমেযাচ্ছে ফসলের পুষ্টিগুণও। এমনকি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের তথ্য অনুযায়ী, অনেক সময় টিলিং বা চাষ দেওয়া এবং সেচও মাটির গঠন ও গুনাগুনের ক্ষেত্রে খারাপ প্রভাব আনতে পারে। আবার আমাদের মতো জনবহুল দেশে, চাষের এলাকা বাড়ানো কঠিন তাই খাদ্যের বেড়ে চলা চাহিদা সামলাতে, চাপ পড়ছে বর্তমান আবাদি এলাকায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উপর। এর জন্য মাটির বিশেষভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে মাটি, প্রকারান্তরে যা এখন আমাদের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করছে। এমনটাই জানা যাচ্ছে 'ডাউন টু আর্থ'-এর একটি প্রতিবেদন থেকে। যাই হোক, সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত মাটির অবক্ষয়ের যে যে রূপগুলি আমাদের সামনে নখ দাঁত বার করে ধরা দিচ্ছে সেগুলি হল, মাটির দূষণ, মাটির ক্ষয়, অম্লতা, লবনতা, জৈব কার্বন ক্ষয়, জীব বৈচিত্র নষ্ট হওয়া, পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এর সঙ্গে মোকাবিলা সম্ভব কিভাবে? যেহেতু মাটিঅবক্ষয়ের কারণ অঞ্চলভেদে আলাদা আলাদা, তাই সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। একদিকে যেমন পর্যাপ্ত বনসৃজন অন্যদিকে মাটির স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ এমন কৃষি পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। প্রয়োজন, নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, মিশ্র ফসলের চাষ, ফসলের আবর্তন বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকম ফসলের চাষ ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া, যেগুলি মাটির গঠন ও গুণমানের পক্ষে সহায়ক। মাটিবাঁচাতে সময়োপযোগী ও বিজ্ঞানভিত্তিক একটি মাটি ব্যবস্থাপনার আজ কোনো বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে একদিকে নানারকম কর্মসূচি নিয়ে যেমন সক্রিয় জাতি সংঘ, তার সহযোগী সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি, অন্যদিকে দেশে-বিদেশে নানা সংগঠন ক্রমশ সরব হচ্ছে 'মাটি বাঁচাও' আন্দোলন নিয়ে। বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি জাতিসংঘের মাটি ও পরিবেশকেন্দ্রিক কর্মসূচীগুলি এবং ভারতীয় যোগগুরু সদগুরুর নেতৃত্বে মাটি বাঁচাও আন্দোলন, মাটির কথা, মাটির ব্যাথাকে মানুষের সামনে তুলে ধরছে বেশ কার্যকরভাবে। পরিবেশ সংরক্ষণে যুক্ত বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার বা আইইউসিএন, সমদর্শী আইকেইএ ফাউন্ডেশন-এর মতো সংস্থার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে পরিবেশবান্ধব টেকসই কৃষির পক্ষে আওয়াজ তুলেছে যা আখেরে মাটি বাঁচানোর পক্ষেই কাজ করবে। আইইউসিএন সমর্থন করছে দুনিয়ায় সাড়া ফেলে দেওয়া, সদগুরুর ঈশা ফাউন্ডেশনের মাটি বাঁচাও আন্দোলনকেও। তৈরী হচ্ছে একটি গ্লোবাল পলিসির পক্ষে বিশ্ব জনমত। ভারত সরকারও মাটিবাঁচানোর লক্ষ্যে আপাতত ৫ টি ক্ষেত্রে প্রয়াসের উপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। এগুলি হল, মাটিতে বসবাসকারী প্রাণীদের বা মাটির জৈব পদার্থকে কিভাবে বাঁচানো যায়, কিভাবে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা যায় এবং জলের প্রাপ্যতা বাড়ানো যায়, কম ভূগর্ভস্থ জলের কারণে মাটির যে ক্ষতি হচ্ছে তা কিভাবে দূর করা সম্ভব এবং বনভূমি হ্রাসের ফলে মাটির ক্রমাগত ক্ষয় কিভাবে রোধ করা যায়। এছাড়া ভারতে, ২০৩০ সালের মধ্যে, ২.৬ কোটি হেক্টর ক্ষয়প্রাপ্ত জমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সয়েল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণাটিও, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংসের মতো আসন্ন হুমকির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্যমাটির অবক্ষয়কে উল্টোমুখী করা, থামিয়ে দেওয়া বা অবক্ষয়ের গতিকে কমিয়ে দেবার জরুরি প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

যদিও মাটি বাঁচাতে যেমন কাল-ই সর্বত্র, অবাঞ্ছিত রাসায়নিক মুক্ত, জৈব চাষ শুরু করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, মাটির স্বাস্থ্য বিরোধী সমস্ত কার্যকলাপে রাতারাতি লাগাম পরানো। অনেকটা পথ যে আমরা ভুলভাবে পেরিয়ে এসেছি। মাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনাকাঙ্খিত কাজকর্ম ও ভাবনাচিন্তা হয়ে গেছে মজ্জাগত, হয়তো কিছুটা অজান্তে, হয়তো বা কিছুটা বাধ্যবাধকতায়। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, আজ আত্মসমীক্ষার সময় এসে গেছে। এই গ্রহে মাটি আর জীবন যেখানে সমার্থক, সেখানে জীবনের জন্য মাটিকে রক্ষা করতেই হবে, যে কোনো মূল্যে। কোনো দ্বিধা নেই, এক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শুভবুদ্ধির সমন্বয়ে সময়োপযোগী, উপযুক্ত প্রয়াস, আমাদের একটা বড় ভরসার জায়গা হতে পারে।

জন হার্ভার্ড ও তাঁর তিন মিথ্যার মূর্তি

তানভীর ইসলাম

কিছুদিন আগে কন্যাকে নিয়ে ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজ শহরের বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হার্ভার্ড স্কোয়ারে অবস্থিত নামকরা বুকস্টোর 'দ্য কুপ' (COOP- Harvard Cooperative Society) থেকে একটু সামনে এগিয়ে উল্টোদিকে প্রাচীরের ভেতর ঢুকে পড়তেই মনে হলো যেন কোনো স্বর্গোদ্যানে এসে পড়েছি! বাইরে রাস্তায় ভীষণ কোলাহল, অথচ ভেতরে বিশাল সবুজ জমিন জুড়ে মনোরম, নিরিবিলি পরিবেশে ছড়িয়ে রয়েছে হার্ভার্ড কলেজ, মেমোরিয়াল চার্চ, হার্ভার্ড লাইব্রেরিসহ ক্যাম্পাসের স্থাপত্যমণ্ডিত বিভিন্ন ভবন। এই সবুজ, স্নিগ্ধ প্রায় ২৫ একর ব্যাপ্তি জায়গাটির নাম হার্ভার্ড ইয়ার্ড (Harvard Yard), যার আগে নাম ছিলো কলেজ ইয়ার্ড- ১৬৩৭ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনা প্রথম জমি। এই ইয়ার্ডের প্রায় কেন্দ্রে রয়েছে 'ফাউন্ডার' লেখা জন হার্ভার্ডের ভাস্কর্য- যাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে।

জন হার্ভার্ডের ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি নিয়ে প্রচলিত সংস্কার হচ্ছে, ওনার বাম পায়ের জুতায় হাত রেখে ঘষা দিলে উচ্চশিক্ষায় সাফল্য অনিবার্য। কোটি কোটি দর্শনার্থী হাত ঘষে ঘষে তাই বাঁ পায়ের জুতার রঙ তুলে ফেলেছে। (অবশ্য হার্ভার্ডের দুষ্টু ছাত্ররা এখানে নাকি রাতের আঁধারে মুত্র বিসর্জন করে, তাই হাত ঘষার পর হাত ধুয়ে ফেলার পরামর্শ দেয়া হয়)। হার্ভার্ড সাহেবকে কদমবুসি করার অভিপ্রায় নিয়ে তাঁর মূর্তির কাছে এসে দেখলাম ভাস্কর্য সংলগ্ন ভবনে নির্মানকাজের দরুন এর চারপাশ ঘিরে রাখা হয়েছে, কাজেই এর কাছে যাওয়া বারণ। বিদ্যাদেবী সারাজীবন আমার উচ্চশিক্ষার পথে নানারকম বাধাবিঘ্নের জাল বিছিয়ে রেখেছেন, জন হার্ভার্ডও যে তাঁর চরণস্পর্শ হতে আমাকে বঞ্চিত করবেন এ আর আশ্চর্য কী!

জন হার্ভার্ডের ভাস্কর্য নিয়ে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই মূর্তিটি বিখ্যাত 'The Statue of Three Lies' নামে! আমরা যখন হার্ভার্ড ইয়ার্ডে এলাম, তখন চারপাশে দেখলাম বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ ক্যাম্পাস ট্যুর দিচ্ছে। এরা সম্ভবত সামার ক্যাম্পে আসা বা নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রী। তেমনি একটা গ্রুপ হার্ভার্ডের ভাস্কর্যের পাশে যখন এলো, দলনেত্রীকে তখন দেখলাম একে 'তিন মিথ্যার মূর্তি' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন! কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল মটো 'Veritas' বা সত্য, তারা কেন জন হার্ভার্ডের নামে এই তিন মিথ্যার মূর্তি বা ভাস্কর্য বানিয়ে তা গর্বভরে প্রচার করছে- তার পেছনের কাহিনি বেশ চমকপ্রদ। তবে তার আগে মূর্তি নিয়ে মিথ্যা তিনটি কী সেটা জেনে নেয়া যাক-

১/ এই ভাস্কর্যের মুখটি আসলে জন হার্ভার্ডের নয়, শারম্যান হোর (Sherman Hoar) নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন এক ছাত্রের!

জন হার্ভার্ডের ভাস্কর্য

হার্ভার্ড ইয়ার্ড। ছবি : লেখক

২/ ভাস্কর্যের বেদীতে 'ফাউন্ডার' লেখা থাকলেও, জন হার্ভার্ড এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নন। এমনকী এখানে যখন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, জন হার্ভার্ড তখন আমেরিকাতেই পা রাখেন নি!

৩/ পেডেস্টালে ১৬৩৮ সাল খোদাই করা আছে, কিন্তু হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৬৩৬ সালে!

জন হার্ভার্ডের ভাস্কর্য নিয়ে মিথ্যা তিনটি যে মারাত্মক তাতে কোনো সন্দেহ নেই! কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার ঘটনাগুলো জানলে এই মিথ্যার কারণগুলোও বোধগম্য হবে। সংক্ষেপে তা ব্যাখা করছি।

ইংল্যান্ড থেকে 'মেফ্লাওয়ার' জাহাজে করে যে পিলগ্রিমরা ১৬২০ সালে আমেরিকা এসে পৌঁছেছিল তারাই প্রথম এখানে ইংলিশ কলোনি প্রতিষ্ঠা করে, যা 'প্লিমাউথ কলোনি' নামে পরিচিত। এই পিলগ্রিমরা ছিলো বিচ্ছিন্নতাবাদী পিউরিটান খ্রিস্টান। এর প্রায় বছর দশেক পরে জন উইনথ্রপের নেতৃত্বে গোঁড়া পিউরিটানদের একটা বড় দল আরেকটু উত্তরে স্যালেম বন্দরে এসে ভীড়ে, যারা 'ম্যাসাচুসেটস বে কলোনি' প্রতিষ্ঠা করে। এই পিউরিটানরাই ধর্মযাজকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আমেরিকার প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, যা আজকের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। ম্যাসাচুসেটস বে কলোনির দ্য গ্রেট এন্ড জেনারেল কোর্টের ভোটে এবং ৪০০ পাউন্ড অনুদানে ১৬৩৬ সালে নিউটাউন (Newtowne) শহরে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল নিউ কলেজ। পিউরিটান ধর্মযাজক জন হার্ভার্ড তখনও ছিলেন ইংল্যান্ডে।

জন হার্ভার্ডের জন্ম ১৬০৭ সালে লন্ডনের উপকণ্ঠে সারে কাউন্টিতে। নয় ভাই-বোনের বৃহৎ একটি পরিবারে জন হার্ভার্ডের জন্ম হলেও ১৬২৫ সালের বিউবোনিক প্লেগে এক ভাই ও মা ছাড়া পরিবারের বাকী সবাই মৃত্যুবরণ করে (মা ও ভাইও কয়েক বছর পরে মারা যান), যার ফলে জন হার্ভার্ড বেশ কিছু পারিবারিক সম্পত্তির মালিক হয়ে যান। তখনকার দিনে ইংল্যান্ডের যাজকরা ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজের ইমানুয়েল কলেজ থেকে শিক্ষা নিতেন। জন হার্ভার্ডও এখান থেকে ১৬৩২ সালে বিএ এবং ১৬৩৫ সালে এমএ পাশ করেন। ১৬৩৭ সালে তিনি আমেরিকায় অভিবাসী হন এবং ম্যাসাচুসেটসের চার্লসটাউনের চার্চে মিনিস্টার হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুদিন পর তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন এবং ১৬৩৮ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুশয্যায় জন হার্ভার্ড যাজকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই নতুন কলেজে তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক (প্রায় ৮০০ পাউন্ড, এখনকার দিনে প্রায় দুই মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ) এবং ৪০০ বইয়ের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি দান করেন। জন হার্ভার্ডের ভাস্কর্যের বেদীমূলে কেন ১৬৩৮ লেখা তা বুঝে নিতে তাই বেগ পেতে হয় না। ম্যাসাচুসেটস বে কলোনির জেনারেল কোর্ট ১৬৩৮ সালে নিউটাউন শহরের নাম পালটে রাখে 'কেমব্রিজ'- তাদের বেশিরভাগ নেতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রেজির সম্মানে এবং পরের বছর জন হার্ভার্ডের দানের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিউ কলেজের নাম রাখা হয় 'হার্ভার্ড কলেজ'। ১৭৮০ সালে হার্ভার্ড ম্যাসাচুসেটসের সংবিধানে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের কাহিনি।

জন হার্ভার্ডের এই স্ট্যাচু তৈরি হয়েছিল হার্ভার্ডের মৃত্যুর প্রায় আড়াইশ' বছর পরে ১৮৮৪ সালে। হার্ভার্ডেরই প্রাক্তন ছাত্র জেনারেল স্যামুয়েল জেমস ব্রিজ গ্র্যাজুয়েশন ডিনারে বিশ্ববিদ্যালয়কে তা উপহার দিয়েছিলেন। বিখ্যাত ভাস্কর ড্যানিয়েল চেস্টার ফ্রেঞ্চকে এই ভাস্কর্য নিমার্ণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, যিনি পরবর্তীতে লিংকন মেমোরিয়ালের আব্রাহাম লিংকনের ভাস্কর্যও নির্মাণ করেছিলেন। স্ট্যাচু অফ লিবার্টির পরেই আব্রাহাম লিংকন ও জন হার্ভার্ডের মূর্তি দেখার জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দর্শক সমাগম হয়! ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো ভাস্কর্য বানানোর জন্য সেই সময় জন হার্ভার্ডের কোনো ছবি খুঁজে পাওয়া যায় নি! ১৭৬৪ সালে আগুন লেগে হার্ভার্ড কলেজ ও লাইব্রেরির সব সংগ্রহ পুড়ে যায়, সাথে হারিয়ে যায় জন হার্ভার্ডের দুষ্প্রাপ্য ছবিও। ড্যানিয়েল ফ্রেঞ্চ তাই চেয়েছিলেন জন হার্ভার্ড হিসেবে এমন একজনের মুখ যাকে দেখে আমেরিকায় প্রথম পা রাখা অভিবাসী পিউরিটান তরুণদের মতো মনে হবে। ১৮৮২ সালে হার্ভার্ড কলেজ থেকে পাশ করা শারম্যান হোর তখন ছিলেন হার্ভার্ড ল' স্কুলের ছাত্র, যাকে ভাস্কর্যের মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাস্কর্যটি প্রথমে মেমোরিয়াল হলের সামনে বসানো হলেও ১৯২৪ সালে হার্ভার্ড ইয়ার্ডে ইউনিভার্সিটি হলের সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তখন থেকে সেখানেই আছে। জন হার্ভার্ডের ভাস্কর্য 'তিন মিথ্যার মূর্তি' হিসেবে বিখ্যাত হলেও এর পেছনের সত্য ঘটনাগুলোর কারণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় খুব গর্বভরেই এর প্রচারণা করে থাকে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
› আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
› আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
› আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
› আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
› আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অঙ্ক কী কঠিন! শরৎচন্দ্রের 'গণিতশিল্পী' কেসি নাগ বাঙালির অঙ্কের ভিত গড়েন

রোমেনা রোজী

'দাদা অঙ্ক কী কঠিন...', 'চন্দ্রবিন্দু'র এই গানটা কে না শোনেননি। ক্লাস এইট-নাইনের অঙ্ক কষতে বসলে অনেক বাচ্চাই গুনগুন করে এই গানটা গেয়ে ওঠে। হাজার চেষ্টার পর অঙ্ক না মিললে মাথা চুলকাতে বসে অনেকেই। অঙ্কভীতি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর মনেই কাজ করে।

জবজবে করে তেল মাখানো এক খানা বাঁশ। সেই বাঁশ দিয়ে একটা বাঁদর উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। কতটা সে উঠল আর কতটা নামল এ নিয়ে সকলকেই হিমশিম খেতে হয়েছে কম বেশি। চাল-ডাল, জল, দুধ নিয়ে সে কী নাজেহাল কান্ড! বাপরে বাপ এ যে অঙ্কের ক্লাস!

কে সি নাগের সেই সব বিখ্যাত পাটিগণিতের অঙ্ক যা রাত্রে শুয়ে পড়ার পরও মাথায় ঘুরপাক খেতো। স্কুল ও কলেজ পেরুনো মধ্যবয়সীদের দুঃস্বপ্নে বার বার ফিরে আসে কেশব চন্দ্রের নাম। কারণ স্কুলস্মৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সাদা পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরে পাটীগণিত। বর্তমান প্রজন্ম হয়তো তাঁর নামও শোনেনি।

১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই, রথযাত্রার দিন হুগলির গুড়াপের নাগপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন কেশব চন্দ্র নাগ। পিতা রঘুনাথ নাগ ও মাতা ক্ষীরোদাসুন্দরী। শৈশবেই পিতৃহারা হন। মা ক্ষীরোদাসুন্দরীই সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব পালন করেন। পড়াশোনা শুরু হয় গুড়াপের একমাত্র বাংলা বিদ্যালয়ে। সপ্তম শ্রেণী থেকে বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরের ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা। নবম শ্রেণীতে আবার বিদ্যালয় পরিবর্তন, কিষেণগঞ্জ হাইস্কুল। এখান থেকেই ১৯১২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় এসে ১৯১৪ সালে রিপন কলেজ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে আইএসসি প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

ছোট্ট ছেলে কেশবকে কাকা মুখে মুখে ধরছেন পৌনে তেরোর নামতা। ছেলেও বলছে ঠিক, নির্ভুল। ছোটবেলার কেশব দেখছে এক ফড়ে আর আড়তদারের ইলিশের দরদস্তুর। গুঁফো আড়তদারবাবুটি ফড়েকে জিজ্ঞেস করছেন, ইলিশের মণ দেড়শো টাকা হলে একটা আড়াইসেরি ইলিশের দাম কত পড়বে? ঠোঁটের গোড়ায় নিশপিশ করতে থাকা উত্তর ফস করে দিয়ে বসছে গঙ্গার পাড়ে বসে থাকা বালক কেশবচন্দ্র— ন'টাকা ছ'আনা! গোঁফবাবু ছেলের নামধামইস্কুল জেনে নিয়ে বলছেন, স্কুলের হেডস্যরকে আমার নাম বোলো, 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়', পড়াশোনার খরচা মায় বইখাতাটাও ফ্রি হয়ে যাবে!

রটে যা তা সব সত্য নয়। এই সবই কে সি নাগকে ঘিরে কিংবদন্তি। আসল মানুষটা কলকাতা এসেছিলেন বড় হয়ে কলেজে ভর্তির সময়। উঠেছিলেন মির্জাপুর স্ট্রিটে বড়দা সত্যচরণ নাগের মেসে, ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন রিপন কলেজে (এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। তাঁর স্কুলবেলাও গোলাপগন্ধী নয়। বর্ধমানের গুড়াপের ছেলে সিক্স অবধি পড়েছেন গ্রামেরই ইস্কুলে, পরের দু'বছর তিন মাইল দূরের ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর স্কুলে। রোজ তিন-তিন ছ'মাইল পথ হেঁটে যাওয়া-আসা। রাস্তাও বলিহারি, গ্রীষ্মে এক পা ধুলো, বর্ষায় হাঁটু-ডোবা কাদা। শীতের বেলা বাড়ি ফিরতে গড়িয়ে যেত সন্ধেয়। এক দিন সন্ধেয় নির্জন পথে হেঁটে ফিরছেন, হঠাৎ খটাস খটাস শব্দ। যত এগোনো, শব্দও বাড়ে। নির্ঘাত ভূত! ছেলে তো পায়ের চটিজোড়া খুলে দে দৌড়! তার পরেই বোঝা গেল শব্দরহস্য। চলতি পথে চটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল ছোট ছোট নুড়ি, পা ফেলতে তারাই এক-একটা বেরিয়ে আসছিল ছিটকে, আর শব্দ হচ্ছিল ও রকম। ইস্কুলবেলার সেই ঘটনাই নাকি পরে তাঁর বইয়ের বিখ্যাত 'টাইম অ্যান্ড ডিসট্যান্স'-এর অঙ্কগুলোর শেকড়!

জীবন তাঁকে নিয়ে গিয়েছে বিচিত্র পথে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন কিষেনগঞ্জের স্কুল থেকে। তাঁর মেজদা তখন কাজের সূত্রে সেখানে। এই মেজদা, পরে কলকাতায় থাকা বড়দা একে একে মারা গেলে কেশবচন্দ্রের উপরেই এসে পড়ে সংসারের ভার। ভবিষ্যতের প্রবাদপ্রতিম অঙ্কশিক্ষক খুব কম বয়সে স্কুলশিক্ষকতার চাকরি নেন। গোড়ায় নিজের পড়া দুই স্কুলে, পরে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানে চাকরি পাওয়াও এক গল্প। সে আমলে বহরমপুরের বিখ্যাত স্কুলটির হর্তাকর্তা ছিলেন সাহেবরা। কেশবচন্দ্রের ইন্টারভিউ হয়েছিল কলকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলে। সাহেবরা চমৎকৃত হয়েছিলেন ছিপছিপে তরুণের আচরণের ঋজুতায়। ভাল মাটি, জল-হাওয়া পেলে প্রতিভাও বাড়ে তরতরিয়ে, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ স্কুল থেকেই নাম ছড়িয়েছিল তরুণ শিক্ষক কেশবচন্দ্রের। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঘরের ছেলেদের টিউটর নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে। তাঁর জন্য খুলে দিয়েছিলেন রাজবাড়ির বিশাল লাইব্রেরি। তাতে কতশত বিজ্ঞানের বই, দেশবিদেশের পত্রপত্রিকা! কেশবচন্দ্র পরে বলেছিলেন, পরে অঙ্কের বই লেখার সময় কাজে দিয়েছিল সেই বই-ভরা লাইব্রেরিতে তন্নিষ্ঠ পাঠস্মৃতি।

১৯২৪ থেকে ১৯৬০, 'মিত্র স্কুল' দেখেছিল এক জীবন্ত কিংবদন্তিকে। শুধু কে সি নাগ কেন, বিখ্যাত সব মাস্টারমশাইরা তখন পড়ান মিত্র ইনস্টিটিউশনে। ম্যাট্রিকে প্রথম দিকের র‍্যাঙ্কগুলো বাঁধা থাকত স্কুলের ছেলেদের, পূর্ণ সিনেমাহলের কাছে মিষ্টির দোকানের বিখ্যাত 'মাতৃভোগ' রেজ়াল্টের দিন নাম পাল্টে হয়ে যেত 'মিত্রভোগ'। কোন মাস্টারমশাইদের শ্রমের ফসল ঘরে তুলত ইস্কুল? বাংলায় কবিশেখর কালিদাস রায়, সংস্কৃতে পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী, ভূগোলে যতীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, আর্টে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী! কবিশেখরই তাঁকে প্রথম বলেছিলেন অঙ্কের বই লেখার কথা। তোমার ক্লাস ছেলেরা গোগ্রাসে গেলে, তুমি বই লিখবে না?

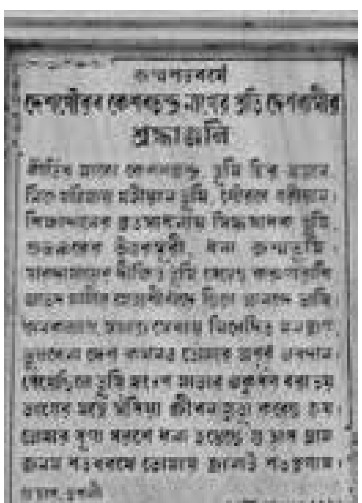

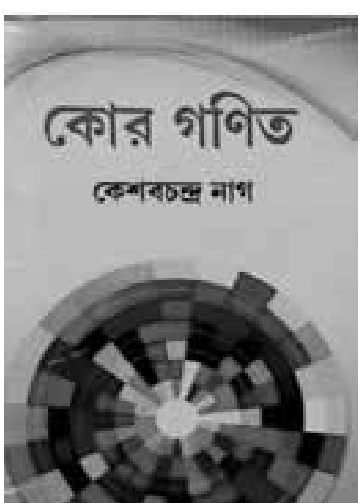

কেশবচন্দ্র কলকাতায় থাকতেন ভবানীপুরের ১২ নম্বর রসা রোডের মেসে, সেখানে বসেই লিখে ফেললেন পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য 'নব পাটীগণিত'। পরে পরিচয় ক্যালকাটা বুক হাউস-এর কর্ণধার পরেশচন্দ্র ভাওয়ালের সঙ্গে। এক দিন তিনি কেশবচন্দ্রের ঘরে এসে দেখেন, টেবিলের উপরে মোটা একটা খাতায় পাতার পর পাতা জুড়ে অঙ্ক। শুধু অঙ্কই নয়, কোন অঙ্ক কী ভাবে, কত রকম ভাবে করা যাবে, গুছিয়ে লেখা। পরেশবাবু চাইলেন সেই খাতা, বই আকারে ছাপবেন। কেশবচন্দ্র কিছুতেই দিতে রাজি নন, ছেলেমেয়েরা অঙ্ক শেখার আগে অঙ্কের 'মানে বই' হাতে পেলে বিপদ। পরেশবাবু বোঝালেন, অঙ্কের শিক্ষকদের জন্য এ খুবই দরকারি বই হবে, তাঁদের জন্য অন্তত প্রকাশ করা দরকার। রাজি হলেন কেশবচন্দ্র। ১৯৪২-এ বেরোল 'ম্যাট্রিক ম্যাথমেটিক্স'। 'নব পাটীগণিত'-এর মতোই, মার্কেট ও মন, দুই-ই জয় করল তা। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। মোট ৪২টা বই লিখেছেন, 'অঙ্কের বই মানেই কে সি নাগ' লব্‌জ হয়ে গিয়েছে তত দিনে।

তিনি মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে গৃহশিক্ষকতার শুরু করেন। ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে থার্ড মাস্টার হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। কিছুদিনের মধ্যেই সংসারের দায়িত্ব সামলেও চাকরি ছেড়ে অঙ্ক ও সংস্কৃত নিয়ে বিএ পাশ করেন। এরপর অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে কিষেণগঞ্জ হাইস্কুল যোগ দিলেন। পরবর্তীতে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে যোগ দেন। অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে তার সুখ্যাতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কানে আসলে তিনিই কেশবচন্দ্রকে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে অঙ্কের শিক্ষক হিসাবে নিয়ে আসেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবন শেষে এখান থেকেই তিনি প্রধানশিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশন, যে স্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাই ও পরে হেডমাস্টারও ছিলেন কে সি নাগ, সেখানকার চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক কি তার পরের দিকের ছাত্ররা কিন্তু জোর প্রতিবাদ করবেন। খোদ কে সি নাগের অঙ্ক ক্লাস করেছেন তাঁরা, জানেন, অঙ্ককে কেমন সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন মাস্টারমশাই। কেমন ছিল সে পদ্ধতি? ক্লাসে এসে গম্ভীর গলায় বলতেন 'সিমপ্লিফাই', আর মুখে বলতে বলতে বোর্ডে লিখে দিতেন অঙ্কটা। তার পর কোনও ছাত্রকে ডেকে বোর্ডে কষতে বলতেন। পুরোটা করতে দিতেন, ভুল করতে দিতেন। তার পর ভুল-হওয়া অংশটুকু চিহ্নিত করে, মুছে দিয়ে, ঠিক পথে নিয়ে যেতেন অঙ্কটাকে। একটা অঙ্ক ঠিক হলেই হল না। একই রকম, বা একই গোছের আরও অঙ্ক তক্ষুনি করতে দিতেন। এতে ছাত্রদের মনে অঙ্কগুলো করার তরিকা, বা এ ধরনের অঙ্কে যে যে জায়গায় ভুল হতে পারে সেগুলো গেঁথে থাকত, তারা আর ভুল করত না। বীজগণিত নয়, পাটিগণিতের পদ্ধতিতে সমাধান করতে বলতেন— তাতে যুক্তির বোধ বাড়ে। সোজা থেকে ক্রমশ কঠিন, এই ভাবে অঙ্ক করাতেন। কে সি নাগের বই থেকে অঙ্ক করা ছাত্রমাত্রেই জানে, অনুশীলনীর গোড়ার অঙ্কগুলো সোজা, পঁচিশ-তিরিশ দাগের পর থেকে জব্বর কঠিন। কিন্তু ওঁর ক্লাসে অঙ্ক শিখেছে যারা, তাদের কাছে জলভাত। অঙ্ক তো অঙ্ক নয়, ভালবাসা। দৈনিক বসুমতীর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, অঙ্ক কি জুজু না কি? ভালবাসলেই অঙ্ক সহজ হয়ে যায়।

অঙ্কের মাস্টারমশাই মানেই রাগী, গম্ভীর, নীরস একটা অবয়ব মনে পড়ে সবার। কে সি নাগও কি তেমনই ছিলেন? বকুনি দিতেন? মারতেন? মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণে তাঁদের 'স্যর'-এর বর্ণনা আছে। মোটা কালো ফ্রেমের চশমা চোখে, গায়ে আলোয়ান, খদ্দরের পাঞ্জাবি-ধুতিতে গটগট হাঁটতেন। ক্লাসে অঙ্ক না পারলে 'গাধা' সম্বোধন বিরল ছিল না, তা বলে পিঠে ধাঁইধপাধপ নয়। কারণ অঙ্ক কী কায়দায় শেখানো হচ্ছে তা তো বলাই হল! হেডমাস্টারের ঘর থেকে খেয়াল রাখতেন, পাশের মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়ে কোন ছেলে কত কড়া ট্যাকল করছে। পরে ডেকে পাঠিয়ে অভিনব শাস্তি: স্কুলের পিছল উঠোন পরিষ্কার, দু'দিন প্যারালাল বার প্র্যাকটিস, বা জ্যামিতির রাইডার সল্‌ভ করতে হবে! ক্লাসে মাঝে মাঝে পাওয়া যেত তাঁর রসবোধের ঝলক। একটি বৃত্তের কেন্দ্র O থেকে বৃত্তের পরিধির উপরে একটি বিন্দু X পর্যন্ত রেখা টেনে জিজ্ঞেস করছেন, তা হলে এটা কী হল? 'একটি ব্যাসার্ধ', 'OX ব্যাসার্ধ', 'কেন্দ্র O থেকে X বিন্দু পর্যন্ত OX ব্যাসার্ধ', নানান উত্তর এল। কিছুতেই খুশি নন। বললেন, "O X যোগ করে হল অক্স, মানে ষাঁড়!" এক দিন ক্লাসে নিজের বইখানা ছাত্রদের দেখিয়ে বললেন, এই বইটা পাঁচ টাকায় বিক্রি করলে আমার কত লাভ থাকবে, বল। ছাত্ররা সবাই বইয়ের দাম জানে, তিন টাকা। সমস্বরে উত্তর, দু'টাকা লাভ! মাস্টারমশাই বললেন, হল না। পাঁচ টাকা। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, সে কী! "আমাকে তো আর বইটা কিনতে হয়নি, তাই পাঁচ টাকাই লাভ!" বলেই মুচকি হাসি। এক বাড়িতে ছাত্র পড়াচ্ছেন, ছেলেটির মাথায় কিছুতেই অঙ্ক ঢোকে না। পাশ দিয়ে ছাত্রের বাবা যাচ্ছিলেন, মাস্টারমশাইকে সৌজন্য-প্রশ্ন করলেন, ছাত্রের পড়াশোনা কেমন বুঝছেন? কেশবচন্দ্রের উত্তর, কালীপুজো আসছে, দেখবেন যেন এ বাইরে বেরিয়ে না যায়, মায়ের সামনে বলি দিয়ে দেবে! সহাস্য অভিভাবক মাস্টারমশাইকে 'লাঠ্যৌষধি'র প্রয়োগ করতে বলে পা বাড়ালেন।

কলকাতায় প্রথমদিকে রসা রোডে মেসে ভাড়া থাকতেন। পরে ১৯৬৪ সাল থেকে থাকতে শুরু করেন দক্ষিণ কলকাতার গোবিন্দ ঘোষাল লেনে নিজস্ব বাড়িতে।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে কেশবচন্দ্রের সহকর্মী কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়িতে বসত সাহিত্যিকদের আড্ডা রসচক্র সাহিত্য সংসদ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জলধর সেনের মতো দিকপাল সাহিত্যিকরা সেখানে নিয়মিত আসতেন। কেশবচন্দ্রও সেখানে অন্যতম সদস্য হয়ে ওঠেন। সম্ভবতঃ কবিশেখর কালিদাস রায়ের প্রধান অনুপ্রেরণায় তিরিশের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশক ইউ এন ধর অ্যান্ড সন্সের মাধ্যমে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হল নব পাটীগণিত। কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে পড়ে বইটি। পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও স্বীকৃত হয়। ১৯৪২ সাল নাগাদ ক্যালকাটা বুক হাউসের পরেশচন্দ্র ভাওয়ালের আগ্রহাতিশয্যে কেশবচন্দ্রের বাঁধানো অঙ্কের খাতা প্রকাশিত হয় অঙ্কের সহায়িকা ম্যাট্রিক ম্যাথমেটিক্স নামে। বইটি বিশাল জনপ্রিয় হয়।

একে একে আরও অঙ্কের বই প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয় তার বই।

একে একে আরও অঙ্কের বই প্রকাশিত হয়। ধীরে ধীরে ইংরেজি, হিন্দি, নেপালি, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয় তার বই।

গণিতের বইয়ের অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখে ১৯৫৫ সালে তিনি নাগ পাবলিশিং হাউস নামে নিজের প্রকাশনা সংস্থা খোলেন। তার বই বিক্রি থেকে পাওয়া রয়্যালটির টাকার একটা বড় অংশ দেয়া হয় দুটি চ্যারিটি ফান্ডে; একটি তার নিজের নামে, অন্যটি তার স্ত্রী লক্ষ্মীমণির নামে।

কেশবচন্দ্র ছিলেন শ্রী শ্রী সারদা মায়ের প্রত্যক্ষ শিষ্য। ১৯২৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত নিয়মিত ডায়েরি লিখেছেন। নাম দিয়েছিলেন রত্ন-বেদী। এতে রয়েছে বহু কবিতা, ভক্তিমূলক গান। আবার একই সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের রসিকতার কথাও। ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য যেখানে যে মন্তব্যটি মনে ধরেছে, টুকে রেখেছেন এই খাতায়। আর খাতার উপরে লিখে রেখেছেন বিনা অনুমতিতে পাঠ নিষেধ। এছাড়া অনুবাদকের ভূমিকায় তিনি স্বামী অভেদানন্দের বহু ইংরাজি বক্তৃতা ও ভগিনী নিবেদিতার লেখা অনুবাদ করেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণও করেন। গান্ধীজীর 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ' আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী এই শিক্ষাবিদ। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য পাওয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ ফিরিয়ে দেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে বলতেন 'গণিত শিল্পী'।

শোক এসেছিল জীবনে। প্রথমে পুত্রশোক। তারপর স্ত্রী লক্ষ্মীমণি। তিনি ছিলেন অতুল্য ঘোষের বোন। কাজপাগল অঙ্কের মাস্টারকে তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন অঙ্ক নিয়ে ডুবে থাকার পরিসার। সংসার নিয়ে ভাবতে হত না। স্ত্রী সামলাতেন দৈনন্দিন সাংসারিক খুঁটিনাটি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাই বলেছিলেন, আই লস্ট মাই ফ্রেন্ড।

ব্যক্তিগত শোককে ভুলতে তিনি নিজেকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বলোকের ছন্দে। নানারকম কর্মদ্যোগে বেছে নিয়েছিলেন আরও বেশি ব্যস্ততা।

গুড়াপের মানুষ তাঁকে চেনে অন্যভাবে। তাঁদের কাছে কেশবচন্দ্র সত্যি ঈশ্বর। গ্রাম ছেড়েছিলেন জীবন শিক্ষা আর জীবিকার টানে। কিন্তু ফিরে ফিরে আসতেন নিজের মায়ের মাটিতে। গুড়াপের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। গুড়াপের প্রতিবেশী জিতেন্দ্রনাথ রায় — পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — ছিলেন তাঁর ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। তরুণ কেশবকে তিনিই দেখিয়েছিলেন কর্মযোগের দিশা। গুড়াপে শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৩২ সালে বাড়ির কাছে প্রতিষ্ঠা করেন গুড়াপ রমণীকান্ত ইনস্টিটিউশন।

জীবনে চাহিদা ছিল খুব কম। অনেকটা সময় কাটিয়েছেন মেসবাড়িতে। কর্মজীবনের একদম শেষে এসে রসা রোডের মেসবাড়ি থেকে উঠে ১৯৬৪ সালে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে বাড়ি তৈরি করে থাকতে শুরু করেন।

নিজে তৈরী কর ছিলেন একটি প্রকাশনী সংস্থা। নিজের অঙ্কের বই লেখার পাশাপাশি করেছেন অনুবাদের কাজ। ভগিনী নিবেদিতার লেখা অনুবাদ করেছিলেন।

অঙ্ক ছিল তাঁর জীবন। ভালবাসতেন ফুটবল। মোহনবাগান ক্লাবের কট্টর সমর্থক। তাই মোহনবাগান ক্লাবের আজীবন সদস্যতালিকায় এক নম্বরে গোষ্ঠ পাল, দ্বিতীয় নামটাই তাঁর। উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা ছিল বেজায় প্রিয়, মাঝে মাঝে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখে আসতেন। সঙ্গী নাতনি।

মিষ্টি খেতে ভালবাসতেন, গজা খুব প্রিয় ছিল। রথের দিন জন্মেছিলেন, প্রতি বছর রথে সন্ধেয় নাগবাড়ির ঘরোয়া স্মরণসভা শেষে আজও সবার জন্য একটা করে গজা বাঁধা। জন্মদিনে ওঁর ছাত্রেরা আসতেন বাড়িতে। অভিনেতা বিকাশ রায় আসতেন গোলাপের তোড়া নিয়ে। যত বছরের জন্মদিন, ততগুলো গোলাপ। ওঁর ছাত্রতালিকায় আছেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সকলের স্মৃতিময় লেখাপত্তরে ভরে আছে মাস্টারমশাইয়ের কথা। তাঁর প্রসঙ্গে আর এক ছাত্র সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'অবাক হয়েছিলাম, যাঁকে দেখে ভয় হোত, কড়া ধাতের মানুষ বলে মনে হোত সেই কেশববাবু স্যারই যখন গান করার উৎসাহ দিতেন আমাকে'।

খেলার মাঠে যখন যেতে পারতেন না তখন ধারাবিবরণী শুনতেন রেডিয়োতে। তাঁর প্রথম অসুস্থতার ধাক্কাও আসে সেখান থেকেই। তবে ফুটবলের মাঠে নয়, ক্রিকেটের ময়দানে।

১৯৮৫'র ভারত-পাক কানপুর টেস্ট চলছে। ম্যাচে টানটান উত্তেজনা। সেই উত্তেজনায় কাঁপছে তাঁর ঘরটাও। হঠাৎ সংজ্ঞা হারালেন। হাসপাতল বলল- সেরিব্রাল স্ট্রোক। মৃত্যুর হাত এড়ানো গেলেও দু'বছর শয্যাশায়ী। আর সুস্থতায় ফিরতে পারেননি। প্রয়াত হন ১৯৮৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি।

বরং ছাত্রের ভুলটা ডাস্টার দিয়ে মুছে ফের তাকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বলতেন মা সারদার মন্ত্রশিষ্য কেশবচন্দ্র নাগ।

অঙ্ক, অঙ্ক বইয়ের প্রবল জনপ্রিয়তায় আড়ালে চলে গিয়েছে তাঁর কল্যাণমূলক কাজকর্ম। তবে জন্মস্থান হুগলির গুড়াপে গেজানা যাবে তাঁর অন্য দিক। গণিতচর্চার সঙ্গে নিজের গ্রামকে আলোয় আনার জন্যও নিরলস পরিশ্রম করে গিয়েছেন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রবাদপ্রতিম এই শিক্ষক। সে কারণে স্থানীয়রা তাঁকে মানেন গুড়াপের নবরূপকার হিসাবে। নিজের গ্রামে স্কুল, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাঠাগার তৈরি, সব কিছুতেই ছিলেন পথপ্রদর্শক। গুড়াপের নাগপাড়ায় বাড়ির পাশে একটা আশ্রম করেছিলেন তিনি। সেখানে পড়াশোনাও হত। ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়। সেই আশ্রম এখন রামকৃষ্ণ মিশনের অধীন। আশ্রমে আজও দুঃস্থ ছাত্রদের দুপুরর খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়। চলে নানা সেবামূলক কাজ। কেরালার বন্যাদুর্গতদের কাছে ত্রাণ গিয়েছে আশ্রম থেকেও।

গুড়াপবাসীর কাছে কেসি নাগ ঈশ্বর-পুত্র। বাড়ির কাছে তাঁর নামাঙ্কিত ফলক-ছবি বসিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন। সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করেন তারাই।

এত বছর পেরিয়েও তাঁর অঙ্কের বইয়ের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় তো বটেই, বিদেশেও রপ্তানি হয় তাঁর বই। দেশে-বিদেশে থাকা বাঙালিরা তাঁদের পরের প্রজন্মকে অঙ্কের প্রাথমিক পাঠ শেখাতে ভরসা রাখেন কেসি নাগের অঙ্ক বইয়ের উপরে। শোনা যায়, কলকাতায় মেসে থাকার সময়ে যে দোকানে খেতেন, তার মালিক অঙ্কে কাঁচা ছিলেন বলে অনেকেই তাঁকে ঠকাতো। সেই মানুষটিকে হিসাব শিখিয়ে তাঁকে ঠকার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র নাগ। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম, বাঙালিকে 'জীবনের অঙ্ক' শিখিয়ে চলেছেন বাঙালির চিরকালীন অঙ্কের শিক্ষক কেসি নাগ।

নববধূ

ফজলুর রহমান চৌধুরী

মৌলভীবাজারের মুন্সীবাজার এলাকার নারায়ণক্ষেত্র গ্রাম। সবাইকে ওখানে বরযাত্রী যেতে হবে। তবে শর্ত আছে একটা- সবাইকে পাঞ্জাবী পায়জামা পরতে হবে। অলিখিত আইন বা ঘোষণা। যিনি বলেছেন তিনি এ বাড়ির একজন পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যাক্তিত্ব , আলোকিত , পরোপকারী একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ। সকলের প্রিয় পরহেজগার মানুষ। তিনি বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার সৈয়দ মুজাহিদ আলী মামা। বাড়ির সকলের ভালো মন্দ খোঁজ খবর রাখতেন। কাছের দূরের সকল আত্মীয়, অনাত্মীয়ের মঙ্গল কামনা করতেন। বিপদে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেন। ১৯৮৪-৮৫ সালের ঘটনা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি। এ পরিচয় দিতেও কেমন জানি একটু ভালো লাগত। ছেলে- পুরুষ সবার পরনে পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি। আমি ঢাকা থেকে এসেছি। বরযাত্রী যেতে তো হবেই। আমার নিজের পাঞ্জাবী ধোয়া বা ইস্ত্রী আছে কিনা কে জানে। সোজা পীরের গাও নানা বাড়ি দক্ষিনের ঘরে ঢুকে আলনা থেকে একটা রেডি পাঞ্জাবী পড়ে নিলাম। সাইজে একটু বড় তাতে কী। আগে নিজের জান বাঁচানো। কে এটার মালিক পরে দেখা যাবে। এ ঘরের বড়ভাই সৈয়দ জয়নাল আবেদীন নুহু ভাইসাব নিজের রেডি করা পাঞ্জাবী খোঁজা খুঁজি করে না পেয়ে আর একটা পড়ে বরযাত্রী গেলেন। আমি উনারটা পরিধান করেছি শুনে আর কথা বললেন না।

ছোট মামার বিয়ে। অনেক দিন ধরে আমাদের স্বাধ ইচ্ছে ছোটমামা, কারো ছোট চাচা, কারো চাচামণি, কারো ছোট দাদা, ডাইরেক্টর দাদা, কারো 'মতই দা এর আরাধ্য বিয়েতে ধুমধাম করব, মজা করব। ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের তুখোর ছাত্র নেতা , সমাজকর্মী, শিক্ষক , রাজনীতিবিদ, পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির ডাইরেক্টর/ প্রেসিডেন্ট , চুনারুঘাট বাজারে একটি ফার্মেসী ব্যবসার মালিক সৈয়দ মুদাব্বীর আলী ছোট মামা। খুবই রুচিশীল, আধুনিক মনা, নেতৃত্যে গুণসম্পন্ন অভিভাবক সুলভ ব্যক্তিত্ব বাড়ির সকলের , আত্মীয় পরিজনের অনুকরণীয়। মেয়েরা এ বিয়েতে তেমন সুবিধা করতে পারেনি পর্দানশীন শাসনে থাকার কারণে। জামাই কী করেন, আয় রোজগার কত এগুলো সম্পর্কে মেয়ের পক্ষ অনেক প্রশ্ন করত। ছোট মামা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বুদ্ধিকরে সমাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষ বা ছেলে পক্ষ এক মত হতে পারেনি। তবে এসে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মরহুম ডাক্তার মুনিম সাহেবের শ্বশুড় বাড়ি নারায়ণক্ষেত্র , মুন্সিবাজার। তিনি আমাদের অনেকদিকে আত্মীয়। একজন আত্মীয়বৎসল আন্তরীক মানুষ। উনার স্ত্রীর ভাইএর মেয়ে স্কুল শিক্ষিকা রেবী চৌধুরী আজকের কনে। ডাক্তার সাহেবের মাধ্যমে এ আলাপটা শুভ পরিণয়ের দিকে যায়। একান্নভূক্ত বড় পরিবারের মেয়ে বর পক্ষের ও এররম বড় পরিবারের ঝামেলা সমলাতে পারবেন। এ রকম ইতিবাচক বিভিন্ন গুণাবলীর কথা শুনা যাচ্ছিল। বর ছোটমামা মেয়ে , কন্যা বা হবু বউকে দেখে ভালোই সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ।

কনে বাড়িতে বিয়ের আক্‌দ , খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা কজন(হুসেন ভাই , মুহিত, তুজাম্মুল, টেনু ভাই সাব) ছোট মামীর বাপ- চাচার সাথে কুশল বিনিময় করছিলাম নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে। এক নানা সাহেব বলতে লাগলেন , "তোমাদের সৌভাগ্য আমরার এ পুরীরে নিয়ে যাচ্চ তোমাদের পরিবারে। এ রেবী চৌধুরী ছোট হাড়ি দিয়ে ভাত রাধতে জানেনা"। "ডেগের তলা অনেক গভীরে"। এ গুণকীর্তনভরা কথাগুলো নতুন আত্মীয় এডভোকেট মরহুম আব্দুল হক চৌধুরী নানার কাছ থেকে শুনে আমরা খুশিতে আটকানা। উপস্থিত সবাই এর মর্মকথা সাথে সাথে না বুঝতে পারলেও পরক্ষণে বুঝে নেন। আক্‌দ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে উনারা আমরা পারস্পরিক পরমাত্মীয়-বন্ধু হয়ে গেলাম। নতুন জামাই অন্দর মহলে প্রবেশ করতে যাবেন রোছমৎ সুসম্পন্ন করার জন্য । তখন বর পক্ষের অন্য কোন পুরুষ সাথে যাওয়া নিষেধ হল । সেটা কিন্তু মূলত আমাদের পর্দাশীলতার কারণেই। তবে আমি এক ফাঁকে সাহস আর অধিকার নিয়ে ছোট মামীকে দেখতে ভিতরে চলে গেলাম। পাঞ্জাবী টুপি পরিহিত অপরিচিত একটি ছেলেকে ভিতর ঘরে দেখে কচি খালা (ছোট মামীর ছোট বোন) একটু চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন , এখানে বর পক্ষের কোন ছেলে পুরুষ আসছে নাকি, পর্দার বরখেলাপ হবে। আমি ভীত আর শুকনো গলায় বল্লাম আমার ছোটমামীকে দেখতে এসেছি, চলে যাব নাকি। ঠিক আছে থাকেন তবে আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। পরে এগুলো নিয়ে কত হাসাহাসি হয়েছে!

ভারী মিষ্টি চেহারার মিষ্টি রঙের ছোট মামীকে দেখে মনটা খুশীতে ভরে গেল। নানা নানুর পরিবারের আদরের ছোট ছেলে, বড় ভাই - বোনদের চোখের মণি, অতি স্নেহের ছোট ভাই মুদাব্বীর(মতই) এর আরাধ্য সকলের পরমাহ্লাদের বউ রেবী কে যখন বাড়িতে নিয়ে আসা হলো তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

যত দিন যেতে লাগল ছোট মামী ততই মুগ্ধতা ছড়াতে থাকলেন । যেন তার জন্মই হয়েছিল এ ঘরের বৃদ্ধা শাশুড়ীর, ভাসুর ভাবী-জাদের , দেবর , ননাস- ননদের, জামাই - বউ, ভাতিজা - ভাতিজী, ভাগ্না-ভাগ্নীদের , এ বাড়ির সকলের মেহমান - মুসাফিরির দায়িত্ব নিজকাঁধে তুলে নিতে। যেন পরম তৃপ্তিতে মমতাভরা আদর আপ্যায়নে, দায়িত্বে সকলের মন প্রাণ ভরিয়ে দিতে তিনি এসেছেন আল্লাহ তায়ালার এক স্বর্গীয় রহমত আর স্বাধ - ইচ্ছা নিয়ে। ছোট মামার বয়োঃজ্যাষ্ঠ নাতি নাতনিরা উনাকে আদরে ছোট দাদা বা মতই দা ডাকলেও ছোট মামীকে অনেকে ছোট দাদী বা ছোট ভাবী ডাকতেন। কারো আপদে বিপদে, বা সৌন্দর্য্য আর মুখরাখার আপ্যায়নে ছিলেন এক আস্থার স্থল, ভরসার যায়গা। স্বামী ভক্ত ছোট মামী নিজের ছোট ছোট জমানো টাকা পয়সা পরিকল্পনা করে আত্মীয় পরিজনের আদর আপ্যায়নে , প্রয়োজনে আবার ব্যয় করে সান্তনা পেতেন। নিজের ঘর বা বাড়ির অন্য ঘরে মেহমান , নাইয়রী আসার সুসংবাদে তিনি পুলকিত হতেন। শত ঝামেলার মাঝেও কয়েক পদের রান্না বা নাস্তার পসরা সাজিয়ে সুন্দর মিষ্টি রঙের শাড়ি পড়ে মিষ্টি হাসিতে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাতেন। এদিক সেদিক আশপাসের সবাইকে ডেকে অংশ গ্রহণ করাতেন। অভূতপূর্ব পরিবেশনায় ভরে যেত আগতদের দেহ মন।

বাড়ির লিডারের স্ত্রী- বরের ইস্পাত কঠিন সিদ্ধান্তের অন্তরালে যেন সমর্থন দিয়ে এক মায়াবী নেত্রী , অর্ধাঙ্গিনী -কে কোথায় আছে পরমা সুখে বা দুংখে সে খোঁজ খবরে ব্যস্ত হতেন। আরামে ব্যারামে দাওয়াই, খাদ্য আর সেবা দিতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। কারো দিতেন উৎসাহ আর অমোঘ সান্তনার বাণী। "আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে,আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে " ।

সবাইকে যেতে হবে এ ধরনী থেকে। কিছু কিছু চলে যাওয়া কাম্য নয়, মোটেই কাম্য হতে পারে না। কারণ সে যাওয়া তো দুরারোগ্য কোন ব্যারামে নয়, বার্ধ্যক্য জনিত কোন রোগে নয়। সে চলে যাওয়া তো আচমকা এক দুর্ঘটানার ফসল। এক সুন্দর সকাল বা উপভোগ্য বিকেলে বিনা মেঘে বজ্রপাত। দুর্ঘটনায় পড়ে পা দুটো ভেঙ্গে সিলেটের আলহারামাইন ক্লিনিকে ৪ মাস অবস্থান। পরিস্থিতি আসেনি সেখান থেকে অন্য রোথাও যাবার। একের পর এক অস্ত্রোপাচারে ক্ষত বিক্ষত দেহ মন, সকল আত্মীয় শুভাকাঙ্খীদের মন। সাথে আছে নববধূর মা ভাই-বোন, আছে বরপক্ষের ভাাতিজা- ভাতিজী, ভাগ্না, জা, ননদ- নাতনি। দূর দেশ থেকে গুটি জনেক ভাতিজা- ভাগ্নার ব্যর্থ আহাজারী! নববধূর জীবন সঙ্গী, সেই কঠিন প্রেমিক পুরুষ, আরাধ্য স্বামীর হাসপাতালের কেবিনে দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী একত্রে বসবাস। হৃদরোগী বর একটি রজনী ও প্রিয়তমা অসুস্থ স্তীকে ছাড়া কোথাও যাপন করেন নি । যত কষ্টই হউক ইস্পাত কঠিন শক্ত ভালোবাসা, শক্ত হৃদয়ে ইতি টানছেন।

নববধূ যখন এ ক্লিনিক থেকে ছুটি পেলেন তখন সময় যে একেবারেই শেষ। আল-হারামাইন হাসপাতাল থেকে সিলেট ওসমানী হাসপাতালের আইসিইউ তে শেষ নিঃশ্বাস। এ মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে অন্তরের প্রার্থনা ছিল তাই। নববধূর সাদা কাপড় পরিহিত শেষ যাত্রা হল শ্বশুড় বাড়ির কবরস্থানে ২৮ মে ২০২৪। বুক ফাটা কান্নায় ভেসে গেলেন সবাই, কান্নায় ভেঙ্গে গেলেন নববধূর তিন বড় জা- আমাদের মামীগণ । যারা মামাদের অবর্তমানে তাদের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে আমাদের স্নেহ মমতায় আগলে রেখেছেন। তাদের সাথে ছোট বউ রেবীর অনেক স্মৃতি, অনেক ভালোবাসা। সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল সে দিয়েছে সকল শূন্য করে। লন্ডন থেকে মেঝ মামী (ব্যারিস্টার মামার স্ত্রী) ফোনে কান্নাকাটি করে বল্লেন, "এবার কিসের কোরবানি ঈদ ! "রেবী যেখানে নেই আমাদের কোরবানি ঈদ ও নেই"। বাড়ির সবার, আত্মীয় পরিজনের হৃদয়ে শুন্য হাহাকার। ছোট মামী আর ফোনে বলবেন না , "মনু নি বা, ঈদে আমরারে দেইখ্যা যাইবায়, সবারে বুজ্যা শুইন্যা চালাইতেছ। 'তোমার উপর তোমার মায়ের দোয়া আছে বা"। বেঁচে থাকা ছোট মামার হৃদয়ের কথা আর কী বলব! হৃদয়ে শান্তি আর সুস্থতা কামনা। ছোট মামীকে আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।পরিবারের সবাই ভালো থাকেন।

লাশকাটা ঘর

আহম্মদ হোসেন বাবু

নন্দনতত্ত্বের পথে চলতে চলতে, হঠাৎ একদিন বৈরী বাতাসে, সোহাগ এর সকল আয়োজন হয়ে গেল এলোমেলো, হয়ে গেল লন্ডভন্ড! হিংস্রতার হাসি হাসতে হাসতে নরপশুরা, পাহাড়ের গায়ে সেদিন শেকল পরায়ে, জোর করে বেড়ে ওঠা জোনাকির আলোটা নিয়ে গেল! সাথে সাথে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল সোহাগ! সেখানে বসেই উপলব্ধি করল , জীবনের গভীর রূপান্তর! সেই গুমোট অন্ধকারে সোহাগের হারিয়ে গেল, সকাম সকাল, অমল সন্ধ্যা, ঝকমকে দুপুর, আর তারাভরা রাত! থেমে গেল পাহাড়ী নদীর গান!

এখন কেবলই উজান ঠেলা। পাথর কেটে কেটে পথ চলা। তবুও সৃষ্টির নেশায়, শিল্পের উন্মাদনায়, অশান্ত এই মনটা অসীমের পানে ছোটে...

সোহাগ কান পেতে থাকে, যদি ডাক আসে আটলান্টিকের ওপার হতে। অধীর আগ্রহে একবুক আশা নিয়ে, জীবনের বাকি আয়ুকে পুঁজি করে, অপেক্ষায় থাকে সোহাগ। হাজারো সীমাবদ্ধতার মাঝেও আশা জ্বেলে রাখে, দেখা হয় যদি কখনো কোনদিন। তাই চোখের জল লুকিয়ে রেখে সোহাগ পথ চলে...

মানুষের চলার গতি যখন বাড়তে থাকে , বাড়তে থাকে জীবনের চলমান ঘটনা প্রবাহের বিবিধ গতি প্রকৃতি । কত বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায় জীবন । কোন এক অলস অবসরে সে সব দুঃখ-কষ্টের , ভালোলাগা ভালোবাসার স্মৃতিগুলো দারুণভাবে মনকে নাড়া দিয়ে যায় । ভাবনায় ডুবে যায় মন, দেহ থাকে পড়ে। স্মৃতি করে ঘোরাঘুরি। তেমনি স্মৃতি কাতরতায় সোহাগ। কেন জানি আজ বাবা-মাকে মনে পড়ছে খুব।

বাবা-মার বড় ছেলে সোহাগ । তিন ভাই তিন বোন সংগে বাবা-মা। বড় সংসার । গরীব পরিবার। অভাব ছিল সংসারে । শত অভাবের কথা, শত কষ্টের কথা, বাবা-মা কোনদিন বুঝতে দেয়নি সোহাগকে।

ফুটবল খেলতেন বাবা, কৃতি ফুটবলার ! বাবা প্রায় একযুগ ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন । বাবার জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অসাধারণ সেই স্পোর্টসম্যান স্পিরিট্ ছিল । মাকে সাথে নিয়ে, সংসারে রোদ বৃষ্টি ঝড়তুফানে যুদ্ধ করেছিলেন বাবা ! আমাদের জীবনে বাবাই ছিলেন একমাত্র অবলম্বন এবং একটি নির্ভরযোগ্য বটবৃক্ষের ছায়া।

যৌবনে বাবাকে দেখেছে সোহাগ । দেখেছে একজন কৃতি ফুটবলারকে । দেখেছে একজন আপোষহীন যোদ্ধাকে।

আজ সোহাগের, বাবা'র হাজারো স্মৃতিকথা মনের মাঝে উঁকি মারে, ভিড় জমায়! সোহাগ কোনটা বলবে, আর কোনটা রাখবে তাই ভাবে....

খুব চাপা স্বভাবের ছেলে সোহাগ। অভাব অনটনের কথা, দুঃখ কষ্টের কথা, কখনো সে মুখ ফুটে কারো কাছে বলে না। সোহাগ ভাবে, থাকনা নিজের কষ্ট, নিজের দুঃখ, অভাব-দৈন্য নিজেরই ভেতর। আবার কখনো কখনো ওর মনে হয়, নিজের বুকটাকে একটু হালকা করার জন্যও তো কিছু কথা বলা দরকার, দরকার নতুন প্রজন্মের জন্যে, শেখার জন্যে, জানার জন্যে, ইতিহাসের জন্যে, আমাদের কথা বলা প্রয়োজন।

সোহাগের বাবা চাচারা কৃষক ছিলেন। চাচাতো বড় ভায়েরা তখন কৃষিকাজে ব্যস্ত । সেটা দেখে ওর মনও তখন কৃষান হতে চায় । বর্ষাকালে সোহাগ মাঠে যায় বাবার কাজে সাহায্য করে। বাবা ওকে জমিতে লাঙ্গল দেয়া শিখিয়েছেন! জমির আইলে বসে, কাজের মানুষের সাথে পান্তা-ভাত খাওয়ার কীযে আনন্দ! সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি সোহাগ এখনো ভুলতে পারে না! তাই সোহাগের রাখাল মন, কৃষিকাজে পড়ে থাকতো সবসময় । ভেবেছিল কৃষান হবে । বউ হবে কৃষানি। ফসলের মাঠে কাটবে ওর সারাবেলা। সেজন্যেই সোহাগের মন বইয়ের পাতায় না থেকে , সর্বক্ষণ পড়ে থাকতো পথে-ঘাটে-মাঠে প্রান্তরে। সবুজের সমারোহে।

পড়ার দিকে ওর মন একদম ছিল না। কিন্তু বাবা ছিলেন ভীষণ জ্ঞানপিপাসু। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন ছিল তাঁর। সোহাগ সেটা বুঝেছিল, মেট্রিক পাশের সময়। সোহাগ তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছিল, অথচ ওর বাবা মার সেকি আনন্দ ! সেই স্মৃতি আজো চোখে ভাসে ।

কিন্তু সোহাগ এর মন তখন খেলা পাগল হয়ে ওঠেছে । বাবার মতো সেও ফুটবল খেলায় মেতে ওঠেছিল। নিজে খেলার দল তৈরি করা, দলে নেতৃত্ব দেয়া , বিভিন্ন জায়াগার বিভিন্ন মাঠে খেলতে যাবার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া ছিল, সোহাগের প্রিয় কাজ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোহাগকে স্থানীয় উপজেলা কলেজে ভর্তি করে দিল ওর বাবা। কিন্তু পড়া-লেখায় মন নেই । বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা , নাটক , কবিতা ,আর বাবার সাথে কৃষিকাজে সাহায্য , বাড়ীর হাট-বাজার করাতেই বেশি উৎসাহ বোধ করত সে।

এভাবেই এক বছর গেল। প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহন না করার জন্যে, কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার একদিন, সোহাগদের বাড়ীতে এসে নালিশ করে গেলেন।

স্যার চলে যাবার পরে সোহাগের বাবা, সোহাগকে ঘরে ডাকলেন । বাবাকে খুব ভয় করত সে। ঘরে ঢোকার আগেই ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ । ভীরু পায়ে ঘরে ঢুকে দেখে, বাবা পায়চারি করছেন। সোহাগকে দেখে কাছে এলেন , তাকালেন চোখের দিকে। বাবার মুখটা তখন খুব বিষন্ন। খুব গম্ভীর। বাবা বসতে বললে, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল সোহাগ।

অনেকক্ষন কারো মুখে কোন কথা নেই।

অবশেষে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বলতে শুরু করলেন, তাঁর নিজ দেশ ত্যাগের করুন কাহিনী, সোহাগ কে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা। বলতে বলতে এক সময় বাবার গলাটা ধরে এসেছিল , ছলছল করে ওঠেছিল বাবার চোখ !

স্পোর্টসম্যান বাবাকে কোনদিন এভাবে কাঁদতে দেখিনি সোহাগ। সেদিন সে এক নতুন বাবাকে দেখেছিল। ছেলে মেয়েদের নিয়ে তাঁর চোখে ছিল আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন । সোহাগ সেদিন বাবাকে ছুঁয়ে, তাঁর স্বপ্ন পূর্ণ করার অঙ্গিকার করেছিল। আর সেদিনই প্রথম সে বুঝেছিল, ওকে যেতে হবে আরো বহুদূর.....

সোহাগের ইচ্ছে অনুযায়ি, বাবা ওকে আবার নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কলেজ হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্হা করলেন। জীবন থেকে একটি বছর হারিয়ে গেলেও, সোহাগ আবার বাবার স্বপ্ন পুরনের জন্য, পড়া লেখায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করল।

এরই মাঝে হঠাৎ একদিন সোহাগের পরিবারে দমকা ঝড়তুফান বয়ে গেল! সেটা ১৯৭৮ সাল। সোহাগের বাবা তখন ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় নওগাঁ হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায়! ওদের সাজানো গোছানো দুনিয়াটা, হঠাৎ যেন এলোমেলো হয়ে গেল!

এতগুলো ভাই-বোনের সংসারে সোহাগ বড়। ওর বাবা যখন মৃত্যু শয্যায় , তখন সোহাগ সতেরো আঠারো বছরের এক কিশোর বালক। কি করবে, কোথায় যাবে ভেবে পায় না। ভীষণ অসহায় হয়ে, শুধু পাগলের মত ছুটোছুটি করতে থাকে।

ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেছিলেন, রোগির অবস্থা ভালো না, তাকে রাজশাহী মেডিকেলে নিতে হবে। এখানে আর কোন চিকিৎসা নেই!

শুনে দপ্ করে সোহাগের জীবনটা অন্ধকারে ঢেকে যায়!

সোহাগরা অত্যন্ত গরীব। এত টাকা-পয়সা কোথায় পাবে? তাছাড়া ডাক্তার বলেছেন, জরুরিভিত্তিতে রাজশাহী নিতে। টাকা-পয়সা জোগাড় করার জন্য, সোহাগের সে কি প্রানপণ ছুটোছুটি! যে ভাবেই হোক, বাবাকে বাঁচাতে হবে। বাবাকে নিয়ে পাগলের মতো অবস্থা তখন সোহাগের। রাতে ঘুম নেই। গ্রামের বাড়ী থেকে দুলাভাই, চাচাতো ভাইসহ আরো লোকজন এসেছেন। না ঘুমাতে পারলে পরের দিন বাবাকে নিয়ে রাজশাহী যাওয়া সম্ভব হবে না ।

হাসপাতালে তখনো বাবা বেড পান নি , ফ্লোরে পড়ে আছেন। একদম নিরুপায় হয়ে, বাবার শিয়রে বসে আছে সোহাগ। কয় দিনের ধকলে শরীরটা ভেঙ্গে আসছে। নির্ঘুম রাত কাটছে । চোখে এক পৃথিবী ঘুম নিয়ে সোহগের তখন পাগল প্রায় অবস্থা।

একেবারে নিরুপায় হয়ে সোহাগ সে রাতে, হাসপাতালের এক কোণে ফাঁকা একটি ঘরে (যাকে মানুষ লাশকাটা ঘর বলে) সবাইকে নিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করেছিল।

একটু পরে নাইটগার্ড এসে ডাকাডাকি।

রাগান্বিত হয়ে বলে, হায়! হায়! এটা লাশকাটা ঘর, এখানে কোন জীবিত মানুষ ঘুমায় না!

একটু ঘুমানোর জন্য, সোহাগ সেই রাতে নাইটগার্ডের হাত ধরে খুব মিনতি করেছিল।

অবশেষে সদয় হয়েছিল, সেজন্যে তাঁকে আজও কৃতজ্ঞতা জানায় সোহাগ। সেই রাতে লাশকাটা ঘরে অঘোরে ঘুমিয়েছিল পরিশ্রান্ত কিছু মানুষ।

পরদিন সকালে হাসপাতালের এক লোক সোহাগকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বলেছিল, শুনুন একটা কথা বলি, ডাক্তারকে কিছু টাকা দিলে আপনার বাবা'র ভালো চিকিৎসা হবে। আর আপনাকে রাজশাহী যেতে হবে না ।

ভালো চিকিৎসার জন্যে টাকা ঘুষ দিতে হবে ডাক্তারকে?

সতেরো আঠারো বছরের এক তরুণের কাছে এ যেন এক নতুন জগৎ ! নতুন বিষ্ময়! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সোহাগ।

সে কী করবো ভেবে পাইনা। আর তখন ভালো মন্দ ভাবার মতো ওর মনের অবস্থা ছিল না। শুধু একটাই চাওয়া, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে হলেও বাবাকে বাঁচাতে হবে।

রাজশাহী যাবার জন্যে, সোহাগ কিছু টাকা ইতিমধ্যে কর্জ করেছে। সোহাগ লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, বাবার সুচিকিৎসার জন্যে ডাক্তারকে কত টাকা দিতে হবে?

লোকটি বলল, পাঁচ শত টাকা।

সোহাগ একটু ভেবে বলল, ডাক্তারকে আমি কিভাবে টাকাটা দিব? আমি তো তাঁর বাসা চিনি না ?

লোকটি বলল, আমি চিনি ।

সোহাগ বুঝতে পেরেছিল, লোকটি ডাক্তারের পরিচিত এবং সে ডাক্তারের ভাড়া করা দালাল।

বাবার চিকিৎসার জন্য সোহাগ আর একটুও দেরি করিনি, রাজি হয়ে গিয়েছিল।

লোকটিকে নিয়ে সেই সকালেই সোহাগ ডাক্তারের বাসায় গিয়েছিল। হাসপাতালের ভেতরেই ডাক্তারের সরকারি কোয়টার। কলিং বেলে হাত রাখতেই ডাক্তার নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

ডাক্তার আমার সাথের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি? কি ব্যাপার?

লোকটি মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,

একটু কথা ছিল স্যার।

ডাক্তার আমাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন। নিজেই একটি সোফায় বসতে গিয়ে আমাদেরকে পাশের সোফায় বসতে ইশারা করলেন।

জড়োসড়ো হয়ে সোফায় বসে আছি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে অনেক আগে। সোহাগ কিভাবে শুরু করবে, ঠিক বুঝতে পারছিল না। লোকটি সোহাগকে আবারো চোখের ইশারা করল, তারপর আবারো কিছুটা নীরবতা।

সোহাগ তখন রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে। শেষে লোকটি হাত দিয়ে ওকে একটা ধাক্কা দিল। ধাক্কা খেয়ে সোহাগ, পকেট থেকে টাকার এনভেলপটা বের করে ডাক্তারের কাছে নিতেই, ডাক্তার জিঙ্গেস করলেন, কি এটা ?

সোহাগ তখন হাত জোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, স্যার আমার বাবাকে বাঁচান ! আমি বড়ো অসহায় স্যার...

কম্পিত হৃদয়ে ডাক্তারের হাতে সোহাগ সেদিন বাবার জীবনের জন্যে, পাঁচশত টাকা ঘুষ দিয়েছিল!

ডাক্তার প্রথমে একটু না-না করে, এনভেলপটা পকেটে রাখতে রাখতে বলেছিলেন, আপনারা এখন হাসপাতালে যান, আমি একটু পরেই আসছি। দেখি আমি আপনার বাবার জন্য কিছু করতে পারি কি না।

সেদিন সোহাগ রীতিমত এক মহাঘোরের ভেতরে থেকে , কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারের ঘর থেকে বের হয়েছিল! লোকটি তখন খুশীতে খুব ডগমগ হয়ে বলেছিল, আপনাকে আর রাজশাহী যেতে হবে না। এখানেই আপনার বাবার চিকিৎসার সব ব্যবস্হা হবে। আপনার চিন্তার অবসান হবে....

(পাঁচশত টাকা ঘুষের বিনিময়ে, লোকটির কথা অবশ্য সত্য হয়েছিল।)

লোকটি এমনি আরো সব কত কি যে বলছিল, সোহাগের সেদিকে কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ ওর যখন খেয়াল হলো, তখনো সে ভয়ে রীতিমত কাঁপছিল!

সারারাত লাশকাটা ঘরে ঘুমিয়েছে , একটুও ভয়ে গলা শুকায় নি , একটুও কাঁপিনি সোহাগ, অথচ এখন এই দিনের আলোতে ওর একি হলো? ভয়ে সে ঠরঠর করে কাঁপছে কেন ?

সোহাগের মনে হলো, এটাইতো আসল লাশকাটা ঘর ! কত অসহায় মানুষের বুকফাটা ক্রন্দন জমা আছে এই কসাই ডাক্তারের এই ঘরে, কে জানে?

কে জানে এখানে কত মানুষের জীবন্ত বলি হয়েছে? কত মানুষের বুকভাঙ্গা হাহাকার জমা আছে এই ঘরে?

পথে যেতে যেতে সোহাগে ভেবেছি-ল, আমাদের দেশের লক্ষ-কোটি গরীব মানুষ, আজ বিনা চিকিৎসার অথবা ভুল চিকিৎসার শিকার। আবার অন্যদিকে সুযোগ বুঝে, এই কসাই ডাক্তারেরা সোহাগের বাবা'র মত জীবন্ত মানুষের গলা কাটে।

অস্থিরতায় ছটফট করছে সোহাগ...

লোকটি সোহাগকে জিঙ্গেস করেছিল, কি হয়েছে আপনার? আপনি এত ঘামছেন কেন ?

সোহাগ লোকটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। তারপর একবুক ঘৃণা নিয়ে, সেই সকালে সে চিৎকার করে বলে ওঠেছিল, ডাক্তারের ঘরটাই আসলে লাশকাটা ঘর আপনি কি সেটা জানেন?

সেদিনের সেই সতের বছরের বালক এখন পৌঢ়।সারাদিন ঘরে বসে এখন সে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিগুলো হাতড়ে বেড়ায়। জীবনের হিসাব মিলায়। কখনো মেলে কখনো না। হিসাব মিলাতে গিয়ে ভাবে, কত অন্যায়, কত অত্যাচার, কত অনিয়মের নিরব সাক্ষী, আজ এই সোহাগ!

আজকাল চারিদিকে অনিয়ম, দুর্নীতি, খুন, ঘুষ দেখতে দেখতে এখন সে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। ওর মনে হয়, অনিয়মটাই যেন আজ নিয়ম হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ক্ষোভে, আক্রোশে, দুঃখে, যন্ত্রণায় সোহাগ চিৎকার করে বলতে চায়- লাশকাটা ঘর তো আজ সারা বাংলাদেশ! কিন্তু কেন?

ডাকা

আবু তাহের মুহাম্মদ

আমাকে ডেকে নিয়ে যাও
ফালি ফালি আগুনকে বরফ ভেবে
দোকানিকে দিও কিছু
তোমার আঁচল ছিটকে কিছু বরফ
মেঘমালা হয়ে তোমাকে ছুঁয়ে দিলে
পলেস্তারা খসা বারান্দায় দাড়িও খোঁপা ভাঙতে ভাঙতে।

আমাকে ডেকে নিয়ে যাও
আমি সেই দ্বীপের লতানো পুরুষ
নাভিমূল ভিজিয়ে অরণ্য গাঙে
ডেবিট কার্ডের পিন খুলে দিয়ে
ফতুর হলে পরে
একটি কলম কিনে দিও
যে কলমের নিব দিয়ে শুধু লেখা যায়
ডেকে-নিয়ে যাও।

মধুমিতা

সারমিন চৌধুরী

মধুমিতার চোখে কাজল ছিল
চৈত্রের তীব্র রোদজ্বলা পিচ পুড়া কালো প্রলেপ
তার কপালে টিপ হয়ে হাসতে থাকলো
পাতাশূন্য ন্যাড়া গাছ সবে জানান দিয়ে গেছে
শীত আসছে নিয়ে শুষ্ক শূন্যতার হাহাকার
মধুমিতার কর্ণিয়াতে জমাট বাঁধছে শুভ্র বেদনা।
মধুমিতা নীলরঙা বারোহাত শাড়ি পড়তো
কিন্তু কখনো খোপায় ফুল গুঁজতো না,
শখে নাকি কিছু লুকোতে চোখে কাজল দিতো?
ডাগর সে চোখে থাকতো যেন রাজ্যের যত কথা!
আচ্ছে সুখের জন্য কেনো খুঁজো ভালোবাসা-
ভালোবাসার জন্য সুখ বরাদ্দ কেন নয়?
আমি নাদান কভু সেই ভাষা বুঝে উঠতে পারিনি
মধুমিতা আমার প্রথম প্রেমিকা ছিল না
তবে আমিই তার সখের পুরুষ ছিলাম।
মধুমিতা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলো ক্রমে
পরনারীতে আমার আসক্ততা;
যাকে স্বর্গের সমস্ত সুখ এনে দেবার কথা ছিল
আমি তাকে নরকের দুয়ারে ঠেলে দিয়েছি
আজ মধুমিতার মৃত্যুবার্ষিকী, আর-
আমি মৃত্যুর ভিক্ষা চাইছি মুক্তির আশায়।

নীলাঞ্জনা

অঞ্জন ব্যানার্জ্জি

নীলাঞ্জনা, চেয়ো নাকো অমন করে
অন্য কোনো পুরুষের চোখে
তাকাও আমার চোখে আয়ত নয়নে
হাত রেখো ভালবেসে আমার হাতে
যে কম্পন সুর তোলে শারদের কাশফুলে
বসন্ত হাওয়ায় নদীর ঢেউয়ে
নীল আকাশে ভাসা পাখির ডানায়
বিদ্যুৎ চমকানো ঝর্ণা ধারায়
সে কম্পনে বিগলিত করো হৃদয় আমার
তোমার অমোঘ ভালবাসার ছোঁয়ায়।

নিজেকে নমুনারূপে গড়তে

তোফায়েল তফাজ্জল

নিজেকে নমুনারূপে গড়তে
মুখ হয়ে গেলে ব্যর্থতার বাংলা পাঁচ
জ্ঞানী হয়ে লাভ নেই শিশির বিন্দুও।
তবে, যে অন্যকে দেখে, নিচে পড়াদের
উপরে উঠাতে হাত প্রসারিত করে, টেনে তোলে
তিনি উঁচু দরোজার।
তার লাভ কেজি কেজি, অমূল্য রতন।
তেমন মানুষ গড়তে
তাঁর সৃষ্টির ঝিনুক জুড়ে আছে প্রেরণার মুক্তো ।

আর যে বা যারা কেউ পাশের জনকে
মুরগি বানিয়ে গা ঢাকা দেয়
এরা কাপুরুষ, না-মানুষ।
দিনশেষে সবাই যেহেতু
কাফনের বাইরে দু'টি হাত রাখা আলেকজান্ডার
তাহলে কী লাভ
বাঁকা পথের পথিক হয়ে, বাঁহাতের উপার্জনে ?
তাঁর একাধিক প্রশ্ন ছড়িয়ে দিয়েছে
লাল বাতি জ্বলে ওঠা তেমন সংকেত।

আপনি কি বুঝতে পারেন

আল মামুন রিটন

আপনার সাথে আমার দেখা হলেই, আপনি সরাসরি
আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন
যেন রবি তার সমস্ত তেজ নিয়ে আমাকে গ্রাস করছে।
আমি তখন কাপুরুষ হয়ে যাই
আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে থাকি ডুবে- না যাই
ডুবে গেলে সাঁতরে উঠতে যদি না পারি?
ওই অথইয়ে সব ছেড়ে শেষে যদি ডুবে মরি?

আপনার দিকে ভয়ে না তাকালেও ঠিকই বুঝতে পারি,
সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পবিত্র কিছু-করবির মত ঝুঁকে
আছে আমার দিকে-তাকিয়ে গিলছে আমাকে
আমার পালাবার পথ ও শক্তিরা মহাবিশ্বের ব্ল্যাকহোলে
ভ্যানিশ হলেও, আমি আপ্রাণ মুক্তি খুঁজি
আপনি তখনও আমার দিকেই তাকিয়ে থাকেন
আমি যতক্ষণ না নত হয়ে ঝুঁকে পড়ি
আপনার স্বচ্ছ কাচের মত অস্তিত্বের অতলে।

আপনি কি বুঝতে পারেন একটা ছেলে জমে যাচ্ছে
একটা ছেলে গলে যাচ্ছে?
একটা ছেলে ক্রমশ আপনার অনন্তে ডুবে যাচ্ছে?

অনুভূতি ও চেতনা

সীমান্ত সরকার

ঘরবাড়ির চালে জড়তাগুলো শুকান ছিল
ছাদের দুধারে যত্নে গুটিশুটি সুখ, দুঃখ, ঘৃণা।
যখন জ্ঞানের মেঘে টপটপানি প্রেম ঝরল,
ছাদের দুধার থেকে টিনের চাল ধুয়ে পড়ল গ্লানির গঙ্গা
নিয়ে মিশিয়ে দিলো অচলায়তন মেঘনায়।
মুক্তাকী চেতনার জন্ম তখনই - কে আমি?

অনুভূতির জঞ্জাল স্রোতস্বিনীর আঁচলে
যেখানে পথিক হয় কস্তুরিরা,
প্রেম নিবেদনে উদগ্রীব সাজে কস্তুরি ফুল শ্যামলিমা
নৌকা বা মাছের কলরবে হয় আবেগের লেনদেন।
পদ্মা হয়ে চাঁদপুরে মেশে হতাশা, উদ্বিগ্নতা, লজ্জাবোধ;
মেঘনা ছুটে চলে মোহনায়–

যখন শিরার সাথে শিরায়, কোষের ভেতর কোষে
কথা হয় হরমোনে একাত্মায়–
সেই মোহনায় দেখি জঞ্জালে জঞ্জালে পদ্ম
চেতনার শরীরে বেড়ে ওঠা অনুভূতির জীবন।

অমল চোখে ভোরের চাঁদ

বশির আহমেদ

ঘুমের ছন্দ কেটে গিয়ে অমল চোখে আটকে গেছে
ভোরের চাঁদ,
অর্জুন গাছের ডালে রাত জাগা পাখি ফিরে পেয়েছে
নতুন প্রাতঃকাল।
তৃপ্তির নিদ ছেড়ে অজনা অম্বরে ডানা ঝাপটায়
এক ঝাঁক দ্বিপদী পাখি।
প্রকৃতির মিহি বাতাসে দুলে স্বপ্নের বাগান বিলাস
বাড়ির আঙ্গিনায় শান্ত জলপতি জাগিয়ে তোলে
বুভুক্ষু মাছের চোখ!

স্মৃতিশোক

আবির হাসান

ঝুমঝুম বৃষ্টির শব্দে একটা নির্জন উদ্ভিদের
ছায়ায় আশ্রয় নেয় যাযাবর মন, যেখানে
অজস্র ঝরা পাতার শরীরে প্রেমহীনতার
ক্ষতচিহ্ন দেখে অরণ্যে নিভে যায় রঙিন দীর্ঘশ্বাস!
অথচ হলদে বিকেলের জীর্ণ পালকে ভর করে
উড়তে চেয়েছিলো কতো প্রেমহীন চোখ, যারা বহু
বসন্ত ধরে বিরহের সাদাকালো পোশাক পরে আছে!

তুমুল বৃষ্টিতেও যে পাখি বসে থাকে বৈদ্যুতিক তারে,
তার কি কোথাও যাওয়ার নেই? নাকি স্বপ্নের নীড়
ভেঙে গ্যাছে আক্রোশের জরদ বাতাসে, জানিনা!
তবুও এই বৃষ্টিভেজা দুপুরে জীবনকে তার মতো
অসহায় লাগে!

চুপিচুপি বিদায়

হাবীব ইমন

এ আমার শেষপত্র কিনা জানি না। হয়তোবা শেষ, হয়তোবা নয়।দোয়াতের কালি শুকিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে—দুঃসময়ের দিনলিপি আটকে যাচ্ছে। রোগ-কষ্ট-হতাশাকে সঙ্গে নিয়ে যে লড়াই, তাকে বার বার দেখি—অকালবৈকল্যের বেদনাময় উপস্থিতি যেন সরোবর।

না, ডাকবো না আর তোমাকে।

বৃষ্টি হচ্ছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। থামার কোনো নাম নেই। শোবার ঘরে, জানালার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখি, কান পেতে শুনি—টিনের চালে বৃষ্টির অনবরত শব্দ—কাওয়ালি আওয়াজ নেই। বাতাসে ভাসছে দুঃখ-জাগানিয়া জলের সৌরভ।

কোনো কোনো রাতে আমি কাওয়ালি শুনতাম, বুকের ভেতর আনন্দ নৃত্য হতো। কোনো এক পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তুমি এলে। এ এক অন্য কাওয়ালি—জীবনের মানে, জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি এতদিনে। নতুন প্রাণে আমিতোমার নেশাতুর হলাম। তুমিও হয়েছিলে।

ভুলে গেলে তুমি সেসব দিনের কথা? মনে পড়ে সেদিনের কথা—বৃষ্টিমাতাল এক বিকেল ছিল। আমি অপেক্ষায় কাঁটাবনের ঢালে, পাঠক সমাবেশে বই নাড়ছি। তুমি এলে খানিকটা বিলম্বে, লাল পাড়ের শাড়িতে, স্মিত হেসে, খোঁপায় বেলিফুলের মালা। আমার হাতে একটি বই তুলে দিলে ‘চলতে চলতে’। তারপর! তারপর তুমি-আমি আশ্রয় নিলাম শিল্পকলা একাডেমির গাছের ছাউনিতে। গাছটি ছিল কৃষ্ণচূড়া। কোকিল ডাকছে। প্রকৃতিও যেন সেজেছে নতুন আবেগে। আর আমি ‘বিজয়ফুল’ হাতে হাঁটুমুড়ে তোমার বশ্যতা স্বীকার করলাম।

তুমি আমার শাসনভার নিলে—আমার হাতটা ধরলে। এটা কেবল হাত ছিল না, ছিল একটা আশ্রয়। একটা নতুন ঘর দিলে আমাকে—ভালোবাসার কুসুম ঘর। আমি তোমাকে বলেছিলাম এক সলতে জ্যোৎস্না ফোটাবো ওই ঘরে। বেহেশতসমান একটা ছোট্ট সংসার হবে আমাদের। তুমি বলেছিলে, ‘কিছু বৃষ্টি দাও অনিমেষ, তোমার চোখে স্বপ্ন ফিরিয়ে দিব, চলো ফের হারিয়ে যাই’। একদিন ভোরের আলো ফোটবার আগে তুমিই সে ঘর ভেঙে দিলে।

আমার ভেতর ক্রন্দন—অবিরাম আঁখিজল। অনল বাতাসে উড়ে যাওয়া নতুন ধূপ।

স্বপ্ন বুনে স্বপ্ন কেড়ে নিলে। একটা ঘর ভেঙে দিলে। কী সহজ তাই না! যদি জানতে আমার পেরিয়ে আসা দিনগুলো কত কঠিন ছিল! আগুনের ছরা লেগে কুহুকের বুক পুড়ে গেছে, রাতের অন্ধকারে অন্তরীণ হয়েছিল তীক্ষ্ণ পুরুষের চোখ, আর পশ্চাতে বয়ে বেরিয়েছি কত দুমুখো ছবি। গুলতির কাঠি বার বার বিঁধেছে আমায়, আঘাত আর আঘাতে। আমার অন্ধচোখ বেরিয়েছিল দিক-নিশানা আর নির্দয় হয়ে দূর থেকে তুমি হেসেছ বার বার, যন্ত্রণাদায়িনী হয়ে এ কেমন সুখ তোমার!

একদিন বিশ্বাস মানে বুঝেছিলাম ভরসা, আস্থা।

এখন আর কাওয়ালি হয় না। গজল হয় না। বিরহগীত বেজে ওঠে, চোখের ভেতর বৃষ্টি পড়ে, পাতা আর নড়ে না। নিস্প্রভ সেই দৃষ্টি চেয়ে থাকে বিদীর্ণ আকাশের দিকে। এ কেমন তোমার আলোড়ন! কতটা মিনতি রেখে গেলে তোমাকে পাওয়া যায়! কতটা কঠিন হলে হৃদয় ছিঁড়ে যায়। সুগন্ধি ফুরিয়ে গেলে বিষণ্ন সকাল যেন ট্রেসিং পেপার, আমি তার নিচে ছবি হয়ে আছি। যেন বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নিহত গোলাপ।

অন্তহীন অমাবস্যা—মানুষের তৈরি নন-স্টপ বর্বরতা—ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বঙ্গভূমে আজ শ্মশানকালির উলঙ্গ নাচ। অথচ নোনাজলে ভাসে আমার খাঁচাবন্দী শহর। একটা ক্ষয়ে যাওয়া ক্রিসেনথিমাম। কী আকুল সেই শহরে, যে শহর এখন আর জাদু দেখায় না। মননে চিন্তা খেলে না, দুর্বোধ্য কেবল ছন্দহীন সুরের আবেশ। মরেবেঁচে ওঠা আমার সেই শহর এখন প্রতিরাতে, প্রতিভোরে অকূলে কেঁদে যায়। সেই কান্নাভরা বৃষ্টি কেবল লাল জলে দিকে ছুটে, স্নান করে। শবের মিছিলে যাত্রার ধ্বনি কী শুনতে পাও প্রিয়তমা! যদি জানতে কত গোপনরাত্রি নাগাল না পাওয়ার আক্ষেপ আমাকে কবি করে তুলেছে। আমি মানুষ হতে চেয়েছিলাম, আর হতে চেয়েছিলাম একজন প্রবল প্রেমিক।

সুখদুঃখ সাফল্য-ব্যর্থতা মান-অভিমান সব কিছু নতমস্তকে বিসর্জন দিয়ে যা একমাত্র বলা যায় তা হলো—‘চুপিচুপি বিদায়’। দেখো, বিচ্ছেদের দাগা আমার আঙুল স্পর্শ করছে।

জ্যামাইকার

আল মদিনা

হালাল লাইভ পোল্টিতে

বিশাল মূল্যছাড়!

Halal Live Chicken

যে কোন ধরনের

১০টি চিকেন কিনলে ৫টি ফ্রি!
Buy 10 Chicken get 5 Free

৫টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি!
Buy 5 Chicken get 2 Free

৩টি চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি!
Buy 3 Chicken get 1 Free

যেকোন চিকেন/ডাক ২.৯৯/এলবি
Any Chicken/Duck $2.99/Lb

HALAL

বড় সাদা চিকেনের দাম ১.৩৫/এলবি

পত্রিকায় প্রকাশিত পেপার কার্টিং এর ছবি তুলে আনলে আরো একটি চিকেন এক্সট্রা ফ্রি!

এই অফারটি ১ সপ্তাহ ধরে চলবে আল মদিনাতে

জুলাই ২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত

শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কার্টিং সঙ্গে আনতে হবে

Please bring Ad copy or Ad short screen picture.

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
18 July 2024, Thursday, Issue 383
১৮ জুলাই ২০২৪, ৩ শ্রাবণ ১৪৩১, ১২ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে দোকান থেকে বাসায় ফেরার পথে ফুটপাতে গুলিবিদ্ধ হন জাকির হোসেন

বিচার বিভাগীয় কমিশন এখন ৬ জনের মৃত্যুর কারণ খুঁজবে

ঢাকা ডেস্ক

কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত ১৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছয়জন নিহত এবং ৫–১৬ জুলাই সংঘটিত সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা তদন্ত করবে বিচার বিভাগীয় কমিশন।

বুধবার সুপ্রিম কোর্ট মিলনায়তনে কমিশনের প্রথম বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান বিচারপতি খোন্দকার দিলিরুজ্জামান।

বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগ) মো. মাহমুদুল হোসাইন খান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

টক অব দ্য উইক

একজন লেখককে প্রথমে নিষ্ঠাবান পাঠক হতে হবে

বললেন আমিনুল ইসলাম

সোহানা নাজনীন

"মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য লেখা উচিত। লিখেই ছাপানোর জন্যে ব্যস্ত হবেন না। লেখাটা ফেলে রাখুন, আবার পড়ুন, নাড়াচাড়া করুন, সম্পাদনা করুন, সংশোধন করুন। ধৈর্যের সাথে শব্দ গোছানোর সাধনা করে তারপর ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেন। লেখককে পড়তে হবে, জানতে হবে আগে। বিশেষ করে যারা নিউইয়র্কে সাহিত্যচর্চা করেন তাদের অফুরন্ত সুযোগ আছে। পড়ার মাধ্যমে নিজেকে ঋদ্ধ করে তারপর লেখার মাধ্যমে উদ্গীরণ করতে হবে"- বই, প্রকাশনা, লেখক ও পাঠক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

কেউ হারিয়েছে চোখ, কেউ হাত-পা

কোটা সংস্কার আন্দোলন

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে ২৭৮ জনের চোখে ও শরীরে গুলির আঘাত ছিল।

ঢাকা অফিস

গুলশানে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন জাকির হোসেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে দোকান থেকে মধ্যবাড্ডায় বাসায় ফিরছিলেন তিনি। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সামনে পৌঁছালে ফুটপাতে গুলিবিদ্ধ হন। এতে বাঁ পা কেটে ফেলতে হয়েছে। বর্তমানে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনি চিকিৎসাধীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চোখে গুলির আঘাত নিয়ে গত শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন মো. অনিক। ২৪ বছরের এই যুবক এখন দুই চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে দেখবেন কি না, সেই আশাও দেখাতে পারছেন না চিকিৎসকেরা। তবে তাঁর চিকিৎসা এখনো চলছে।

অনিক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়কর্মী পদে কাজ করতেন। কর্মস্থল ছিল মাদারীপুর। গত বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দোকান থেকে পণ্যের অর্ডার নিয়ে বাসায় ফিরছিলেন তিনি। বিকেল ৪টার দিকে মাদারীপুর নতুন জেলা আদালত সড়কে বিক্ষোভকারী ও পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শরীরে শটগানের গুলি এসে লাগে। মাথায় ও চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অনিক। অচেতন অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নেন পথচারীরা। সেখান থেকে তাঁকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং এরপর গত শনিবার জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসে পরিবার।

শুধু অনিক নন, এই চক্ষু হাসপাতালে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার ৪২৪ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন, যাঁরা কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় চোখে মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৭৮ জনের চোখে ও শরীরে গুলির

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কমিউনিটি অপ এডে মেয়র

প্রতিটি পাড়ায় আরো বেশি আবাসন যোগ করতে হবে

এইচ বি রিতা

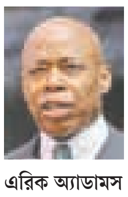

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি ১.৪ শতাংশ খালি হারের সাথে বিরাট এক আবাসন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে এবং শহরবাসী তাদের আয়ের ৩০ শতাংশেরও বেশি ভাড়া দিচ্ছে। এই সঙ্কট থেকে বের হতে 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং' পরিকল্পনাকে সমর্থন করে আরো বেশি আবাসন গড়া- জরুরি বলে মনে করছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্।

সোমবার ১৫ জুলাই, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের 'সিটি অফ ইয়েস ফর হাউজিং' প্রস্তাবে শহরের অনেকেই সম্মত হচ্ছেন। গত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

ভ্রমণ

কাশ্মীরে শীতের শুভ্রতা

কাশ্মীর এক স্বর্গের নাম!

ফাতিমা জাহান

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

কাশ্মীরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ সবুজ সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি আর তার চিনার, দেবদারুগাছের ফাঁকে আটকে থাকে অপার মায়া।

রাজধানী শ্রীনগরের প্রাণ ডাল লেক। বিশাল আয়তনের এই লেককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা। এর ভেতরে আছে অনেক নয়নাভিরাম জায়গা। এই লেকের বড় নৌকায় বসবাস করে অনেক পরিবার। তাদের আলাদা সমাজ আছে। এই সমাজের প্রায় সবাই নৌকা বা হাউসবোট ভাড়া দেয়। ডাল লেকের ভেতরেও আছে প্রচুর ভাসমান দোকান এবং একটি বাজার।

শ্রীনগর ছিল মোগল সম্রাটদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনকেন্দ্র। এ সময় এখানকার আবহাওয়া থাকে মনোরম। গ্রীষ্মে শ্রীনগর থেকে রাজকার্য পরিচালনার জন্য শহরটিতে নির্মাণ করা হয়েছিল দুর্গ, মনোরম উদ্যান, বাগানবাড়ি, মসজিদ ইত্যাদি। ফলে এই শহরের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে তাদের রেখে যাওয়া নিদর্শন। মোগলদের তৈরি করা এসব স্থাপনা শ্রীনগরের দেখার অন্যতম গন্তব্য।

কাশ্মীরে জীবিকার মূল উৎস কৃষিকাজ। কয়েক বছর আগেও তা সীমাবদ্ধ ছিল ধান চাষে। এখন চাষিদের আপেল চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কাশ্মীরের মানুষের আয়ের আরেকটি বড় উৎস পর্যটন। বিভিন্ন হোটেল, ট্যুর গাইড, পর্যটন-সম্পর্কিত ব্যবসার ওপর অনেকের জীবিকা নির্ভরশীল। ডাল লেক ভ্রমণের সহজ যান শিকারা বা ছোট নৌকা। এগুলোতে করেই ফেরিওয়ালারা নানা জিনিস ফেরি করে বেড়ান ডাল লেকে বসবাসকারীদের কাছে।

কাশ্মীরের অধিবাসীরা মিষ্টভাষী। কাশ্মীরি ভাষা শুনতেও ভীষণ মিষ্টি। ভাষাটির নিজস্ব কোনো বর্ণ নেই বলে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com